







মহাভারত-কাব্যভিনয় !

# কেশবাজ্জুন

---

বীর-চরিত

---

আদিপর্ব

---

*All Rights Reserved.*

---

ভট্টপল্লীনিবাসী  
শ্রীরামগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত

---

১৩৪০

মূল্য ৭০ বারো আনা

প্রকাশক—  
শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য  
ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা ।



কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীট,  
'বসুমতী ইলেকট্রিক মেশিন যন্ত্রে'  
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ।

## প্রবেশ-পত্র

বঙ্গসাহিত্য মহামণ্ডলে প্রতিভাবান্ বাণী-বরপুত্রগণের কাব্যকুঞ্জে, মানমন্ডলের যোগ্যতা বা প্রবেশাধিকার, আমাদের নব্যপরিচিত মহাকাব্য-‘কেশবার্জুন’-প্রণেতা গুণানুসারে অর্জন করিতে পারিবেন কি না, তাহা বঙ্গের সুরসজ্জ পাঠকবর্গের দ্বারা ক্রমশঃ বিবেচিত হইতে পারিবে ; কিন্তু এই দশসহস্রাধিক শ্লোকাস্বক, চতুর্দশপদী অমিত্রাক্ষর কাব্যের, আয়তনের দৈর্ঘ্য ও পদগাভীর্ঘ্যের সারবত্তা দেখিয়া, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কবিলেখনীর অনুবর্তী হইলে, দেখিলাম, বাক্‌দেবতা বঙ্গের পল্লীপাটে সত্যই একটা কাব্যোৎসবের নহবৎ বাজাইতেছেন। সেই সঙ্গতে দেবতা ও মহামানবগণকে পৌরাণিক দেবচরিত্রে এবং অলৌকিক মানবঙ্গের স্বভাবে যেরূপ ভাববিনিময় করিতে দেখিলাম, তাহাতে ছন্দোবঙ্গের সারল্যে ও বাক্যের স্বতঃ স্ফুরণে কখন কখন ব্যতিক্রম অনুমিত হইলেও শব্দের শ্রুতিমাধুর্য ও ভাবের ব্যুৎপত্তি, আমাকে স্বপ্নাভূতের স্থায় কল্পনারাজ্যের রসসাগরে নিমজ্জমান রাখিয়া, কেমন একটা সুখানুভব করাইতে লাগিল। অনেকস্থলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে মানিতে বাধ্য করিয়াছে যে, ভাষা-চিত্রে যে যে চরিত্র বা ঘটনা সম্যক্ পরিশ্ফুট হইয়া উঠে নাই ; ভাবছন্দের বংশীবাদনে তাহা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

একটা কাল্পনিক ভাবধারা, প্রাগৈতিহাসিক চরিত্রে ওতপ্রোত ভাবে বিগলিত হইয়া আৰ্য্য সমাজের তদানীন্তন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের জয়ধ্বজা ও অত্যাচ্ছন্ন আদর্শের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। আৰ্য্যধর্ম্মের সভ্যতা মানবঙ্গের সত্যবুদ্ধি কি বিপুল কোলীন্যগর্ভে আমার চিন্তাকর্ষণ

করিয়েছে, তাহা প্রত্যেক পাঠকের পাঠকালে হৃদয়ঙ্গম হইবে, শুনিলে বিশ্বাসযোগ্য হইবে না! অবশ্য আমিও ভাষার শব্দ-লালিত্তো প্রভারিত হইতে পারি, কিন্তু বাণীকণ্ঠের স্বর-সঙ্গতে আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছি, শ্রোতে গঙ্গাবগাহন করিতেছি! সুতরাং মোহগ্রস্তের ক্ষোভ আমাকে কখন উদ্বেলিত করিতে পারে নাই। বাহারা আলঙ্কারিক সাজশয্যায় বিশেষ মনোযোগী, তাঁহারা হয় ত কাব্যের শব্দ-কাঠিন্বে ও আধুনিক প্রগতির ভাবকার্পণ্যে বিমর্ষ হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদেরও আতিথ্যোপযোগী মর্শ্ববাণীর কমনীয়তার অভাব নাই। মহাভারতের গল্পটি সূর্য্যশ্রাব্যনাট্যের অভিনয়ে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ব্যক্তিত্বের দ্বারা পরিকল্পিত হইয়া বেশ সুন্দর-ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহাকাব্যের প্রথমাংশটি গল্পরসে কথঞ্চিৎ ক্ষুদ্র হইলেও তাহার অন্তর্বাহ্য শুভারম্ভের শঙ্খধ্বনি ও সচ্চিদানন্দের আগমনী গানে মুখরিত হইয়া সামান্যতাব পূর্ণ করিয়াছে। যাহা হোক আমার একটু নিকটাত্মীয়তা দোষ থাকিলেও, পুস্তকের যে মূল্য ধার্য্য হইয়াছে, তদতিরিক্ত আনন্দ ও সন্তোষ যে প্রত্যেক পাঠক পাইবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ যেন নিজস্ব মতবাদের অবতারণা করেন; কর্ণাকর্ণির কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন ইহার সুখস্বাদে প্রবঞ্চিত না হন। গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মৌলিকতা মহাভারতীয় হওয়াতে, তাহাতে বর্তমানের আবহাওয়ার হয় ত, হৃ-বহু চিত্রাঙ্কন হয় নাই; কিন্তু যখন ছাপরের যুগসঙ্কায় মানবাদর্শের চিত্রশুলিকে, ভাষায় ভাবে ও রসে, আধুনিক ছায়াচিত্রের আলোকে কিঞ্চিৎ মানসূকাশে উদ্ধৃত করি, তখন দেখি, তাহার হয় ত পুরুষাবতার বেদব্যাসের বা অথ কোন মনীষীর চিত্রফলক হইতে উদ্ধৃত না হইতে পারে, তথাপি তাহার সজীব ও সত্যকার চলচিত্র। লেখকের

ভগবৎপ্রীতি মহাকাব্যের মূল উৎস হওয়াতে উহার চরিত্রগত গুণাগুণের উৎকর্ষাপকর্ষ ঐ মানদণ্ডের সাহায্যে স্থিরীকৃত হইলে ভাল হয়। গ্রন্থের ভাষাসম্পদ আরো প্রাঞ্জল হইলে হয় ত কাব্যটি অধিকতর মনোমুগ্ধকর হইত; কিন্তু তাহাতে গীতাবজ্ঞার ঐশ্বর্য ও তদুপযুক্ত দেশকাল-পাত্রাদির সামঞ্জস্য রক্ষা হইত কি না সন্দেহ।

ফলকথা, কাব্যখানি মহাভারতের কঙ্কালসারে গঠিত; সুতরাং তদ্বাবে পঠিত হইলেই লেখকের শ্রমসাধনা সার্থক হইবে। সুধীজনের আনন্দ-বর্ধনে এই গ্রন্থখানিসাধারণে প্রকাশিত হইল—অলমতিবিস্তরেণ।

ইতি সন ১৩৪০ সাল,  
১৫ই শ্রাবণ।

বিনীত  
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।  
শিলং।



## শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পাংক্তি
কিরীটী	কিরীট	২-	৫
বাসন্ত দেবীর	বাসন্তী দেবীর	১২	৭
গুণাততী	গুণাতীত	১৩	১৪
স্বর্গ	সর্গ	২৩	১
মহারথী	মহারথ	২৮	১৮
কক্ষে	বক্ষে	৩১	১৭
এ দীপ	প্রদীপ	৩৩	১৭
নারি	নারী	৪৮	১০
স্বমি-পুত্র	স্বামি পুত্র	৫০	৮
লৌচক্র	মৌচক্র	৫৬	৫
মায়ায়	মায়ার	৫৬	৭
বিশ্বতরু	কল্পতরু	৫৬	১৫
সন্ধিবিয়া	জ্জিবিয়া	৫৭	৪
সখে	সখি	৫৯	১
ওই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব	জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব	৬৪	২১
ভুলবিভ্রমে	ভুলক্রমে	৭৬	৯
জলে	জলে	৮২	৮
মণিকাঞ্চন	নীলরতন	৮৫	৩
প্রাচীর	শিবির	৯০	১৬
উদ্যার	ফুৎকারে	৯৩	২২
সসয়	শময়	৯৫	৩
পূর্বাহ্ন	অপরাহ্ন	৯৫	ঐ
জয়ন্তীর	যশোদার	৯৬	১৩
কিস্ত ওই	ভুলিব না	৯৮	১০
ইচ্ছাময়	ইচ্ছামর	১০৪	১৬
সে বয়নে	রিপুকশ্মে	১০৭	২২
দাসের দৈন্ত	বন্ধনরজ্জু	১০৯	৫
পূজ্যপাদ	বিদ্যার্ণব	১১৪	৪
হইবে	বর্জিবে	১২৫	১২

# কেশবাজ্জুন

## উদ্বোধনী

পুষ্পাঞ্জলিবন্ধ-করপুটে নৃত্যশীল নট ও নটীর প্রবেশ ও  
উভয়ের স্তোত্রপাঠ ।

উভয়ে ।   ওঁ হরি ব্রাহ্মণ্যে ; গীতাদ্যে পুরুষোত্তম ;  
              স্বাধ্যায়ে বিজ্ঞানঘন “সত্যস্ত সত্যম্” ;  
              গৌরাদ্য প্রভু চৈতন্য-চরিতামৃতের ;  
              বন্দে শ্রীপদারবিন্দে জ্যোতিঃ-স্বরূপের ।  
              তজ্জ্যোতিঃশরণ্য সূর্য্য-বরেণ্য ঠাকুর,  
              সদগুরু সচ্চিদানন্দ সুন্দর মধুর,  
              অথও অন্তর্যামী নীলকান্তমণি ;  
              তৎসতে প্রণামাজলি কাব্যকমলিনী ।

( পুষ্পাঞ্জলি দান )

## কেশবাজ্জুন

নট ।      যে কাব্য-মধুকোরকে মুজিলে শ্রামল ;  
 অর্দ্ধশুটে বিকচিলে ব্রজের ছলান ;  
 মধ্যমায় আমোদিলে গীতা পুরোহিত ;  
 সে গতমোবনাম্বুজে ঢল মক্তিদীপ ।  
 কনক-কিরীটী শঙ্খ-গদা-চক্র ফেলি,  
 কুঞ্জলাল মধুকাব্যে বাজাও মুরলী ;  
 শ্রামচন্দ্রে প্রবোধিতে নব্যরসকলি,  
 সাধে কে ভজনাবলী ; ভাব-গুঞ্জমালা  
 গাঁথে কে প্রেমের পুষ্পে ভরি মর্ম্যডালা !  
 বাজায়ে উদাত্ত স্বরে ভাষা একতারা,  
 ঠুংকারে কে কাব্যকলনাদী, দ্বৈতবাদী,  
 রঞ্জিতে পূর্ণাবতারে জ্যোতিঃ পরোরজা  
 ঐশ্বর্য্য অপৌরুষেয় ; যে শ্রক্-চন্দনে  
 ভরি সাজি ভাগবত-মালধের মালী  
 পুষ্পিল পুরুষোত্তমে গীতাঞ্জলি-ডালি ।  
 সে কুঞ্জকুটীরে বঙ্গপল্লী-মালাকর,  
 যুগসম্মা-ঝরা ফুলে মিনিস্ততা-হার,  
 গাঁথিছে কেশবাজ্জুন প'রো বনমালী,  
 মোদিতে নিস্ত্রভারুণা কাব্যের গোধূলি ।

( প্রণাম )

নটী ।      বাজা মা বেদাঙ্গ-বীণা মূর্ত্য-উপাসনা,  
 পরাভক্তি-বরদাত্রী প্রেমানন্দাসনা ;

## উদ্বোধনী

ভাষার রসনাফীরা বরিষ বরষা ;  
ভাবের তরঙ্গে বঙ্গে কাব্যামোদে ভাসা ;  
কল্পনার বহু ডাকি আয় মা ভারতি  
কলস্বনা বীচি-শঙ্খে করি সন্ধ্যারতি ;  
অভ্রান্ত-পথের বাঁকে বর্তিকা-ধারিণী,  
জ্ঞানাঞ্জে সন্ধ্যা দিও জ্ঞানানন্দরাণী ।  
গুঞ্জমা ভ্রমরা ধরে, ওঙ্কার ঝঙ্কারে,  
উদ্যোতিত সামগা সতী ; দে গো যেতভুজে  
অঙ্গুলি চম্পককলি সুরসপ্তমায়,  
গোবিন্দ নিগুণো গুণী চরিতার্চনায় ;  
লো ব্রহ্মবাদিনি ওই ভগ্ন আঘাটায়  
বাজিল মোহন-বাঁশী বাঁধ মা বীণায় ।  
কবীশ গণেশে বন্দি, চন্দ্রচূড়ে ভজি,  
অচ্যুত-নির্মাল্যভূতা শৈলসুতে পুজি,  
নিরাধারা ব্রহ্মময়ি ছুর্গে বোধনিয়া,  
গুভারন্ত আরম্ভিল মালঞ্চ-পাপিয়া ।  
আদি কবি বাহ্মীকির পদাশ্রুজে নমি,  
যাঁহার অমর বীণা গাহি রামায়ণী,  
ছন্দোপকরণে পদ্ম নৈবেদ্য গাঁথিল,  
প্রথম বেদের কণ্ঠে কাব্য-স্বর দিল ;  
কবি-গুরু বৈশ্যাসনে সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,  
যাঁর বাণী সভ্যতার লিপি পুরাতননী ;

নট ।

## কেশবাজ্জুন

যাঁর জ্ঞানাজ্ঞান-লেখা শ্রুতি সাংখ্য যোগে,  
কবি-কল্পনার শিল্পে কলাবিদ্যা-ভাগে,  
আর্য্য-আভিজাত্যতায়, ধর্ম্য প্রেরণায়,  
অদ্বৈতাঙ্গে নির্দেশিল পরিপূর্ণতায় ।  
যাঁহার ভারত-কাব্য-বারিধি-ভাঙারে  
অর্দ্ধাধিক বেদ-তন্ত্র মগ্ন স্তূপাকারে  
সে বাগ্মিমণ্ডলাচার্য্য সরস্বতী-বরে,  
প্রথম কাব্যের যোনি বাল্মীকিপ্রবরে,  
পূজার্য্য পুষ্পিল কুঞ্জ-লতিকামণ্ডলে ।  
শঙ্কর শিবাবতারে পরহংস-মঠে,  
স্থাপিয়া সর্ব্বতোমুখী স্মৃতির স্তবকে ;  
ষে দণ্ডী বিবেক-মুণ্ডী আত্মযোগ-বলে,  
আর্য্যের স্থাপিল ধর্ম্য বৌদ্ধ-দাবানলে,  
যাঁহার উদার তর্ক সিদ্ধান্ত-কৌমুদী  
ভিক্ষুর মোহান্ধকারে দীপ্তিল দীপালি ;  
স্মরিল কনকাজনা দীপাজ্জলি রাগে,  
তাপসে বনতোষিণী বেলা ভাষ্য বটে ।  
ভবভূতি ভারবির ভাবে বিভোরিয়া,  
ভক্তিগাঁথা জয়দেবী চ্ছন্দে কুহরিয়া,  
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কীর্ত্তনে মাতিয়া,  
গৌরাজে নাচিয়া, রামকৃষ্ণ করতালে  
বাক্‌দেবতা পল্লীবাটে মহোৎসব করে ।

## উদ্বোধনী

নটী । \*    এ শুক্লা মাধবী রাতে কে রে ব্রজবাসী  
উদাসী বাজাস্ বাঁশী, ভারতী-মন্দিরে  
কে পূজারী, বন্দিছ মুরারি ?    ধূপ-গন্ধে  
হোমানলে হর্ষে দেবালয়,—গীতাঞ্জলি  
ব্রহ্মযোনি বাগীশ্বরী গায়,—বহুবর্ষ  
জীর্ণ-তন্ত্রী—বীণা-যন্ত্র ছিল অজানায়,  
ভুলি মহা-কাব্য ভজনায়—কে ‘রে’ তার ?  
ছেঁড়া তারে দিলি বেঁধে নবীন ঝঙ্কার,  
প্রভাকর কাব্য যুগে ফেরালি আবার ।  
যে নব্য-সঙ্গতে গাহি শ্রীমধুসূদন,  
বীরমঞ্চে রামায়ণী-গীতি,—ঘুমাইল  
আলস্ত্রের মহাঘুম-ঘোরে,—দূরাগতা  
মহাগীতি শুনাইয়া বিশ্ব ভারতীর,  
সে সুরবাহার গন্ধী যুগ অবেলায়  
কে রাত-ভিখারী পুনঃ আরতি বাজায় ।

নট

ভাগীরথী-তটভূমি মুখর করিয়া,  
যে শব্দ-তরঙ্গে বঙ্গে নদের নিমাই,  
জ্ঞানের কনক-শঙ্খ, প্রেমের আরতি  
করিয়া মঞ্জিল পুণ্য নবদ্বীপ-ভূমি ;  
সেই অনাহত ধ্বনি, কুহরে মুখরা ;  
সেই অনবদ্য সুর ঝঙ্কারে উদার ;  
ভট্টপল্লী-অংশুমালী জ্ঞান-গরিমায়,

## কেশবাজ্জুন

সেথা এ কাব্যের মোহ-মুদগর-তাড়নে,  
লজ্জি প্রতীচীর জড়-বিজ্ঞান স্বপনে,  
যদি এ পল্লীর প্রাণ হর্ষে প্রেমালোকে,  
বন্দিছে বাণী-মন্দিরে কাব্যপরভূত,  
ভট্টকবি কলকণ্ঠে কৃষ্ণকথামৃত ।

নটী ।      এতটা ভগিতা কেন—প্রেমের নিমাই  
                 প্রেমাঞ্চলে যে জীবন ছুঁহাতে বিলায়,  
                 সে কণা পাইবে কোথা ?    কি ঢঙে কৌতুকী,  
                 মৃদুমন্দ রাগে গাহ মিঠান বৈঠকী ।

নট ।      শুন প্রাণসই, ছিল পুণ্যশ্লোক এক,  
                 ভট্টপল্লী গ্রামাঞ্চলে ভক্ত মহাভাগ ;  
                 ধর্ম্মাচারে আত্মস্তুরী, ঈশ্বর-প্রেমিক ;  
                 নির্ভীক বিদ্রোহসাহী নৈষ্ঠিক শ্রমিক ;  
                 প্রজ্ঞা-সুখান্বেষী, আত্মভোগে বীতরাগ,  
                 কলির যুগান্তে সত্য পুষ্পের পরাগ ;  
                 আবাল্য সাংখ্যিক দ্বিজ ত্রিসন্ধ্যা পুজারী,  
                 সংসার আশ্রমে যথা আরণ্যকাচারী,  
                 মুদিল শেষের ডাকে নয়নতারায়  
                 শ্মশানের কুহেলায়, শান্ত মহিমায় ;  
                 সে পর-পারের যাত্রী—বিদায়ে কীর্তন ;  
                 এ কাব্যের মঙ্গলাচরণ ।

নটী ।

কীর্তনাজ

## উদ্বোধনী

কোথায় কাব্য্যভিনয় ? যে নাট্য-উৎসবে

ভগ্নকঙ্কী নাম-গীতি ঝঙ্কারিতা হবে ?

নট ।

সেদিন জাহ্নবীতটে, সান্ধ্য-বিচরণে,

দেখিও পূজারী মঠে, শুদ্ধমিতাচারে,

করে পাঠ অমিয় চরিত—পুরোহিত

সম্বোধি সুরেন, তথা সভ্যে কথকিল,

লোলগ্রন্থী গ্রন্থ পুরাতনী — মধু-ছন্দে,

হেমকান্ত ভাবানন্দে, বঙ্কিম-ভাষায়,

কি যেন শ্রীহরি গুণ তথৈব নিগূর্ণ

মুক্তায়িত হ'ল পদ-লালিত্য-প্লাবনে ।

সে বৈঠকে ছুটি দৃষ্ণে ঝঙ্কারিল বীণা,

শ্রুতিস্বাদ মিটিল না—অতেন্দুকিরণে

একদা বাসন্তী সন্ধ্যা উদ্ভাসিতালোকে,

অলকানন্দের পথে, সুরেন শ্রোতায়

ভেটিলাম বিস্মিত পুলকে,—সুধাইলে

কাব্যের বারতা, আঢ্যোপাস্ত বর্ণিল সে

জাতিস্বরতায় ।

নটী ।

শ্রোতার অল্লায়ুঃ ভাষে

কেমনে গুনিলে রাস ! জ্ঞানোজ্জল দেশে,

কি সাহসে গাহ বঁধু খণ্ড-নাটিকায় ।

নট ।

খণ্ড সে কাব্য্যভিনয় নহে লো ভারতী

কাব্য্যমোদী স্বয়ম্ গাহিলে কবি, তারো



## কেশবাজ্জুন

ভুল হ'ত ; শ্রুতিধর অভ্যস্তপূর্বের  
কীর্তনে অশ্রুতপূর্বের আগন্তু গাহিল ।  
দেহমুক্ত আত্মারাম স্মার্তানুশীলনে  
প্রভূত সামর্থ্যবান দেহভূত হ'তে ;  
কবির পার্থিব রসে, উর্দ্ধ রসামৃত,  
কি যেন কাব্যক্ষে মৃতসঞ্জীবনী দেছে ।  
কল্পপূর্ব জাগরণে জন্মান্তর দিয়ে  
গৌরাক্ষের নববঙ্গে দেছে পৌরাণিক ।  
কাব্যের সে মধুচক্রে ষড়্ রসামৃত  
প্রচুর ভরিয়া দেছে বিদেহী স্নহদ  
পূতাত্মার কথাচ্ছলে মৃত বন্ধু-মুখে  
সুকাব্য কেশবাজ্জুন পেল উর্দ্ধলোকে ।

নটী ।

চল মিত্র, কুশীলবে করিয়া আহ্বান,  
দেব-ভবনের ভগ্নঘাট আলিচায়,  
সুকাব্যভিনয়-কুস্তে, ভক্তি নারায়ণী,  
দ্বারিকানাথের তীর্থে করি গে বর্ষণ ।  
স্নহদ মস্তিত শ্রাদ্ধ বার্ষিক বাসরে,  
নামামৃত বঙ্গালয়ে হোক বিতরণ ।

নট ।

দাস্ত-প্রেম-ভক্তি গাঁথা নব্য অভিনয়,  
সঙ্ক্যারাগে আরম্ভবে বন আঙিনায়,  
অশ্রুট কিশোর কণ্ঠে ; যাই দেবযোনি  
বঙ্গের সমাজে দিব নব বঙ্গবাণী ।

## উদ্বোধনী

নটী । বঙ্গের সমাজে যান দিতে সমাচার !  
বঙ্গ তো উৎকীর্ণ কর্ণে করিবে শ্রবণ !  
পল্লীবধু গৃহাঙ্গনা তার বিনোদনে,  
হয় ত শক্তি নাই, গেলেন হাঁকিতে  
বঙ্গের বিশাল প্রাণে, যে কাব্য-কাননে  
বাজে ঠাকুরের বাঁশী বিহঙ্গ প্রভাতী  
মারে সুর সাগরের পাড়ি, কিবা তাঁর  
ভাষার বৈচিত্র্যে, পদলালিত্য কলার,  
বৈজয়ন্তী কল্পনা অলকা, অতি উচ্চ  
ভাবকের ভাবের উৎসব ; যে উচ্ছ্বাস  
কাব্যামোদী সিন্ধুবুকে জাহ্নবী-প্রপাত ;  
তথাপি এ মহাকাব্য মস্তপুত এক  
বাহার প্রথম নাদে টুটিবে কপাট,  
সেটী বৃন্দাবন বেণু বাদিত নিনাদ ।  
সে বাঁশী বাজিলে দেশে গোরাক্ষের ভোলে,  
আর কিছু চাহিবে না কাব্য-কোলাহলে ;  
নবান্ন কেশবাজ্জুন নেবে মাথা পেতে,  
সুধী সম্তে সম্ভাষিয়া কাব্যাভিসারিকা  
বাজাল মাদল মৃদঙ্গে গৌরচন্দ্রিকা ।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

# আদি পর্ব

## প্রথম সর্গ

স্থান—যমুনাতীর-সংলগ্ন বনপ্রান্তরে শিলাখণ্ডে অর্জুন  
একাকী উপবিষ্ট । সময়—অপরাহ্ন ।

অর্জুন । প্রভাবতী উষসীর শিশু নবাকুণ,  
অলক্ত জননী-স্নেহচুষনে তরুণ ,  
যে বিধি-বিধান,ে, ক্রমে মধ্যাহ্ন-যৌবনে,  
উতরি পড়িছে ঢলি সাক্ষ্য ছায়াপথে ;  
নিয়ন্তার সে গূঢ় সঙ্কেতে, নবজাত,  
তথা, মাতৃস্নেহনীড়ে অজ্ঞানভিভূত,  
সে দিনে যে ছিল গুহ্র-শিশু—সে কৈশোর  
উপকণ্ঠে আজ, মন্ত্রমুগ্ধ বাহে মরু-  
মরীচিকা ভ্রমে, ক্রমে দুঃখ-কণ্টকিত  
ঘর্ষাক্ত যৌবনে । রুদ্রজ্যোতিঃ মধ্যাহ্নের,  
হেরি অন্তমিত-প্রায় বনস্পতি-শিরে,  
অন্তর আশঙ্কাকুল ব্যথায় চঞ্চল ;  
সদা ভয়—ভাগ্যের কুহক মন্ত্রশক্তি  
ছলনায় ; যৌবনের ক্ষুব্ধ অবেলায় ;

বাসনা করকাকীর্ণ প্রাবৃট ঝঞ্ঝায় ;  
 নগণ্য জীবনভরী পাছে ঘূর্ণিকায়,  
 কোথা ডুবে যায় ; যথা তৃণ পথহারা ।  
 কে দেখাবে পথ মোরে—কে দেবে বলিয়া  
 কি অন্তে অন্তরক্ষুধা মিটিবে আমার ;  
 বিশাল বারিধি-বেলা, দেখি স্বপ্নদোলা ;  
 বৈশাখী বিদ্রোহী বায়ু করে রঙ্গ-লীলা,  
 এ ভাঙ্গা সংসার-ঘরে অভাব-দোলায়,  
 কি দিয়ে অশান্ত প্রাণে রাখি সান্ত্বনায় !  
 হে বিরাট ! মাতৃকণ্ঠে মন্ত্র গুনিয়াছি,  
 তুমি পরমেষ্ঠদেব এসেছ অতিথি,  
 আমাদের নিকটস্থ আত্মীয় সদনে ;  
 বিকাশ হে বিশ্বন্তর, মহতো মহান,  
 ত্রিপাদে অঙ্কিত যার বিশ্ব চরাচর,  
 সর্বস্থিত যার সীমানায়, যিনি মাত্র  
 দিগম্বর অসীমের সসীম আধার,  
 সমক্ষে লোকচক্ষুর ; এস বাঞ্ছারাম,  
 এস অন্তরের ধন ; আজন্ম বাঞ্ছিত,  
 এস গো স্বয়ম্ভোজ্যতিঃ স্বরূপে চিহ্নিত  
 জগজ্জ্যোতি পূর্ণাবতারের সত্যরূপে  
 হও স্বপ্রকাশ—কে আছে এমন  
 তোমারে চিনাতে পারে ? তুমি না চিনাও

যদি অচিন্ত্য মনীষা ; অদূরের বধু,  
 ললাটে সিন্দূর-লেখা কোকিল অঞ্জনা ;  
 হৃদয়ে সুষমারতি, পুষ্প মধুমতী,  
 কুরঙ্গ কটাক্ষময়ী, দ্বীপাষিতা বেণী,  
 শ্রীকান্তে আরতি করে বন-বিনোদিনী ।  
 বিজনার এ পূজা-পদ্ধতি —এ নাটিকা  
 বাসন্তদেবীর—কিঞ্চদন্তী বৃন্দাবনে,  
 বাঁশরী পাগলপারা রতিসুখভূতা  
 পতিতা রাধা কুঞ্জের সুরের নকলী ।  
 কে বট বালেন্দু-শুভ্র, মধুর-দর্শন,  
 মুন্ময় পীযুষকান্তি প্রফুল্ল স্ততনু,  
 সোহহমু ব্রহ্মণ্যদেব বালবেশী কানু,  
 আসে কে স্বভাব শিশু—অহো অভ্যাগত,  
 গোস্বামী তরুণাদর্শ শুক প্রভুপাদ ;

( শুকদেবের প্রবেশ )

প্রণতঃ চরণাস্থজে কিঙ্কর ভারত ।  
 শুকদেব । শুভমস্তু তাত ! সাত্ত্বিকী বাসনা তোর,  
 অব্যক্তে করেছে ব্যক্ত মানব-কল্যাণে ।  
 শোন ভাগ্যবান, শুক আগমন হেতু  
 বাহি দীর্ঘপথ ; সবীজ সমাধিযোগে  
 হেরিয়াছি আমি ওই বিপুল বিরাটে,

তুমি যা পূর্বাহ্নে ভাব-প্রত্যক্ষ করিলে  
 ব্রহ্মজ্যোতি বিরাটের ;—দেখেছি পার্থের  
 সারথ্য আসনাসীন কপিধ্বজ রথে,—  
 তারকব্রহ্ম সে নরসারূপ্যে বিরাজে ;  
 যোগান্তে জনকপদে, পুলকিত প্রাণে  
 নিবেদিলে ধ্যানাগম ; সাক্ষেভিল ব্যাস  
 ওম্ নাদে ; দৈববাণী দিল' মহাকাশ ;  
 গুকের সমাধিগম্য দৃশ্য মনোরম,  
 অচিরে ধরণীবক্ষে হবে অভিনীত ;  
 তাই বৎস ! আসিয়াছি হেরিতে কেমন,  
 শোভিবে মৃণালকান্তি গোবিন্দ সরোজে ;  
 কৃষ্ণাজ্জুন কবে লোকে—করি বর দান,  
 এ মহাসঙ্গম তীর্থে কর মুক্তিস্নান ।

অজ্জুন । গুণাততী ব্রহ্মবিদ্ গুরো—রাষ্ট্রগুরু  
 কুলপতি ব্যাসের মানসাত্মজ ! এ যে  
 উদ্ধমূল বাসনার প্রাজ্ঞল বিকাশ ।  
 এ আদর স্নেহাধিক স্ফটিক ভাস্বর ;  
 এ আশিস্ ঐশ্বরিক স্ফুট প্রত্যাদেশ ।  
 ঋষিবরে আজি মোর সিদ্ধ মনোরথ,  
 গুণিলাম, ত্বষিতের তড়াগ আহ্বান ;  
 মন্ত্রপূত হ'ল আজ, ভবিষ্যের দৃঢ়  
 অঙ্ককারে—সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী—

সরসিজাসন—কনককেশ্বরবানে  
 পেয়েছি সন্ধান ; আর কি ভাবনা গুরো !  
 এবার ত্রিলোকপূজ্য ধরিব স্নন্দরে ।  
 সে মোর পরমারাধ্য পড়েছে শৃঙ্খলে ।  
 গুরুদেব । অরে, পার্থ—গুন ভক্তি-স্বভাব মাধুরী,  
 হরিভক্তি-প্রদায়িনী পূজার পদ্ধতি ।  
 ভক্তাধীনা হরিমতি—কিন্তু হরিবোলা,  
 সেবাদাসী আশ্রামে গুধু ; অহমিকা  
 বিষকুস্ত দস্ত পয়োমুখে—ষড়্‌রাগ  
 উদ্দাম নবযৌবনে—প্রভুত্ব খেয়ালে  
 উঘেলিত হ'লে ; কামনার ক্রীতদাস্তে,  
 কার সাধ্য শুদ্ধ সত্ত্ব গোবিন্দস্নন্দরে,  
 হৃদ-মন্দিরে ধরে রাখে ; ইন্দ্রিয় প্রবল  
 সবলে ডুবায় কাম—জীর্ণ সে ভেলায়,  
 নাবিকের অবেলা থিয়ায় । নির্ভরতা  
 আসক্তি নিধুতারতি—প্ৰীতি ভালবাসা  
 ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণাশ্রয়িতায় ; তপ, হোম  
 বেদোক্ত বৈদিক যাগ—জ্ঞানরজ্জু ; পোত  
 সহায়ক ; নহে কিন্তু তরীর তারক,  
 জীবন্তে চরমোৎকর্ষ শ্রীহরি সঙ্গত ।  
 এ কারণে নিমজ্জিতে সে সিদ্ধ-সোহাগে,  
 সত্য যদি জাগে অনুরাগ ; ওম্ হরি

জপ্যমান রহ দিন-রাত ; মৈত্র পাতে  
বিশ্ব পরিবারে ; ভক্তিপুষ্পে প্রেমিকের  
বজ্র তাঁর রাতুল চরণ—ধ্যানযোগে  
মানস প্রত্যক্ষ কর হিরণ্যয়ী ছবি,  
পদ্মনাভ, সবিত্তমণ্ডলমধ্যবর্তী,  
তবে সে সত্যের সত্যে চিনিবে কদাপি ;  
প্রশান্ত পরমানন্দ আসেন যতপি ।

আসি বৎস—হের অস্তাচলাবলম্বিনী,  
জগত-প্রসূতি আত্মা আদিত্য বিভূতি ।  
ব্রাহ্মণ প্রসাদ পেও—অচিরে হেরিও  
উদগীথ আনন্দ-ধন ভূমা চিদাকাশ ।

অর্জুন । ভগবন্—গুরুব্রহ্ম—হে মুক্ত-স্বভাব,  
কি গুরুদক্ষিণা আজ দিব এ মন্ত্ৰের ;  
আছে এ নৈবেদ্য প্রাণ উৎসর্গ দিলাম  
ত্ৰীপাদ-পঙ্কজে, প্রভো, কর দৃষ্টি-ভোগ ।

গুরুদেব । এ নহে মন্ত্ৰের দান ; প্রারব্ধ স্বভাবে  
উদ্ধৃদ্ধ করেছি, জ্ঞানের তত্ত্বাবেষণে ।  
ইহিও স্বকৃত মন্ত্ৰশিষ্য কেশবের ;  
আমি উপগুরু তোর ; শিক্ষা প্রাথমিকে  
রোপিত সংস্কারে, সত্যে প্রত্যক্ষকরণে ।  
যাই বৎস—ব্রাহ্মণ্যের প্রত্যবায় ঘটে ;  
না পূজি অর্দ্ধান্তরূপে জ্যোতিঃ স্বরূপের ।



অজ্জুন । বিদায়—বিগলিতাঙ্গে করি প্রণিপাত,  
নমো নমঃ তাপসেন্দ্র তরুণ সম্রাট ।

[ শুকদেবের প্রস্থান ।

কি সুন্দর এ সন্ধ্যার নাট্য প্রহেলিকা,  
স্নাতক করিয়া গেল ত্রীমণিকর্ণিকা ।  
এ কি মোর ব্রহ্মজন্ম দিলেন ব্রাহ্মণ ?  
করিয়া ব্রহ্মোপদেশ হরি-মন্ত্র দান ।  
শুন ওরে জীবগ্রাম চরাচরবাসী,  
শুন গো অশ্বরলোকে দেব-পারিষদ,  
ভেদি ধরাভল, শুন রে অনন্তনাগ,  
আর যত আছ লোকপাল—ব্রহ্মবিষ্ঠা  
আরম্ভ করিল সিদ্ধ পুরুষ আমার ।  
জ্ঞানাজনে উদবাটিল দ্বার ;—ভাগ্যবান  
মোর সম কে আছে কোথায় ? কে কোথায়,  
লভিয়াছ নারায়ণে সাম্য আঙিনায় ?  
যোগীশ্বর ঈশানের সমাধি-সম্পদে,  
রত্নেশ্বরী কমলার চিন্তামণি ধনে,  
অক্ষর-পরমব্রহ্মে—আগন্তু অমৃতে,  
চিন্ময় হরধিগম্যে বিনা সাধনায়,  
লভিতে চলিল পার্থ গুরু-করণায় ।  
দীননাথ—হে অনাথনাথ—পতিতের

অনন্ত আশ্রয়—ভক্তের আশার আলো,  
 মুক্তির প্রদীপ—প্রত্যয় কি হয় প্রভু,  
 মোর রথে জগন্নাথ হবে অধিষ্ঠান !  
 গুরু-উপদিষ্ট মন্ত্রে হই সন্দিহান ;  
 জানিয়াছি মনোবাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি,  
 বড় সাধ জাগে প্রাণনাথ—প্রাণসখা  
 বলি তোমা করিতে আহ্বান—রামায়ণে  
 চণ্ডাল গুরুকে যথা মিতাল রাখব,  
 সে ব্রাহ্ম মৈত্রেয় স্নেহে ভাগ্যবান ক'রে ;  
 বর দত্তা আৰ্ঘবাণী ঋতন্তরা-রেখো ।

( ভীমের প্রবেশ )

ভীম । অর্জুন ! অর্জুন ! শার্দূল-শাবক দেখ,  
 হত গদাঘাতে ; গিয়াছিনু বনান্তরে  
 মুগয়াশেষণে—প্রাণপাতে তন্ন তন্ন  
 করেছি সন্ধান—হেরি অস্তাচলচূড়ে,  
 হতাশু মার্ত্তণ্ডদেবে,—ভগ্নমনোরথে,  
 ফিরিতেছিলাম তব সন্ধান-উদ্দেশে ।  
 মধ্যপথে হেরিলাম মুগারি শার্দূলে ;  
 লক্ষ্য করি ভীম গদা করিহু নিক্ষেপ ;  
 ব্রষ্ট লক্ষ্য, গদা তার শিশুর গ্রীবায়

যমদণ্ডে করেছে প্রহার—পশুরাজ  
 পলাইল প্রাণ লয়ে ফেলিয়া শাবকে  
 কৃতান্ত-করাল-করে । এ স্নেহ-কার্পণ্য  
 পিতৃহের—প্রাণে মোর বাণ বরষিছে ।  
 রুধির-প্লাবিত মুখ যতই নেহারি,  
 ততই বিদীর্ণ হয় বক্ষ এ ভীমের ;  
 অশ্রুধারা বহা চলে দেয়—হা ভারত !  
 বিধাতার, অভিশাপরূপী, শিশুহত্যা,  
 ভীমবীৰ্য্যে, বিভীষিকা করে উদ্দীপন ;  
 ক্ষত্রিয়ত্ব বিচূর্ণিত আজ—ক্ষতবীৰ্য্য  
 ভীমসেন জ্যেষ্ঠপদে কি দিবে উত্তর ।

অজ্জুন ।

মধ্যমার্য্য, ভগ্নগ্রীবা শার্দূল-শাবক,  
 কি এক অক্ষুট ছবি ভবিতব্য রাগে,  
 ফুটায় হৃদয়াকাশে অলক্ষিতালোকে ।  
 জানি নাক হুর্ভাগ্যের কোন লহমায়,  
 যমদণ্ডাঘাত সম, অত্রান্ত নিক্ষেপ  
 শূলভুজে শূলক্ষেপ যথা, ব্রহ্মমহু  
 উদগারিত যথা অভিশাপ, লক্ষ্যভ্রষ্ট  
 হয়ে গেল ; একদিকে সৌভাগ্যের  
 বৃহস্পতি দশা ; নরের মোক্ষার্থ লাভ ;  
 দৌনের সম্রাট-পদ ; বিধি করুণার,  
 উৎকৃষ্ট অদৃষ্ট-পূর্ব দানে পূর্বরাগ ।

পক্ষান্তরে, অতি তীব্র তীক্ষ্ণ অভিশাপ,  
 জর্জরিত নিন্দা-হলাহলে ; পুরঃসর  
 বাসন্তী-পূর্ণিমা নিশি ফুল্ল জোহনায়,  
 অকস্মাত্ ঘনঘটা বৈশাখী ঝটিকা ।  
 দ্বারে হর্ষে অভ্যাগত ব্রহ্ম মহাজন,  
 অভ্যন্তরে শিশুহত্যা কাণ্ড বিভীষণ ;  
 চির-প্রহেলিকাময়, দাদা, বিধাতার  
 অদ্ভুত বিধান ; সর্বদাসুন্দর বুঝি  
 হয় না কোথায় ? যা হবে তা হোক আর্ষা,  
 কি হবে ভাবিয়া ;—স্বন্ধে মৃগরাজ-শিশু,  
 হৃদে ভক্তি নারায়ণী, বহিবে এ বাহু  
 মৃগয়ায় পুরস্কার—দানিব অগ্রজে  
 প্রথম গুরুদক্ষিণা মৃগয়া দীক্ষার ।

ভীম ।

রে অর্জুন ! আত্মপ্লানি-জর্জরিত প্রাণে,  
 এ তোর সান্ত্বনা যেন সুধার প্রলেপ ।  
 কিন্তু তোর ভাষা-লিপি অজানা গন্ধের,  
 যেন কি সম্বাদবাহি ; সত্য বল মোরে ;  
 কিশোর বালক বোধে, ষমুনার তটে,  
 রেখে গেছ নিরাতঙ্কে—না নিলাম সাথে,  
 ভীষণ হিংস্রকাকীর্ণ ভয়াকুল বনে ;  
 ইতোমধ্যে কি সৌভাগ্য স্কুটিল তোমার,  
 ক্ষুর্ভি যার হস্তানলে দিল স্বর্ণরাগ ।

বল মোরে প্রাঞ্জল ভাষায়—শুনে ভীম  
 দাবানল-দগ্ধ হিয়া করে স্তম্ভীতল ।  
 অজ্জুন । এ ঘটনাচক্রে ভাষা পারে না বর্ণিতে,  
 এ যে আর্ঘ্য, অষ্টটনপটায়সী দয়া ।  
 সর্বশাস্ত্র নিগমের চিন্তার অতীত !  
 প্রথর মধ্যাহ্নে যবে রাখি নদীতীরে  
 সশঙ্কিত প্রাণে—স্নেহ-স্বভাবে দুর্বল,  
 আত্মাসিয়া ফিরিবে অচিরে,—চ’লে গেলে,  
 আমি একা, বিবিধ চিন্তায়,—আত্মহারা  
 অপেক্ষা করিতেছি পুনরাগমন ।  
 সে ভাব আবেশে—প্রাচীকণ্ঠে পৌর্ণমাসী  
 শশী—প্রতীচীর রক্তারুণারুণ, আসি  
 তেজঃপুঞ্জ বাগ্মিবর সাধু—শুনালেন,  
 দৈবের আগমনী নিধু—“ভাগ্যবান !  
 ধ্যানযোগে ত্রীগোবিন্দে কপিধ্বজ-রথে,  
 পার্থ সাথে-করেছি দর্শন”—আরব্যাক  
 বেদব্যাস শুনি তার পুত্র-নিবেদন,  
 ওম্ নাদে হরষিল ;—দিয়ে কাম্যবর,  
 তপস্তা-প্রসূত সেই সিদ্ধ নবারুণ,  
 অন্তমানে অর্ঘ্য দিতে গেল । মধুমতী,  
 এ হেন পরমানন্দা সোভাগ্যের ঝুলি,  
 কে কোথা কুড়ায়ে পায় ? প্রেমরসে

মাতিল পরাগ, বাসনার সুনিবিড়  
রেশমী অঞ্চলে—সুখনিদ্রা পেতেছিল,  
যে তন্দ্রা করুণাহ্বানে, খুলিল পলক ।  
চল দাদা, যাই গৃহে,—ছায়াময়ী নিশা  
অস্পষ্ট করিছে ক্রমে দূর বনপথ ।

ভীম ।

চল ভাই স্নেহের মাণিক, গুনি তোর  
অদ্ভুত বারতা,—বিশ্বয়-কারুণ্যে প্রাণ,  
নিতান্ত শিশু-আহ্লাদে হতেছে চঞ্চল ।  
যজ্ঞান্তে যাজ্ঞিক দেয়, সোম মধুপানে,  
উৎকণ্ঠিত অন্তেবাসী যথা ; তেমতি এ  
আশ্বাসিত গোবিন্দ-মিলনে—সোমসিদ্ধ  
পিপাসায়—অতিষ্ঠ হতেছে প্রাণমন ।  
এ সুখ, চিস্তার স্রোতে করে কণ্ঠরোধ,  
যথা রুদ্ধবেগ অন্তঃসলিলা ফল্গুর ।  
চল ভাই গৃহে যাই ; এ উৎসব-রাগ,  
জ্যেষ্ঠ তারে না বাজিলে হবে না স্মতার ।  
স্নেহাতুরা এতক্ষণ হুঃখিনী জননী  
ভয়াকুল পুত্রগণ সহ—না জানি কি  
হুশিচিস্তার তীব্র তাড়নায়—হতেছেন  
কত না কাতর—ভুলি নাই স্মমধ্যম,  
মাতৃকণ্ঠে আমরা পাঁচটি ভাই—হলি  
একবৃন্তে পঞ্চফল পঞ্চামৃত-রসে ।

যে কোন পাণ্ডবোৎসব গেয় অভিনেয়,  
 পঞ্চাননে নিনাদিত ; অন্তথা অজ্ঞেয় ।  
 প্রণমামি বনভূমি গুরুমহাসন  
 আবার আসিলে দেবি দিও মা চরণ ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।



## দ্বিতীয় স্তম্ভ

স্থান—দ্বারকাশ্রম, সময়—পূর্ববাহ্ন  
কৃষ্ণ ও বলরাম উপবিষ্ট

শ্রীকৃষ্ণ । আৰ্য্য ! মহারাজ উগ্রসেন,—গুনিতেছি  
বৈষ্ণৱাজে জিজ্ঞাসু আলাপে,—জানিয়াছে,  
অদ্রুস্থ মরণের দূত,—অপেক্ষিছে  
দ্বিসান্তরালে ; একান্ত প্রার্থনা তাঁর,  
মুমূর্ষু জীবনাধার জহু বালা-কোলে,  
শেষ শয়নের শয্যা পাতুক অস্তিমে ।  
আজীবন সহিতেছে, অসহ যাতনা,  
কুপুলের দুর্কিনীত ঘোর অত্যাচারে ;  
শেষ জীবনের এই সাধের বাসনা,  
অশান্ত প্রাণের গুহ পুণ্য অভিলাষ,  
যদি থাকে অভুক্ত তাঁহার,—দেহমুক্ত  
দুঃখিত পরানী, দীর্ঘনিঃশ্বাসের বাণী,  
বর্ষিবে যাদবোপরি কল্লাস্ত অবধি ।

বলরাম । হ্যারে হরি ! বেদকণ্ঠে এ কি মোহ ক'লি,  
যার নাম—মরলোকে মৃতসঞ্জীবনী,  
মৃতকল্লে, শিবত্ববোধিনী ; নামাঙ্কিত  
সে ব্যক্তিত্বে যদি কেহ শুভদৃষ্টি পায়,



তার ইচ্ছা-পূর্ণতায় বিয় কে ঘটায় ?  
 ভুলে কি গিয়াছ বিষু জাতিশ্রুতায় ?  
 অথবা চাতুরী শুধু ভুলাতে আমায় ;  
 বার বার যদি মোরে করিস্ তাড়না,  
 এ ছলায় রে মাধব,—সমুচিত দণ্ড  
 দিব তোরে ;—সংসারের মোহ-ঘূর্ণিপাকে  
 ভাসা তরি কর্ণধার কেবল ঘুরাও ।

শ্রীকৃষ্ণ : আৰ্য্য ! এ কি অহেতুক রোষানল তব ;  
 অহোরাত্র সুরাপানে বিকৃত মস্তক,  
 সদসদ, যা কিছু কহিব,—মন্দভাবে  
 লবেন তখুনি ; না করি জিজ্ঞাসা যদি,  
 নেশায় উদ্ভ্রান্ত এক উৎকট সন্ন্যাসে ;  
 অমনি অবজ্ঞা দোষে দণ্ডে অন্বেজে ।  
 মনে হয়, দাদা আর নাহি ভালবাসে ;  
 কিংবা সেই শৈশবের প্রেম-বিনিময়  
 হ'ত মাত্র অভিনয় ; ছোট ভাই বলি  
 অকপটে দাদা যদি করিতে আদর,  
 অভিন্ন হতাম, তব হৃদয় হইতে,  
 তবে কি প্রকৃতিগত অহেতুক রোষ,  
 রামকৃষ্ণ-ভ্রাতৃত্বের জ্বলে বিষজ্বর ।

বলরাম । আরে রে, বন্ধিম ! সুরাপানে মত্ত আমি ?  
 আর তুমি থাক, পূর্ণজ্ঞানে ধরাবক্ষে,

মহামিথ্যা করিতে রটনা ; হলনায়  
 চাহ বুঝি লুকাইতে আধিদৈব ভাষ ?  
 চূর্ণি তোর মায়াছাঁদ হলের ফলকে,  
 ভাঙ্গিয়া বিশ্বের শিল্প দেখাব অচ্যুতে ।  
 কৃষ্ণে নাহি ভালবাসে রাম ? রে কপট,  
 এ কথা বলিতে তোর নাহি এল ভয় ?  
 শৈশব হইতে যারে, হৃদি অন্তরালে,  
 রাখিয়াছি অন্তর্যামী করে ; সঙ্গোপনে,  
 প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা হিরণ্যকুম্ভে,  
 সাজাতেছি বরবপু ষার ; প্রাণ-ভরা  
 আশিস্ মঙ্গল, দেছি চন্দন-তিলক ।  
 ষার নিন্দা পশিলে শ্রবণে—ক্রোধোন্মত্ত  
 বলরাম আহ্বানে প্রলয়ে,—সেই জন  
 নিন্দে তারে কপট বলিয়া ;—এই সূত্রে  
 ধরাবক্ষে ভালবাসা হয় অনাদৃত ।  
 কৃষ্ণ বিনা বল রাম ছিল কোন্ দিন ?  
 যোগনিদ্রা-ঘোরে যবে ছিলে সে নির্বাণে,  
 আমার অনন্ত শেষে ; এ বিশ্ব জগত  
 অণু-পরমাণু-গুচ্ছে ছিল লুকাইয়া ;  
 গুণময়ী প্রকৃতির ছায়া চিত্রাবলী,  
 নিগুণের মহাশূন্তে গিয়াছিল ডুবি,  
 কোথা ছিলে সেই দিন ? ব্রহ্মজ্যোতীরেখা—

মাতৃগর্ভে জগ্ন যথা—অনন্ত শয্যায়—  
রক্ষিত হইয়াছিল কপটের কোলে ।  
শিশু যথা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে—জায়া-পুত্রে  
অনুরক্ত হয়ে,—বীজ-রক্তে স্নেহক্ষীরে,  
হয় সন্দিহান, তেমতি এ লীলা তোর ।

শ্রীকৃষ্ণ । ক্ষম আর্য্য, অপরাধ কৃষ্ণের তোমার ;  
উদঘাটিয়া বিস্মৃতির দ্বার,—প্রকৃতির  
প্রাণহীনা ছবি—আর দেখায়ো না মোরে ।  
প্রেম আশে রচেছি সংসার,—প্রেম-মধু-  
আস্বাদনে উৎকণ্ঠিত প্রাণ ; চূর্ণ করি  
মধু জাগরণ, দেখাও না অবাস্তব  
অক্ষুট জগত ; অতি দীন প্রেমহীন  
শ্মশান-কঙ্কাল ; হের আসিছে সাত্যাকি,  
অনুমানি সমাচার বহে অজ্ঞাতের ।

( সাত্যাকির প্রবেশ )

সাত্যাকি । রাম-কৃষ্ণ ! করি প্রণিপাত,—আসিয়াছে  
বীর বপু,—জ্যোতিষ্মান্ ইন্দীবরনিভ,  
আজ্ঞানুলম্বিত ভূজ ; দেব-আত্মা সম,  
সুন্দর কশ্চিৎ যুবা প্রতিভা-মণ্ডিত ;  
পরিচয়ে বিজ্ঞাপিল হস্তিনায় ধাম,  
যাদবের পিতৃষসা কুন্তীর নন্দন—

অৰ্জুন-নামাধিকারী ; দর্শন-ভিখারী,  
একান্তে যাদবপতি কৃষ্ণ-বাসুদেবে ।

শ্রীকৃষ্ণ । শুনিয়াছি অৰ্জুনের নাম,—পিতৃহীন  
পঞ্চভাই ওরা ; লয়ে এস সমাদরে ।

[ সাত্যকির প্রস্থান ।

বলরাম । দেখ ভাই, বোধ হয় অন্ধরাজ সনে  
রাজ্য লয়ে বেধেছে বিবাদ ; অন্তরালে  
থাকি, সবিশেষ করিব শ্রবণ—পরে  
পরামর্শমত কার্য সাধিব হুঁজনে ।

আয় পার্থ প্রিয়তম—ভক্তচূড়ামণি,  
তোরে লয়ে খেলিতে সংসারে, মধুমুগ্ধা  
রাধিকায় বিসর্জন দেছি ; অপেক্ষায়  
কত বর্ষ যায় ; আশিধারা অভিষিক্তা—  
মর্ম্মবাণী প্রাণসখা মন্ত্রে আবাহন ;  
প্রেম প্রীতি ভালবাসা পুষ্পাঞ্জলি গাঁথা,  
দীর্ঘ অর্ঘ্য উপাসনা ; অহর্নিশ মোরে  
করিছে ভৎসনা । কতবার সকাতরে  
ডেকেছ আমায়, বাসুদেব এস, বলি  
মুহুমুহু নিরাশ্রয়ে করিছ প্রার্থনা ।

পরিপূর্ণ সাধনা এবার—আয়—আয় ?  
সাধ পূর্ণ কর তোর হেরি মাথুরায় ।

( সাত্যকি ও অর্জুনের প্রবেশ )

অর্জুন । কি মধুর ব্রজের মাধুরী ; কিবা স্নিগ্ধ,  
নৃত্য নাগরালী ; কিবা মদনখঞ্জন  
নিরুপম বাঁকা ঠাম ; নবঘনশ্রাম,  
উজ্জল কৃষ্ণাজ জিনি সাক্ষ্য নীলিমায় ;  
চন্দনচর্চিত তনু, বিনোদ বয়ান,  
চাঁচর চিকুর কেশ, গলে ফুলমালা,  
পীতবাস চক্রধর প্রেমের ঠাকুর  
লাবণ্যের মোক্তিমায় ঢালা ; আহা মরি,  
এত রূপ কোথা ছিল ? বড় সুপ্রভাত,  
প্রথম প্রণামাজলি দেই শ্রীচরণে ;  
নমি—নমি, নমি স্বামী সাক্ষী সন্তমে ।

( নমস্কার ও অগ্রসর হওন )

শ্রীকৃষ্ণ । সুস্বাগত ক্ষত্রবীর ! কোন্ প্রয়োজনে,  
সুদূর হস্তিনা হ'তে, কহ—কোরবের  
এ শুভাগমন ; প্রকাশিয়া সবিশেষ,  
ষাদবের চিন্তা দূর কর হে কোন্তেয় !  
মহামতি পিতামহ, ভীষ্ম মহারথী,

জ্যেষ্ঠতাত অন্ধরাজ, পিতৃব্য বিহর,  
 দ্রোণাচার্য আচার্য-শাদ্দুল, পিতৃষসা  
 পাণ্ডুজয়া কুন্তী ভোজবালা, পঞ্চভ্রাতা  
 পাণ্ডবেরা, সকলে ত আছেন কুশলে ?

অর্জুন । বামুদেব, আপনার প্রশংসিত সবে,  
 সবিশেষ আছেন কুশলে ; আসিয়াছি,  
 তীর্থযাত্রা-ব্যপদেশে দূর দ্বারকায়,  
 স্নদূর হস্তিনা হ'তে পৌরব কৌন্তেয় ;  
 প্রয়োজন গুহ্যতম, বামুদেব-পদে,  
 মর্ম্মস্তুদ রহস্য রঞ্জে ; নিরঞ্জে  
 চাই সত্যঃ নিবেদিতে অন্তর্বেদনায় ।

শ্রীকৃষ্ণ । পথশ্রান্ত তুমি হে কৌন্তেয়,—আতিথেয়  
 যাদব-কুটীরে আজি করিয়া গ্রহণ,  
 সম্মানিত কর আমাদের ; গভ-ক্লান্তি  
 প্রমোদ-উদ্যানে বসি, দিবা অবসান,  
 বিশ্রান্ত-আলাপে দৌহে করিব ষাপন ।  
 হে সাত্যকি, তব শিরে অর্পিতাম আজি,  
 ক্ষত্রবীর কৌরবের আতিথেয়-ভার ।  
 দেখ' যেন দীপ্যমান পৌরব-গৌরবে,  
 করিও না হতাদর অঙ্ক অযতনে ।

অর্জুন । বামুদেব ! পরিতুষ্ট অতিথি তোমার,  
 কৌরবের যথাযোগ্য সহজ সজ্জমে ।

কিন্তু ক্ষত্র কৌলীণ্যের কুটুম্বিতা ভোগে  
আসি নাই স্বাধিকার-প্রমত্ত উদ্বিগ্নে ।  
যে বংশে ক্ষত্রিয় গুরু গাঙ্গেয় জীবিত  
বীর্যের সম্মান তার ক্ষোদিত তোরণে ।

( বেগে বলরামের প্রবেশ )

বলরাম । আরে—রে,—পাণ্ডব—বাতুল প্রলাপে যথা,  
তেমতি এ অসম্বন্ধ বাক্যাবলী তোর ;  
রসনা সংযত রাখি নিজ প্রয়োজন  
সাবধানে কর বিজ্ঞাপিত—স্থির জেনো,  
ক্ষত্র-দম্ভ ক্ষমে নাক কভু হৃদয় ।

শ্রীকৃষ্ণ । আৰ্য্য, এ যে অতিথি কৌন্তেয় ;—পাহুজনে  
অসংযত অসম্মান দানে—কেন কর  
তীব্র অনাদর ; সনাতন গৃহধর্ম  
মহাপাপে হবে কলুষিত । আৰ্য্যনীতি,  
আতিথেয় দান—মহাধর্ম ভারতের ;  
সে ধর্মপালনে কেন, কহ আৰ্য্যগুরু,  
বিচলিত নেহারি তোমায় ? বিশেষতঃ  
গাঙ্গেয়-সম্মানে কেন ক্ষুর বলদেব !

বলরাম । অবশ্য ভীষ্মের কার্য্য—যোগ্য সুযশের ;  
তবু শ্লেষাত্মক বাক্য নহে মার্জ্জনীয় ।  
যদিও গার্হস্থ্য ধর্ম আতিথ্য-পোষক,

তথাপি অতিথি যেন ধর্মের পীড়ক,  
 নাহি লভে আত্মশ্লাঘা করিতে স্তম্বোৎসব ;  
 করে নাই বলদেব নিন্দা অতিথির,  
 করিয়াছে কোরবের দন্তে শেলাঘাত ।

অজ্জুন । যে সাধু সঙ্কল্পে আজ্ঞা অপটু ভার্গব ।  
 গুনি লোকমুখে, যবে জরাসন্ধাসুর,  
 কংসের শ্বশুর,—আক্রমিল মথুরায়,  
 গোপালের মধু মথুরায়, যাদবের  
 মাতৃভূমিকায় ;—সে সঙ্কটে কোথা ছিল  
 ভীষ্মের গোরবে ক্ষুদ্র বীর্য্য যাদবের ?  
 পার্শ্বত্যাগ-প্রদেশ-পথে—আসি দ্বারকায়,  
 রাম-কৃষ্ণ বেঁচে আছে, অর্দ্ধমৃত প্রায় ;  
 করে নাই ক্ষত্র যাহা করেছে গান্ধেয় ;  
 ক্ষত্রের বিশাল বৃকে অস্ত্রাঙ্গি জগতে ?  
 অক্ষত এ ক্ষত্রোত্তমে কে কোথা দেখেছে ?  
 দুর্নিবার, কোন শূর আছে এ জগতে ?  
 অপূর্ণ ত্যাগের কক্ষে বীর্য্যের পাহাড় ;  
 আজন্ম অপরাধের শূরে কে নিন্দাবে ?  
 কোরবের ক্ষত্র তেজ জগত-বিদিত  
 হস্তাঙ্গাদ দেখি তাহে—অস্থির প্রকাশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । যদিও গান্ধেয় অতি শ্লাঘ্য বলবান,  
 তথাপি মানব দেবে কোথায় সমান ?



না হের, কোন্তেয় হেথা স্বয়ম্ভু উদয়,  
মহাবীৰ্য্য রত্নাকর, দেব হলধর ।  
ভার্গব পরাস্ত বলে ভীষ্ম-ভুজবলে,  
কেহ কি বলিতে পারে কি ঘটত ভবে,  
বাধিত যত্নপি রণ ভীষ্ম-বলরামে ।  
কংস বা শ্বশুর-ভয় ছিল না মোদের,  
তবে দৈব মহাবলে আছে সদা ভয় ;  
তাই ত লুকায়ে আছি শৈল-সান্নদেশে ;  
বলদেব ঈৰ্ষা করে ভীষ্মের সৌরভে  
এটা কি উচিত তব-কহিতে কোন্তেয় ?

অৰ্জ্জুন । অবিদিত নহে পার্থে দেব হলধর,  
বহুশ্রুত সবিশেষ বীৰ্য্যের ব্যাখ্যান ;  
শুনিলাম ভীষ্মকণ্ঠে পুনঃ সে দিবসে,  
নারায়ণ পলায়েছে জরাসন্ধ-ভয়ে,  
হৃভেগ্ন গিরিসঙ্কটে ; তাই অসঙ্কোচে  
এত কুৎসা নিবেদিহু এ বাদানুবাদে ;  
এ নহে দন্তের বাণী, সত্যের ব্যাখ্যান ;  
ব্রহ্মবীৰ্য্য বলাকর যদি হলধর,  
মহাশক্তি পূৰ্ণ কলেবর, ভ্রভঙ্গীতে  
যাঁর ত্রিলোক কম্পিত হয়, কেন তাঁর  
ঈৰ্ষা ঘেষ উচ্চতম সন্তান গৌরবে ?  
কহ আৰ্য্য, দেবতা কি সুপ্রসন্ন নহে

ভীষ্মোপরি ? দেবতার—ভীষ্মের সদৃশ,  
আছে কি সন্তান আরো ধরণীর বুকে ?  
চিনি নাই তাই দোষ করেছি বাস্তবিক,  
কুপণ নহিক কভু স্বয়ম্ভু সম্মানে ।  
বলদেব কুপাভিক্ষা মাগি ঐচরণে ।

বলরাম । সন্তুষ্ট হ'লাম বটে বিনয়-বচনে,  
কিন্তু ওই তীক্ষ্ণ শেল যাদব বিক্রমে,  
ভুলিতে কি পারে হনু, কভু এ জীবনে ?  
থাক কৃষ্ণ গৌরবের—অতিথি লইয়া,  
পাণ্ডবে ত্যজিল কিন্তু রাম রীতিমত ।

অর্জুন । তথাপি সহস্র নতি করি শিবভমে,  
প্রলম্ব ধেমুকহস্তা ডরি না যাদবে ।  
কিন্তু মোরা পঞ্চ ভাই দেবতা-রক্ষিত,  
আশ্রিত দেবতা-পদে ; দেবতার বরে  
লভিয়াছি কোরব জীবন ; দেবভোগে  
নিবেদিত আরতির পঞ্চদীপ-শিখা,  
দেখো প্রভু, পঞ্চপাত্রে এ দীপ মাল্যের,  
বিশেষতঃ মধ্যমানে, বঞ্চিও না কভু ।

বলরাম । প্রীত বড়, আমারে করিলি পার্থ, সাধু-  
ধর্মভানে ; চলিলাম তীর্থপর্যটনে ;  
তোদের রহিবে হরি সম্পদে-বিপদে ।  
আমি কিন্তু রাখিব না পাণ্ডব-সংস্রবে ।

[ প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । দেখ পার্থ—সমুদ্র-মহনে, উগারিল  
 হলহল, ফণী যথা—সুধাভাঙ ভালে,  
 তেমতি এ বিবাদের ফলে—লভিয়াছ  
 অখণ্ডন দৈব শুভাশিস্ ; চল বীর,  
 বিশ্রাম-আগারে তব, যেথায় সাত্যকি  
 শিষ্যব্রতে গুরুসেবা দানিবে তোমায় ।

অর্জুন । পীতাম্বর—একবার বলেছি তোমায়,  
 পুনরায় বারম্বার কহি শ্রামরায় ;  
 আসে নাই ন'তে পার্থ অতিথি-সংকার,  
 ক্ষিপ্তপ্রায় মস্তিষ্ক আমার ; শ্রান্ত নহি  
 পথশ্রমে, ক্লান্ত বড় মনের আগ্রহে ;  
 হারিয়েছি সদসদ শক্তি বিচারের,  
 পূর্ণ কর আকাজ্ঞা প্রাণের,—বাসনার  
 গুরুকণ্ঠে করি বারিদান, নিরঞ্জন !  
 আশ্রিতে আশ্রয় দান কর অগ্রিমায় ।

শ্রীকৃষ্ণ । ব্যস্ত কেন হতেছ কোন্তের, সংসাহসে  
 বাসনা নরের কভু অপূর্ণ কি রহে ?  
 পূর্ণকাম হবে তুমি রথী, যাই আমি,  
 বাড়ে বেলা ; যাও তুমি সাত্যকি সহিত ।

[ প্রস্থান ।

অর্জুন । এসেছে মনের পদে—ক্রমে প্রভাতিবে ।

চল বীর সাত্যকি সূজন—কৃষ্ণদেশে  
 আজি হ'তে শিষ্য তুমি পার্থ পাঠাগারে  
 সাত্যকি । কৃতার্থ হ'লাম, লভি সঙ্গুরু-সম্পদে,  
 বরিসু তোমারে গুরো রণ-অধ্যাপনে ;  
 অগ্রসর হন প্রভু অদূর আশ্রমে ।  
 অর্জুন । কৃষ্ণাশ্রমে আশ্রমিত হ'লাম সাত্যকি,  
 এ দিনের শুভবার্তা রেখো মনে করি ;  
 চল শীঘ্র, তর্জনিছে কোপ-ছলা হরি ।

[ উভয়ের প্রস্থান



## তৃতীয় সর্গ

স্থান—পরশুরামের আশ্রম-বহির্ভাগ । বনপথ ।

কাল—পূর্বাহ্ন । কর্ণ একাকী আসীন ।

কর্ণ ।      ওঃ, এ কি দুর্দিন এল মোর ; ভেবেছিহু  
অনুভের শাঠ্য কুহেলায়, ঈশ্বরের  
আত্মন্তরী বিমনার হুঃস্থ অবেলায়,  
শক্তি যা প্রলয়ঙ্করী করিব লুপ্তন ;  
কিস্ত এক কীট হরাচার, কীটযোনি,  
কর্ণের প্রকাণ্ড শিল্প ছিন্ন ক'রে গেল ;  
কোথা যাই, কোথা বা পলাই ; দিনমণি !  
জগতের সুদর্শন সর্বজ্ঞ সাক্ষাত ।  
বলে দিন—কোথা কর্ণ, এ দৈন্ত-দুর্দিনে  
ক্লৈব্যের কলঙ্ককুষ্ঠে রাধিবে গোপন ;  
ও কি ! মহাশূণ্ডে ছোটে বহির শলাকা ;  
প্রভাতের বায়ুধাসে অনল উদ্যারে ;  
ওঃ ! কোহয়ম্ ! কে গো উগ্র প্রচণ্ড মধুর !  
দয়া ক'রে পদাশ্রিতে দিন পরিচয়,  
গলগদীকৃতবাসে, দিগ্বে বরাভয় ।

( সহসা সূর্য্যের প্রবেশ )

সূর্য্য । বৎস, কণ মোর, আমি রে জনক তোর,  
 পারিবে না চিনিতে আমায় । কোথা যাবি,  
 আশ্রয়ের কিবা প্রয়োজন ? নিরাশ্রয়ে  
 অধিষ্ঠিত সর্ব্বশক্তিমান—নিরাধারে  
 ঈশ্বরের শক্তিবীজ লভে অঙ্কুরণ ;  
 দেহ-কক্ষে হৃদাসরে মন পদ্মাসন,  
 মুক্তপথে পেতে রাখ, আসিবে গৌসাই !  
 জগতে তাজ্জীল্যকর, সূর্য্যের তনয়,  
 ঈশ্বরের রোষমহু্য কর প্রজ্জলিত ;  
 সে ব্রাহ্মী ভীষণা ভর্গে ভস্মীভূত হয়ে  
 নির্বাণে মুছিয়া যারে ।

কণ । সূর্য্যাত্মজ আমি,  
 কর্ণের কি এই পরিচয় ; স্নেহময়  
 কোন্ ভাগ্যবতী নারী ভাস্কর-ওরসে,  
 রতি দিল জন্মোৎসবে মোর ; বল পিতঃ,  
 এ পাঞ্চভৌতিক দেহে কাহার সম্ভান ।

সূর্য্য । পরিচয়ে পৃথার তনয়,—পার্থ নয় ;  
 সে কুমারী আজি বিবাহিতা, কুন্তীনায়ী  
 পাণ্ডুর মহিষী ; বালিকার খেলাঘরে  
 চেয়েছিল পরীক্ষিতে আৰ্ঘ্য করুণায়,  
 বরলক্ষা হুর্কাসার সেবাতুকম্পায় ।

হেরিয়া একদা নভে, নরাকুণ ছরি,  
কুলক্ষণে মস্ত্রে আরাধিল ; ভাষুস্পর্শে  
ঋতুমতী হইলে কুমারী—প্রসবিল  
তোমায় কানীন ; লজ্জার হঃসহভারে  
কুমারীর ক্ষুদ্রপ্রাণ, ত্যজিল সন্তানে,  
তটিনীর তাড়িত-কল্লোলে—কন্ধ্যাধর্ম্মে  
দিয়ে সমাদর ; হ'ক বৎস—মাতৃপক্ষে  
একটি নিশ্বাস তব করিও না ব্যয় ।  
শোন কর্ণ, বিধাতার নিশ্চয়ম লিখন ।  
শত্রুর জননী গর্ভধারিণী তোমার ;  
কৌলীক স্বনামধন্তে ক'রো উপার্জন ;  
ভিক্ষাভাণ্ডে মাগিও না কুলের সন্মান ।  
বাই বৎস ! সাবধানে থাকিও সন্তান ।

[ প্রস্থান ।

কর্ণ । পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ—তপোধন পিতা,  
পিতার সন্তোষ পুণ্যে, ভূষ্টি নিবেদিব,  
এ প্রাণের ইষ্টদেবতায় ; কোথা পথ,  
এই ত বুঝিছ সব ; পিত্রাদেশে রাম  
করেছিল জননীর মন্তক ছেদন ;  
আমি শিষ্ট তাঁর, মাতৃত্যক্ত জলে ভাসা  
ছরন্ত সন্তান ; গুরুও করেছে ত্যাগ ;

মাত্র তুমি পিতঃ, এ হৃদ্যিনে আসিয়াছ  
মৃতকল্প কানীনের জ্বালিতে বাসনা ।  
যে বাসনা একদিন হয় ত জগতে,  
ঈশ্বরের ভূমণ্ডলে, ভূমিকম্প দিবে ;  
নয় ত গলিতাঙ্গারে স্বয়ম্ ভস্মিবে ।

( সহসা পাপের প্রবেশ )

পাপ । কে তুমি সৃজন, পার কি করিতে সেটা ?  
একবার শিক্ষা কিছু পার কি দানিতে,  
ঈশ্বরের দাস্তিক খেয়ালে ;—অত্যাচার,—  
অত্যাচারে,—জ্বলে হিয়া মোর,—আমি তার  
একটি সন্তান,—তারি হাতে ক'রে গড়া  
কারাগারে গেল দিন মোর,—আরো যারা,  
তঁাহারি সন্তান,—অহর্নিশ সুখভোগে,  
যাপিছে জীবন ; মোর প্রতি অত্যাচার  
শুধু ; যেন বলীবর্দ হুঃখ বহিবার ।

কর্ণ । এত যদি অত্যাচারী তিনি ; হে ব্রাহ্মণ !  
এতবড় পক্ষপাতী যিনি,—তঁার কেন  
সন্ধ্যা-পূজা নিত্যসেবা মানব-কুটীরে ।

পাপ । জোর ক'রে ।

কর্ণ । কারাবাস কত দিন হ'তে ?

পাপ । নাগিনী দেবকী যবে, প্রসবিল তঁার



কুটিল শাবকে ;—তপ্ত অশ্রু অভিষিক্ত  
 কারাগারে রাখিয়ে আমার, শৃঙ্খলিত  
 জনক জননী দ্বার করিল উদ্ধার ।

কর্ণ । বুঝিলাম কেবা সে শাবক ;—কর্ণ-পাশে  
 কিবা উপকার তুমি যাচিছ ব্রাহ্মণ ?  
 গুরুশাপে অভিষপ্ত আমি,—মাতৃত্যাগে  
 জগতে অপরিচিত পান্থ অনাহৃত ;  
 কিরূপে সাহায্য তোমা করিব, অজ্ঞাত !  
 ব'লে দাও কর্ণে, যদি উদ্ধারিতে পারি ।

পাপ । চিনিয়াছ কুটিল শাবকে,—সে পামর  
 ধ্বংসের আশ্রয়গিরি করে উদ্ভাবনা,  
 ভারতের কুরুক্ষেত্রে । সাজান বাগান,  
 এতদিন ধ'রে মোর যত্ন কোরে গড়া,  
 পৃথিবীর সভ্যপীঠ—আশ্রয় প্রবাহে  
 একেবারে ভস্মীভূত করে ; যাও বীর,  
 কর গে শত্রুতা তার, জীবনের পথে ।  
 সুসন্তান কংস ম'রে গেছে—আর আছে,  
 দুইটি সন্তান জরাসন্ধ সুষোধন,  
 রাজপাটে ভারতের—বে প্রমোদোজ্জানে  
 রতভূমি হতেছে কুজিত ; সেখা যাও  
 গুরু-দত্ত বিদ্যাবলে দিও পরিচয় ।

[ প্রস্থান ]

কর্ণ । এই পথ মোর ;—হস্তিনার পাহাবাসে  
 ঘটবে কি আশু-পরিচয় ;—নরহরি  
 স্বয়ম্ মুরারি—আসিবে কি শত্রু-শিরে  
 লইতে প্রণাম । অদ্বিতীয় রণগুরু,  
 দেখুন শ্রীগুরু—আপনার হতে আমি,  
 লভিব বরেন্দ্রভূমে উচ্চতর অরি ;  
 রঘুনাথ-করে যবে হলে পরাজিত,  
 সে দিন ভার্গব ভর্গ, প্রথম দমিত,  
 আশুহত্যা করে নাই ;—মস্ত্রে গুপ্ত থাকি  
 শিষ্যে অকুরিত আজ,—শিষ্য এইবার  
 দানিবে সুশিক্ষা কিছু পূর্ণ রঘুনাথে ।  
 চলিলাম তবে গুরো—ক'রো আশীর্বাদ,  
 রাম-পরাজয় কথা জগত হইতে,  
 পারি যেন মুছে দিতে ; ভীষ্ম রামজয়ী  
 এখনো সংসারে লোকে, করে জনরব ;  
 কৃষ্ণ অরি, ভীষ্ম বৈরী, চলিল রাধেয়,  
 উদ্দেশে প্রণমি গুরো ; নমি দিনমণি ।

( সহসা ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ )

ব্রহ্মণ্যদেব । আদিত্য-সন্তান । অতি উচ্চ অভিমান  
 জাগায়েছ প্রাণে ; কিন্তু ভাই মনে রেখো  
 নহে হরি কুটিল শাবক ; ভেব নাক,

শ্রীবাণ্যে পুতনা বধি, গোবর্ধন ধরি,  
কৈশোরে বীরেন্দ্র কংসে, মল্লরণে বধি,  
ডঙ্কারিবে কর্ণধারে দিতে পরিচয়,  
রণনীতি উচ্চতর কার ? মন্ত্রশক্তি  
অর্জিরাহ বাহা গুরুপদে, আত্মশক্তি  
বীজমন্ত্রে দামোদরে করাও সাক্ষাত ।  
পরাজিত হবে শ্রীমাধব,—গুরুদ্রোহী  
পড়িবে অজ্ঞেয় ভীষ্ম তব মন্ত্রণায় ;  
ক্লৃষ্ণজয়ী ভীষ্ম ঝারি হবে কর্ণরায় ।

কর্ণ । কে তুমি অদৃষ্টবানী, জ্যোতির্ময়-দেহী ?  
সত্যের স্বরূপ ধর্ম করিলে বর্ণনা ।  
কর্ণের নিগূঢ় বার্তা, অশুপ্ত বাসনা,  
অতি গুহ্য ভাব, অন্তরাশ্রয় নিহিত,  
জানে শুধু নারায়ণ, অন্তর্যামী যিনি ;  
আত্মশক্তি ভরসায়, গুরুর প্রসাদী,  
সাধিতেছি যেই মন্ত্রে করিতে সন্ধান,  
পরম কপটাচারী অরি পরাজিতে,  
কেমনে করিলে তার তথ্য নিরূপণ ?  
কে তুমি অন্তর্যামী বাগ্মী হুনিপুণ !

ব্রহ্মণ্যদেব । কেমনে জানিছ আমি—আমার এ জানা  
জানিও নহেক কষ্ট-কল্পনা-কাহারো !  
কপটতা-বাসে হরি গুপ্ত না রহিলে,

কেমনে শত্রুতা বল হ'ত তব সনে ?  
 কিন্তু ওই কপটের অকপট প্রাণ,  
 অনাত্মাত মধুরসে করায়ে সিনান,  
 শত্রুভাবে মিত্র তাই করিছে কর্ষণ ।  
 শত্রুতাই বড় ভাল—অত্যাচারে তার,  
 গোলোকে নিশ্চিন্তে থাকা হয় বড় দায় ।  
 শত্রু তারে টেনে আনে—হিরণ্যকশিপু,  
 স্তম্ভের ফটিকে ক্রোধে মেছে পদাঘাত,  
 তবে না শঙ্কিল ব্যোম নৃসিংহ বিরাট ।  
 কপটে শত্রুতা কর—তবে অকপটে  
 পাবে শীঘ্র নিজের কবলে—যাই ভাই  
 উপযুক্ত অরি হও শ্রাম শাস্তনবে ।

কর্ণ ।

যে মহর্ষি ভৃগু-পাদপদ্মে পদাঘাত,  
 সহাস্ত্রে সহিতে পারে লক্ষ্মীনারায়ণ,  
 প্রবল দানব পদে রত্নাক্ষিতাঘাত,  
 সহিল না নরসিংহ কিসের কারণ ।  
 এ অতি রহস্যবাদ ; একে বিতাড়িতে—  
 যেন কি ত্বরিত-কর্ম্মা ; অস্ত্রে প্রসাদিতে  
 উৎসাহে অমিতব্যয়ী ; এ আহুকুল্যের,  
 অথবা সে অনাত্মীয়তায়,—যেন তিনি  
 ক্ষিপ্তপ্রহস্ত, চিরাভ্যস্ত বদ্ধপরিকর ।  
 এ হরি কেমন অরি বুঝি দ্বিজবর ।

ব্রহ্মণ্যদেব । এ হরি সত্যের হরি ; শুন রে ভা'র্গব,  
 যেই তুণ্ডপাদচিহ্ন দিল পদ্মঘাত,  
 তাহার প্রেরণা ছিল সত্যের সন্ধানে ।  
 ব্রহ্মবিদ্যা অমর্য্যাদা দিল নারায়ণ,  
 যখন ভক্তের প্রাণে,—রুদ্ধতার খুলে  
 তখন বৈষ্ণবী বিদ্যা, অবিদ্যা প্রেমিকে,  
 পদ্মঘাতে বসাইলা নিরন্তর তটে ;  
 ব্রহ্ম সে পুরুষোত্তম—মদনমোহন  
 সাজিলে লক্ষ্মীর পাটে—রুদ্ধ করি দ্বার,  
 কুধার্ত্ত ব্রহ্মণ্যদেব ছাদশী বাসরে,  
 হরির মদান্ন বুকে দিল পদ্মঘাত ;  
 কেন না, বিহারে তাঁর সাধিল ব্যাঘাত,  
 হরি-নিবেদন বিনা হ'ত নিরাহার ।  
 কিন্তু দৈত্য পদ্মঘাত—দন্তের উল্কার,  
 বিষদন্তী বৃশ্চিক কামড়, কে সহিবে ?—  
 বল কর্ণ, কে সহিবে ? নৃসিংহাবতার  
 নহে হিরণ্যের,—প্রহ্লাদের তপোলব্ধ,  
 বিশ্বাসের অমৃত-বর্ষণ ; ওই ভীমাকৃতি,  
 ঈশ্বরের সর্কালীন বিশ্বের মুরতি ;  
 আসি ভাই সন্ধ্যাতারা ভাসে ছায়াপথে ।

[ প্রস্থান ।

কর্ণ ।      এই ত সম্মুখে পথ—কিবা বাস্পবানে,  
 চড়াল বিধাতা আজ ; যাই হস্তিনায়,  
 দেখি গিয়ে গুরুজয়ী দান্তিক গাজেয়,  
 কেমনে নিশ্চিন্তে আছে পৌত্রগণে লয়ে ;  
 গুনিয়াছি দ্রোণ গুরু, সেথায় কোরবে  
 গড়িতেছে রণ-মন্ত্রদানে ;—দেখি গিয়ে  
 হুবর্ণ হুযোগ মোর,—রক্তভূমিপরে  
 দিব আত্ম-পরিচয় গুরু পত্রিকায় ।

[ প্রস্থান ।



## চতুর্থ সর্গ

স্থান—দ্বারকাশ্রম । কাল—সন্ধ্যা ।

সুভদ্রা ও সখীত্রয় বেলা, চিত্রলেখা, মাধবী  
শিলাতলে উপবিষ্টা ।

চিত্রলেখা । চারুশীলে, ভদ্রে, উদাসিনি ! এ সন্ধ্যায়  
পূর্ণিমা-জ্যোছনা-ধোয়া পুষ্প-বাটিকায়,  
আধ-ফোটা ফুলমালা পরি,—মধুলগ্নে  
রাজিছ বাসন্তী রাণী, কোকিল অঞ্জনে ।  
মাতাল মলয় ধরি, রেশমী অঞ্চল,  
অনাবৃত কেতকীরে, করে জ্বালাতন ।  
কিশোরীর মধুলোভে, লম্পট ভ্রমর  
মল্লিকা কুমারী লজ্জা করে আলোড়ন ।  
এ সন্ধ্যা মাধবী রাতে,—আসিত চকিতে,  
স্বপ্নের নাগর কোন জ্যোছনার ভেসে,  
হত' নাকি এ যামিনী আরো মধুময়ী ।  
মাধবী । হ'ত মধু ! মধু !! মধু !!! বিরহ-বাদলে  
কবে প্রফুল্লিত রয় নবীনার প্রাণ ?  
বয়সের সোহাগ উৎসব—ব্যর্থ সব,  
বরবধু না শোভিলে পাশে ; বন্ধপ্রাণ  
মধু ভারে করে টলমল, খোঁজে তারা

প্রাণতোষে কোথা পাই দেখা,—আত্মহারা  
 ভাবে কবে ভুঙ্গরাজ গুঞ্জরিবে বৃকে,  
 কবে প্রেম-মধু পানে মধুপ মাতিবে ;  
 কবে সে জীবন অর্থা বরে নিবেদিবে ;

বেলা । দেখ দিদিমণি—রঙ্গরসে পটায়সী  
 মাধবীর কথা তুমি তুলিও না কাণে ;  
 রমণী কি এতই অবলা,—জন্মেছে কি  
 প্রাণের আহুতি দিতে পরকামানলে ;  
 পুরুষের মত তারা নহে কি জগতে,  
 পরম পিতার তুল্য—আদরের ধন ;  
 যদিও তটিনী যায় সাগরে ছুটিয়া,  
 সাগর কি বান ডাকি নেয় নাকে। বৃকে ?

সুভদ্রা । স্বথাসত্য বলেছ সজ্জনী—কে বলিল  
 নারী-জন্ম কভু অভিশাপ,—প্রকৃতির  
 মানস সরসে এক বৃন্তে ফুটিতেছে  
 রমণী-পুরুষ-কলি, তুল্য স্নেহরসে ;  
 রমণী-সমাজে যে পুরুষত্বাভিমান  
 সম্মিত রয়েছে সর্বতঃ, হেতু তার,  
 রমণীর নির্ভরতা পুরুষ-পালনে ।  
 যে দিন সমান স্ত্রী, এই নারী নয়,  
 সমাজের চালনায় পাবে অধিকার,  
 যে দিন সমান গুণে, কর্মের বিভাগে,



অধ্যয়নে অধ্যাপনে পাবে তুল্যাদর—  
দাম্পত্যের যৌন ধর্ম অর্গলিত হবে,  
গাইস্থ্যের ক্ষুদ্র আয়তনে ; অন্তঃপুরে,  
পত্নীদাস্ত মুঞ্জরিবে সতীর মন্দিরে,  
পতির-রজনীবাসে । প্রেমাঞ্চল ভ'রে,  
মিলন চরিত্র শুধু আনন্দ লুটিবে ।

সে দিন এ মর্ত্যলোকে, ফুটিবে নারীর,  
পূর্ণতার সুখচ্ছবি অমিয় পুলকে ।

মাধবী । এ কি ! অসম্ভব কথা কহ প্রাণসখি ;  
নারি যে চির-প্রার্থিনী পুরুষের স্বারে ;  
বাল্যকালে প্রার্থিনী সে পিতার পোষণে ;  
যৌবনে পতির গেহে প্রেম-ভিখারিণী !  
জরায় সন্তান-সেবা প্রার্থিনী মাজিয়া,  
রমণী কি জীব-কাল করে না যাপন ?

প্রতিপাল্যা মোরা, তারা পালক মোদের,  
সমাজের ধর্ম এ বন্ধন—এ সমাজে  
তুল্যাদর জী-পুংসের, আকাশ-কুসুম ।  
বিশেষ ছুঃখিনী কেবা, এই দাসীপণে,  
প্রিয়তম প্রাণেশের পদে,—সাধ ক'রে  
কেনে নারী পতি-প্রেম-পুলকিতা দাস্তে  
বর্জিত জীবনী—স্বপ্নের সম্বন্ধ-হুত্রে  
স্ববর্ণমণ্ডিত শিলে অলঙ্কার ধরে ।

চিত্রলেখ। সত্যকথা লো সজনি—নারীত্ব মোদের,  
 বিশেষত্ব পায় শুধু নরাভিজাত্যের ;  
 যেথায় রমণী ধন্য পদ-মর্যাদায়  
 সেথায় জানিও স্থির, স্বামীর সমাজ,  
 প্রতিষ্ঠিত অতি উচ্চে গৌরব-আসনে ।  
 বিধবা, কুমারী, ত্যক্তা, যশস্বিনী কোথা ?  
 যেটি হয়, সেটি তার নারীত্বে পতিতা,  
 নিশ্চিন্ত পৌরুষটাকা—নিঃফলে মণ্ডিতা,  
 পুরুষত্বে উপার্জিতা, বিচার প্রতিভা,  
 পুরুষ আদর্শভূতা গচ্ছিতা মনীষা ।  
 নারী-জন্মে ব্যভিচারে করি আশ্বাদন,  
 করি তার চিরশূন্য নারীত্ব-বর্জন,  
 পুরুষের মত লভি পৌরুষ প্রকৃতি,  
 ছদ্মবেশে মঠছত্রে করে বিচরণ ;  
 নারীর মাধুর্য্যভাবে পুরুষহাকার,  
 করে না কি নারী-ব্রতে তীব্র কদাকার ?  
 সুভদ্রা । কেন তা হইবে সখী ? নারীত্ব নারীর,  
 প্রতিষ্ঠিত উচ্চাসনে পুরুষত্ব যথা ;  
 ভেদ রাখে বিষয় বিভাগে ; নারী ধরি  
 গর্ভাধান—পুরুষের পালনাধিকারে,  
 গড়িছে সংসার শিশু দ্বিবা-কলেবরে ।  
 পাতিব্রত্য ধর্ম্মশীলতায়,—কে, না বল

দেখিয়াছে,—নিঃস্বার্থের আত্ম-বলিদান ?  
 সর্বসংসহা বসুন্ধরা সম, সহশীলা—  
 রমণীর বীর-ধর্ম্য দুর্জয় বিপদে ।  
 অজানিত, প্রসুপ্ত বেদনা ধরি বুকে,  
 পতি-পুত্র গৃহের কল্যাণে ;—সর্বত্যাগ  
 রমণীর নিত্য ঘটিতেছে ।

মাধবী ।

স্বার্থকল্পে

সে মহা বৈরাগ্য সখী,—স্ব দ্বি-পুত্রতরে  
 সাধবীর আত্মোৎসর্গতা ; ত্যাগী পুরুষের  
 বিশ্ব-প্রেমে আত্মাহুতি নয়—জীবকল্পে  
 নহে সর্ব স্বার্থ বলিদান—হঠকারী  
 সে বৈঠকী ধরে শুধু বিজ্ঞাধরী তান ।

সুভদ্রা ।

শুচিস্মিতে, এ হ'তে কি বদ্বীকের স্তূপে  
 আপনায় লুক্কায়িত রাখি, অনশনে,  
 আত্মভাব অব্যেবিত বেশী ?—প্রিয়ষদে,  
 অসিমুক্ত রণভূমে, হুঃসাহসে শুধু,  
 বীরত্বের মন্ততায়, শমনে সাক্ষাৎ ;  
 অথবা জ্ঞানের ধূর্ত তর্ক-পরিষদে,  
 উৎসাহিত শাস্ত্রিকণ্ঠে শাস্ত্র-আলোচনা,  
 উচ্চতর প্রশংসার হবে অধিকারী ?  
 আত্ম-অন্বেষণ, তর্ক, শমন-দর্শন,  
 গুপ্ত গর্বের করে সম্পাদন—আত্মানন্দে,

অথবা অলকানন্দে, চেনে কে কজন ?  
 কিন্তু এক গৃহ-অন্তরীণে, অতিদীন  
 অভাবের স্ত্রীত্র পীড়নে, অশ্রুস্রাত  
 করে নারীকুল—যাগ অসাধ্যসাধন,  
 চিন্তার অতীত তাহা ত্যাগী সন্ন্যাসীর ।  
 দেখ বেলাদেবী, কে দৌহে অদূর-পথে  
 করে বিচরণ ? দক্ষিণে ব্রজের শ্রাম,  
 পূর্ণ শশধর ; বামে না হের সজনি,  
 সমান বরণ শ্রাম, সমান আকৃতি,  
 ষমজ কুমার যেন ; শিরদ্বাণে শুধু,  
 অত্রাত্ব্য করে প্রতীকাশ ; শিখিপুচ্ছ-  
 মণ্ডিত-মুকুট দাদা পরে চিরদিন ;  
 অপরের শিরে শোভে রত্নোজ্জ্বল মণি ।

বেলা । সত্য দিদি, দৌহাকার সারূপ্য বর্ণের,  
 বিধাতার অদ্ভুত কৌতুক ; আসে দৌহে  
 এই পথে, প্রমোদ-উজ্জানে ;—চল মোরা  
 লতা-কুঞ্জাবাসে, পশি পত্র-আবরণে,  
 শুনি গে, ও মিথুনের নিভৃত আলাপ ।

চিত্রলেখা । আমারো বাসনা বড় হয়েছে প্রবলা,  
 শুনিবারে অচিনের চোরা সন্তাষণ ।

মাধবী । ততক্ষণ, আমি ওই আধ-মুকুলিতা,  
 নব-মল্লিকার মালা গাঁথি গে মোহন,

দোলাতে মাধব-গলে ; তোমরা বিরলে,

চোরের উপরে চৌর্য্য কর আশ্বাদন ।

সুভদ্রা । যদিও কৃষিবে দাদা—তথাপি এ সাধ  
না পারি রোধিতে, নারী স্বভাবে দুর্ব্বলা,  
আমিও নিকুঞ্জবনে রহিব গোপনে ।

[ সুভদ্রা ও সখীদ্বয়ের অন্তর্দ্বান ।

( শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রবেশ )

শ্রীকৃষ্ণ । আয় পার্থ, বসি দৌহে—মাধবী-বিতানে,  
কহি গুহ্য মর্ম্মকথা অতি সদোপনে ।

অর্জুন । বাসুদেব,—হে বিশ্বপালক, বিশ্বেশ্বর,  
পরম-পুরুষ,—অভ্যাগত দাস ভক্ত,  
শ্রীচরণে মাগিছে আশ্রয় ;—অর্জুনের  
যা কিছু সম্পদ, প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা,  
হৃদয়ের যা কিছু বৈভব—নরোত্তম  
কৈবল্য-পদারবিন্দে—মর্ম্মডালা ভরি—  
পুষ্পাঞ্জলি দিহু উপহার ; আত্মাঞ্জলি  
পূর্ণাহতি নেবে না কি যজ্ঞেশ্বর হরি ?

শ্রীকৃষ্ণ । এ কি পার্থ, অসম্ভব কেন হেন ভাব ?  
চমকিত কেন মোরে করিছ পাণ্ডব,  
মহাবংশে লয়ে সৃজনম—সঙ্গমের  
উচ্চতম অভভেদী চুড়ে—শোভিতেছ

সুদৃঢ় আসনে ; হেন দৈন্ত দাস-ভাব  
শোভে কি তোমাতে ? বিশেষ ক্ষত্রিয়-বটু,  
শিষ্য ভাল নয় ? আত্মীয়-স্বজনবর্গে,  
গুনিলে প্রলাপ, নীচ জ্ঞানে কুকথায়,  
নিদ্রিবে তোমায় ।

অজ্জুন ।

তাহে কি তোমার ক্ষতি,

কমলারঞ্জন ? মহাবংশে সৃজনম  
হয় যদি অপরাধ বিষ্ণু-সমাগমে,  
চাহি না জাত্যভিমান—কৌলীশ-গরিমা ;  
এ বিশ্বজগৎ বক্ষে,—কে এমন আছে,  
হরি-উচ্চারণে কুণ্ঠা প্রকাশিতে পারে ;  
তাই না গোলোক দোলে সপ্তাকাশ-চূড়ে ।  
নশ্বর এ জগতের কীর্তি ছায়াময়ী,  
বিবেকের গুহ্যজ্যোতিঃ করি কুয়াসিত,  
পথভ্রান্ত করায় পথিকে ; দিব্যালোকে  
পুলকিত হৃদয় আমার,—ঋষিদত্ত  
দিব্যাননে দেখিতেছি, হে শ্রামসুন্দর !  
ব্রহ্মজ্যোতি পীযুষিত অধৈতাবতার ;  
ছলনার বেড়াঝালে ফেলিও না আর,  
কৃপা ক'রে দীনাদর্শে দাও পদরজঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

এত যদি বাসনা তোমার—ক্ষিপ্তপ্রায়  
আপনায় করিতে বিক্রয়—যাও তবে

দাসবিপণিতে—প্রচুর মিলিবে সেথা  
বহুমূল্যে দাস্ত্রামোদী—যুবরাজ ক্রেতা ।  
কোরবে বরিয়া দাস্ত্রে নির্কোষ যাদব,  
দেবব্রতে না ভেটিবে সমর-আহ্বান ।

অর্জুন । নারায়ণ ! বলভদ্র-রক্ষিত যাদব,  
ভীত কি কিনিতে পার্থে দাস-পদবীতে ?  
লুপ্ত হোক বংশ-অভিমান—কুলমান  
অতল সাগর-গর্ভে নিমজ্জিত হোক ;  
লোকনিন্দা কুকুরের চীৎকারের মত,  
আত্মচ্ছায়ে করুক তাড়না ; শ্রীমাধব,  
ভেবেছ কি কাচখণ্ডে করি প্রতারণা,  
সুবর্ণের দীপ্তচ্ছবি লুকাবে তোমার ?  
ক্ষুর যদি হয় প্রভু, নিতে দাসখত,  
তোমার দাসহুদাস্ত্রে বর প্রভুপাদ ।

শ্রীকৃষ্ণ । কি লজ্জার কথা পার্থ,—প্রলাপের মত  
নিরর্থক বাক্যাবলী তব ; দাসখত—  
যাদবে কোরব দেবে ? দাস্ত্র-ব্যভিচারে  
কে কোথা যশস্বী মজে ?—গৌরীশৃঙ্গ-চূড়া  
পড়ে কোথা বিদ্যুচল-পদতলে লুটে ?  
মহাভ্রান্তি অর্জুন তোমার,—ভ্রাতৃগণ  
শ্রবণিলে উদ্ভট প্রলাপ, বৈষ্ণবহস্তে  
অচিরে দানিবে তোমা চিকিৎসা-বিধানে ।

। চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে তোমার ;  
 পাতি ঐন্দ্রজালিকের জাল—ভুলাইবে  
 স্বয়ং দ্রষ্টা গুরুদেব-প্রদর্শিত পথে ;  
 মানবে দিয়াছ হরি পূর্ণ স্বাধীনতা  
 নিজকৃত সদসত্ সংশোধন প্রথা  
 তবে কেন দত্ত ধনে করিছ বঞ্চনা ?  
 স্বেচ্ছায় অর্জুন দাতা, আত্মদান করে,  
 দেবতার সর্ববিধ গুণগ্রাণী সদনে,  
 অথবা নির্দেশমত দাসত্ব-পালনে ;  
 রাখ বা ফেলিয়া দাও, যাহা প্রাণে জাগে ।  
 ফেলিলে জঞ্জালে যাব—রাখিলে চরণে  
 এ হ'তে অনেক উর্দ্ধে—প্রেমানন্দে রব ;  
 আরো কত অভাজনে সঙ্গে ক'রে লব ;  
 জ্যেষ্ঠ-অনুজায় তাই এসেছি হেথায় ।

শ্রীকৃষ্ণ । এতক্ষণে ধরি সূত্র সদভিপ্রায়ে ;  
 ক্ষান্তনীতি-শাঠ্যে তুমি হয়েছ প্রেরিত,  
 যাদবে বাধিতে অগ্রে স্নেহ-সত্যপাশে ;  
 অথবা সখ্যের জালে মৈত্রের বাঁধনে ;  
 কহ পার্থ, অন্ধরাজ পাণ্ডবে কি আজ,  
 পিতৃস্নেহে নহে পক্ষপাতী ? জ্যেষ্ঠ যবে,  
 ফিরিবে দ্বারকাশ্রমে পর্য্যটন-পথে,  
 নিবেদিব বারতা তোমার ; সহকারী



হেরিবে যাদবে সখে,—যদি রণভূমে  
পাণ্ডবে কোরব ডাকে ভাগের বণ্টনে ।

অৰ্জুন । কৃতার্থ হইল দাস—ব্যর্থ প্রলোভন,  
মোহচক্রে ঘুরাতে পাণ্ডবে ; মায়াময়  
মোহচক্র-জাল বিশীর্ণ কি কর নাই  
তীক্ষ্ণ-ধার ঋষির দশনে ? প্রেমময়  
ফেলিয়া মায়ায় কুণ্ডা, প্রেমচন্দ্রালোকে,  
অৰ্জুনের দক্ষ প্রাণ কর স্তবীতল ।

শ্রীকৃষ্ণ । ধন্য পার্থ ভাবনিষ্ঠা তোর ; প্রেমার্গবে  
বাহিছ কেশবতরী কল্লাস্তর হ'তে ;  
সখ্যস্থত্রে আজ হ'তে বদ্ধ হ'লু পণে,  
প্রেম-কেলি করিব হুজনে—বন্দী রব  
আমরণ প্রেমকণ্ঠী প্রণয়ালিঙ্গনে ।

অৰ্জুন । নতজানু—দাস-ভক্ত হুকারে প্রার্থনা,  
শ্রীগুরু-পদারবিন্দে, ওগো বিশ্বতরু  
প্রেমের নিগূঢ় স্বার্থে শিক্ষা দাও মোরে ;  
আত্ম-কাম ভস্মীভূত যাহে, যে আলোকে  
জ্ঞানাজন প্রেমাম্পদে দেখে বিশ্ব ভরে,  
অভিমান, মাথা খুঁড়ে বিশ্বের দুয়ারে,  
নিখিল স্নেহের উর্দ্ধে প্রেমামৃতে দেখে ।

শ্রীকৃষ্ণ । প্রেম-পন্থী রে পাণ্ডুনন্দন ! প্রেমাপ্লুত  
ওরে স্বর্ণপোত ! বিশ্ব শোকার্ণব-কুলে—

একমাত্র প্রেমতরী বাহে গুল পালে ;  
 প্রেমের চাঁদিনী প্রাণ—পঞ্চ মহাভূতে,  
 অণু-পরমাণু হ'তে সবিত্ত-মণ্ডলে,  
 স্নিগ্ধতার সুধাংশু-আকরে, সন্ধিবিয়া,  
 অমরত্বে লভিছে বিশ্রাম । স্পর্শে তার  
 কদর্য্য পরমানন্দে হয় সুরভিত ।

কি আর কহিব সখে, প্রেমযাতুকরী,  
 প্রতিষ্ঠিত করি এক বাজীকর গড়ে,  
 জীবাত্মার বীজাঙ্কুরে পরমায়া গ'ড়ে ;  
 লয়ে যায় জীবাত্মার আত্মার শিবিরে ।  
 প্রেমিকের চিরগুল উন্মুক্ত উদার,  
 মহাপ্রাণ তপস্বিছে নিত্য মূল্যধার ;  
 দিগ্বিজয়ী প্রেমের নিশান, প্রতিষ্ঠিত  
 সর্বময় বিরাটের মন্দির-চূড়ায় ।

অজ্জুন । তবে মোরে দিন দীক্ষা পরম প্রেমিক,  
 প্রেম-মার্গে গাজায়ে পথিক ; প্রেমগুরু !  
 দাও শিরে শ্রীচরণ-রেণু, দাও অঙ্গে  
 দিব্যাদের হিরণ্য-স্বরভি—বক্ষে দাও  
 স্পর্শ প্রেমিকের । প্রেমাক্তিত করপুটে,  
 ভিক্ষাবুলি প্রেমাক্ষলে বেঁধে, প্রেম-ভিক্ষু  
 মাগিছে, প্রেমাবতার ! শ্রীচরণামৃতে ;  
 প্রেমময় ভিক্ষা দাও ? সে প্রেম সমাধি,

যেন আর ভাঙে না গো, রেখে এ মিনতি ;

এ প্রেম-সঙ্গম যেন রহে আমরণ ;

স্বতঃসিদ্ধ ক'রে দাও প্রেমাস্পদ ধ্যান ।

শ্রীকৃষ্ণ । কে পারে ভাঙ্গিতে প্রেম—তন্ময় সমাধি ?

কত বিদ্যা জানে সে মন্থথ ? প্রেমিকের

যোগভঙ্গ মহামায়াভীত ; বিশ্ব-শক্তি

লুঙ্কায়িত প্রেমিকের বাহুর কুলায় ।

হের পার্থ, আসে দূরে, প্রেমিক। মাধবী,

ভগিনীর শিষ্টা সহচরী ; গাঁথি মালা,

দোলাতে শ্রীকণ্ঠে অনুরাগিণী সংশীলা ।

অজ্জুন । তুমিও ত আদরিতে আগ্রহে আকুল ;

আসি তবে কমললোচন—থাক্ অলি !

প্রেমিকার পুষ্প-অনুরাগে ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

কেন সখে,

ব্যতিব্যস্ত হেরি তোমা ভাজিতে আমায় ;

আছে কি এমন কেহ স্মরিয়া বাহায়

রোমাঞ্চিত নবীন কৈশোর ?

অজ্জুন ।

পার্থ নহে,

নিমজ্জিত কৃষ্ণ-সম রমণীর প্রেমে ;

তোমার মোহন সঙ্গ, হুল্লভ যদিও,—

যদিও অমৃতাজন, তথাপি হুঃসহ ।

( দূরস্থ হওন )

শ্রীকৃষ্ণ । বুঝা যাবে সময়ে সকল ; কেন সখে

এত তিরস্কার-বাণ হানিছে নয়ন ?

মাধবী । অদ্ভুত আচার তব :—গুদাত্তঃপুরের

অবরুদ্ধ এ প্রেমোদোদ্বাহনে, লয়ে এলে

অবিজ্ঞাত কুলশীলে ; না হের ভগিনী

লাজ-ভরে লুক্কায়িত কুঞ্জবাটিকায় ।

শ্রীকৃষ্ণ । কেমনে বুঝিব সই—প্রতিফল এর,

হয় ত ভুঞ্জিতে হবে, সময়ে আমার ;

দোষ শুধু কি আমার ? ছিল ত সময়,

চ'লে যেতে অন্তরালে পরপুরুষের ;

রমণীর অশিক্ষিতা বুদ্ধির টিপ্তনী,

হানিয়া সহযোগিনী কটাক্ষে বিজলী,

মাঝে মাঝে করে'বটে পুরুষে বিস্মিত,

অকস্মাত্ সাময়িক ভাবে ;—কিন্তু তার,

অসারত্ব রহে না অজ্ঞাত—অগ্নি ভদ্রে !

নহে হীন অজ্ঞাত পথিক ; বিশ্বখ্যাত

কুরুক্ষে জন্মাগার যার—সখাখ্যায়

সন্তোষণ করে যে আমার,—তারে ভয়ি !

কি হেতু করিছ লাজ ? কহ শুভাননি !

অর্জুন । আসি তবে, বাসুদেব নমি শ্রীচরণে ;

বিস্মরণ বহির্দ্বারে রেখ না হৃদ্দিনে ।

ভেটিলে স্বয়মাগত, দিও পদরঞ্জে । [ প্রস্থান ।

- শ্রীকৃষ্ণ । এস সখে, শিবময় হ'ক্ দীর্ঘপথ ।  
 মাধবী ! কাহার মালা গোঁথেছ মালিনী ?  
 কে বা সেই ভাগ্যবান—তোমার সোহাগে  
 প্রফুল্লিত হবে ষার সংসার-কুটীর ।
- মাধবী । বিনা তু মাধব,—মাধবীর প্রাণমধু  
 কে করিবে পান ? কহ বিনা দিনমণি—  
 কে পারে পঙ্কজ-মধু ফুটাতে পদ্মার ।
- বেলা । চতুরা মাধবী ধনি ;—ভাষার কুহকে  
 জানাল প্রাণের গুপ্ত রমণ-বারতা ;  
 আর কেন ! মালাগাছি দাও গলে তুলে ;  
 মন-সাধে পূর্ণ কর মাধব-মিলনে ।
- সুভদ্রা । চল সখি, ঘরে যাই,—সন্ধ্যা করণীয়া,  
 মাদলিক-ক্রিয়া সব রয়েছে পড়িয়া ;  
 বউদি কুপিতা হয় ; তোরা ভাই আয়  
 যাই আমি ত্বর ক'রে বেলা ব'য়ে যায় । [ প্রস্থান ।
- মাধবী । গোঁথেছি, মোহন, গলে পর মালাগাছি ।
- শ্রীকৃষ্ণ । কুসুম, কস্তুরী, হেম, অগুরু, কুঙ্কুম,  
 বসন্ত, বসন্তসখী, পঞ্চফুলবাণ ;  
 একটি রাধিকাকান্তে শান্তি-বিনোদন ;  
 বিশেষ কুসুম-মালা-চিহ্নিত ভূষণ ।

[ মাল্যগ্রহণ ও সকলের প্রস্থান ।

## পঞ্চম সর্গ

স্থান—রঙ্গমঞ্চ

ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, সভাসদগণ, ও মহিলাগণ

আসনোপরি উপবিষ্ট

ভীষ্ম । রণ-উপাধ্যায় ! ধনুর্বেদে কৃতবিত্ত,  
পারদর্শী শস্ত্র-ব্যবসায় ! কুরুছাত্র-  
সম্প্রদায়, কিরূপ অধীত-শস্ত্র, কত  
ক্ষিপ্ত-হস্ত শস্ত্রচালনায় ? রঙ্গমঞ্চে  
পরীক্ষা হউক তার : যে ভারত-সেনা  
দিগ্বিজয়ী যযাতি-চালিত, পেতেছিল  
ভূমণ্ডলে একাধিপত্যতা, সৈন্যপত্যে  
সে বিশাল বলে, দেখান কুমারসভ্যে  
আছে কে স্নাতকবলী নিতে সচো ভার ।

দ্রোণ । ভীষ্ম, আসে নাই বিজ্ঞ, ক্ষত্র-ব্যবসারী,  
রাজশিষ্যে অধ্যাপনা জীবিকা-সংগ্রহে ।  
আসিরাছি হেথা আরো, উগ্র প্রলোভনে  
প্রশমিতে পাদস্পৃষ্ট ভুজঙ্গ হিংসায় ;

অটাই ব্যবস্থা তার করিব গাঙ্গেয়,  
 দেখাব কতটা বিদ্যা দিয়াছি কোঁরবে ;  
 বিশিষ্ট ছাত্রের শিক্ষা-প্রদর্শনী ভূমে,  
 দেখিব তৃতীয় পার্থ, কি গুরু-দক্ষিণা,  
 দানিবে শিক্ষিত করে ? যে শাস্ত্র-বিদ্যায়,  
 পার্থে করেছি দীক্ষিত—সে বিদ্যা-প্রয়োগে ,  
 কতটা চমকপ্রদ করে সে দেখিব ।

ধৃতরাষ্ট্র । শাস্ত্রের সর্বদা-বিদ্যা, শুধু কি অজ্জুনে  
 দেছেন কুল-শিক্ষক ? এ পক্ষপাতিত্ব  
 কি হেতু করেন দ্বিজ ?

দ্রোণ ।

এ পক্ষপাতিত্ব,

শিক্ষকে অপরিহার্য ; হে শাস্ত্র-প্রবীণ !  
 ধীমান্ মেধাবী ছাত্র, যথা অধ্যাপক,  
 করান বেদাধ্যাপনা, তথৈব সে জড়ে,  
 করান ব্রহ্মোপদেশ—কিন্তু সূচিকণ  
 স্ফটিক-দর্পণে, বাহা আঁকে চিত্রপট ;  
 মৃন্ময় পাষাণে রহে অপ্রতিবিম্বিত ;  
 অবশেষে গুণবেত্তা সে শাস্ত্রাধ্যাপক,  
 প্রোজ্জ্বল ধীমানে তার বর্ষে অমুরাগ ।  
 এ নয় দৌর্বল্য—গুরু-ভাগ্যের লিখন ;  
 আসি নাই মহারাজ, কোঁরব-ছ্যারে,  
 লোভনীয় বৃত্তি-ভোগাশায় । রামশিষ্য

আসিয়াছে—যথা বিশ্বামিত্র, অব্যেষিতে  
 প্রবল ভারতবীৰ্য্যে ছুটের দমনে ।  
 গুন ভীষ্ম কুলাধিপ ! যে ক্ষণে হেরিহু,  
 কৌরব-কুমারদলে, কূপে নিপতিত,  
 ক্রীড়নক উদ্ধারে উন্ননা—ওই পার্থ  
 প্রথমতঃ জিজ্ঞাসিল য়োরে, ক্রীড়নক  
 পুনরুদ্ধারের পক্ষে, ছিল কি উপায় ;  
 তখনি সহাস্ত্রে বাণে, বাণ পৃষ্ঠোপরি,  
 বাঁধিয়া তুলিহু চক্রে, দিহু পার্থ-করে ।  
 ক্রীড়াদ লভিয়া সেই শিশু-সম্প্রদায়  
 মাতিল ক্রীড়ায় পুনঃ ; পার্থ—পদতলে  
 নমিয়া, প্রার্থিল বাণ-প্রয়োগ-সন্ধানে,  
 সোৎসাহে দেখিহু তাহে, আজানুলব্ধিত-  
 বাহু, শ্রীব্যঞ্জক,—মানস-কল্লিত ছবি ।  
 যাকু, যে বিজ্ঞার চর্চা করেছি রাজন,  
 তোমার চণ্ডীমণ্ডপে, সে গুণ-দর্শনী  
 কিঞ্চিত্ পরীক্ষা নিব কুরু-বৎসদের ।  
 যাও কূপ, প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে,  
 রত্নমঞ্চে কর আনয়ন ; অতঃপর,  
 স্নয়োধন, ভীম ; দলে দলে অগ্ন অগ্ন  
 কৌরব-কুলজ—শেষে পার্থ ও আত্মজ ।

[ কৃপাচার্য্যের প্রস্থান ।



ধৃতরাষ্ট্র। রুষ্ট না হবেন ; ক্ষণভঙ্গুর বিশ্বাসে,  
 দেই নাই গুরুভার দ্রোণাচার্য্য-শিরে ;  
 রূপাচার্য্যে করি অবনত,—তবাস্বীয়  
 গুরুবংশগত ; এ পক্ষপাতিত্ব নয়,  
 জিজ্ঞাসা আমার। বুকের অন্তর-প্রশ্ন,  
 কে মোর সম্মুখে এই শিক্ষার সুযোগে  
 প্রতিবন্ধক ঘটাল ? এ বীর্য্যোদ্দীপক  
 শিক্ষা যে সম্পূর্ণ পেলে, সে শিক্ষানবীশে  
 ভারতের ছত্রাসনে বঞ্চিত কে করে ।

ভীষ্ম। সে দোষ শিক্ষার নয়—হৃদৈব ভাগ্যের ;  
 যে দিন হইতে দ্রোণ এল হস্তিনায়,  
 সে মুহূর্ত্ত হ'তে দেখ, নিশ্চিন্তে কোথায়  
 অজ্জুন অনুপস্থিত ; আহারে, বিহারে,  
 স্নানে, নিদ্রাগমে, গুরুর সান্নিধ্যচারী ;  
 এ শিক্ষা সৌখীনে, যদি না বিজয়-লক্ষ্মী  
 বরে রত্নাসনে—তবে ত শিক্ষাই বৃথা ।

দ্রোণ। কিন্তু এ উদীয়মান রবি হস্তিনার,  
 রাজস্থানে আবদ্ধ রবে না ; সিংহ-বীর্য্য  
 কোথায় ভিক্ষান্ন-পুট ? এ সভ্য জগতে  
 সমগ্র গ্রাসিবে ওর বিজয়বর্ধনে ;  
 ওই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব আসিছে, দেখ সভ্যগণ  
 কিরূপ আচার্য্য দ্রোণ শিক্ষা বাটরাছে ।

( যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ )

যুধিষ্ঠির । প্রণমি, গোস্বামী গুরো, নমি পিতামহ,  
নমি জ্যেষ্ঠতাত, আজ্ঞা দিন ব্রাহ্মহুতে,  
দেখাতে বিদ্যা-নৈপুণ্য ক্ষত্রবীর-ভুজে ।  
এ অকৃত্যধমে, শিক্ষার পরীক্ষাহবান,—  
সৌভাগ্য হ'লেও, আজ আতঙ্ক অজ্ঞের ।

দ্রোণ । দেখাও কুমার, বাণের বিদ্যুত-গর্ভে  
আছে কি অনল—যে ঐন্দ্র-অশনিপুঞ্জে,  
সমগ্র এ রজমঞ্চ করে ঝলমল ।

যুধিষ্ঠির । হের গুরো—এড়িলাম বিজলী জন্তকে,  
দীপ্তিতে হস্তিনাপুরী—পৃথ্বীবাণে ওই,  
পুনরায় শান্তিলাম জালা ; গুরুদেব !  
আর কি আদেশ আছে বলুন অধমে ।

দ্রোণ । সাধু, বৎস—পুরীর প্রাচীরে, কোন্ দ্বারী  
রহিবে প্রহরী ?

যুধিষ্ঠির । দুর্গ-দ্বারী ।

দ্রোণ । কিসে ভেঙ ?

যুধিষ্ঠির । অন্তর্ভেদে ।

দ্রোণ । রাজস্থান অভেদ্য কি বলে ?

যুধিষ্ঠির । পৌরজনে রামরাট-প্রজানুরঞ্জে,  
নিকটাত্মীরের স্নেহ-বন্ধন-বন্ধনে ।

ভীষ্ম । অতু্যন্তম । নীতিজ্ঞের নিরাপত্তিকর  
 সর্ববান্ধিসম্মত উত্তর ; ব'স বৎস  
 মঞ্চোপরি—পরীক্ষার্থী ভাতৃমণ্ডলের  
 নিরপেক্ষ কর নিয়ন্ত্রণ । সুবোধন,  
 আসে সহ ভীমসেন ; এ বাড়বানলে  
 একটা কষায়-তিক্ত রস বিগলিবে ।

( ছর্ষোদনের প্রবেশ )

ছর্ষোদন । সভাস্থ কুটুম্বীয় মহিলালঙ্কৃত !  
 অভ্যাগত, লহ মোর শিষ্টাভিবাদন ;  
 মহাগুরু-স্থানীয় গাঙ্গেয়, দ্রোণ ! লহ  
 প্রণিপাত, দাও পিতঃ মন্তক-আত্মাণ ;  
 যে বিদ্যা-প্রসঙ্গে, রত্নমঞ্চাভিনয়ের,  
 অসময়ে পূর্ণাধিবেশন ; যথা তত্তে  
 ছরভিসন্ধি সে । কার্য্যাস্তর-ব্যপদেশে  
 ব্যস্ত রাখি অনাগ্র কুমারে ; রণগুরু  
 গোপনে দৈবাস্ত্র-বিদ্যা দেছে যা অর্জুনে,  
 পূর্ণাঙ্গে আত্মজে ল'য়ে ; সে বিদ্যা-দর্পণে  
 মোদের কলঙ্কারোপ বুদ্ধিহীনতার,  
 যেন লক্ষ্য অন্ততম উদ্দেশ্যসিদ্ধির ।  
 হেরিয়া, পক্ষপাতিত্ব বিদ্যার মন্দিরে,  
 আচার্য্যে ছরপনয় কলঙ্কদূষিত,

আমি এ কয়েক বর্ষ, হলী-বলরামে,  
বরি গুরুপদে, গদায় সমরবিদ্যা  
আয়ত্ত করেছি ; যদি কেহ গদায়ুদে  
থাকে সমাধ্যায়ী, সতীর্থে আহ্বান করি ।

( ভীমের প্রবেশ )

ভীম । আভূমি প্রণামাঞ্জলি দিয়া মাগুবরে,  
এ যুদ্ধ-আহ্বান ভীম করিল স্বাক্ষর ।  
আচার্য্য দ্রোণ—শিক্ষিত গদা কোশলের  
দেখাতে বজ্রাগ্নি-মন্ত্র । গুরুনিন্দা-পটু,  
আয় রে হলীর বটু ! দেখি ও গদায়  
কতটা হলীর বল করে কোলাহল ?  
কটু নিন্দাবাদ, সর্বসমক্ষে সভোর—  
বিখ্যাত গুরুর, আত্মভীক—অযোগ্যের  
ক্ষীণ আর্তনাদ ।

ভীম । পিতা পুত্র সমন্বরে,  
আচার্য্যে দোষিছে ।—গুরুদত্ত-প্রেরণায়  
স্বয়ংকৃত—অভ্যাসের অত্যন্ত-সাধক,  
বৈজ্ঞানিকে অনভিজ্ঞ ভীমের দক্ষতা,  
অচিরে বিপদগ্রস্ত হবে মল্লরণে,  
গদায়ুদ্ধ-বিশারদ হলি-ছাত্রকরে ।  
হবে হোক ; কর যুদ্ধ ভীম-সুযোধন ;

একটা নিপাত যাও, যে হও অধম ।

এ কলঙ্ক মুছ ; কিংবা কর সমর্থন ।

সঞ্জয় । আজন্ম বিদেবাপন্ন ভ্রাতৃব্যযুগলে,

নিরঙ্কুশ সমরাজ্ঞা দান, নিরর্থক

সন্দেহখণ্ডনে ; অপরিণামদর্শিতা

হবে না ত' নীতি অজ্ঞতার ?

বিহর ।

অসম্ভব

নীতিভ্রষ্ট হবে ভীষ্ম, এটা কি সম্ভব ?

( ভীষণ যুদ্ধ )

ভীষ্ম ।

এখনো অকলৌন্মুখ যেহেতু সমর,

অচিরে বিরতি হোক ; কৰ্ম্ম-তালিকার

এখনো অনেক বাকী । রাখ যুদ্ধ-ভান,

ওহে ভীম, সুষোধন, ক্রম-ক্রুদ্ধমান্ ।

ধৃতরাষ্ট্র ।

ক্ষান্ত হও, ভীষ্ম-বাক্য শব্দে পালনীয় ।

ভীষ্ম ।

কিন্তু কুরুরাজ, আচার্য্যে কলঙ্কারোপ,

ভীমের যুদ্ধ-কোশল করে প্রতিবাদ ।

ভ্রাতৃত্ব কর গে বিশ্রাম ; বিদ্যাপীঠে

রোষ-নেত্র অসভ্যতা করে প্রতীকাশ ।

তোমরা উভয়ে হেরি গদা-পরীক্ষায়,

সসম্মানে উত্তীর্ণ সম্যক্ ; অধিকন্তু,

তোমরা উভয়ে হ'লে পরস্পর-জ্ঞাত,

কে কার সমরে নূন, বল তুলনায় ।  
এবার অর্জুনে আজ্ঞা দিন রণগুরো,  
দেখাতে দ্রোণের শিক্ষা কৌরবীয় ভূজে ।

দ্রোণ । তথাস্ত, প্রবেশ-পত্র দাও অর্জুনের  
নামাতে কলঙ্ক-বোঝা ; এ কৌরব-বীজে,  
ভারতাতিরিক্ত কোন নাইকো বলায়ুঃ  
অর্জিতে পারদর্শিতা ভার্গব-বিধানে ;  
স্বপুলে দিয়াছি বিদ্যা—কিন্তু কুলরবি !  
সে-ও এ পরীক্ষা দিবে চর্কিত-চর্কণে ;  
কিন্তু পার্থ ক্ষণজন্মা শিক্ষিত তরুণ,  
এ হস্তান্তরিত জ্ঞানে উর্ধ্বরতা দিবে ।

( ধনুর্কোণ-হস্তে অর্জুনের প্রবেশ )

অর্জুন । নমোস্তু কৌরবমধ্যবর্তী সার্কভোম,  
মহামানুস্বর গাঙ্গেয়, ভার্গবাচার্য্য !  
নমোস্তু মাতৃমঙ্গল প্রতিভা-প্রদীপ্তা,  
বীরাজনা কুরুনারীসম্ভ ! নমো নমঃ,  
তথাগত সমাহৃত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ।  
অপর সভ্য যে আহ নমস্ত পার্থের ।  
নমঃ জ্যেষ্ঠতাত, সর্কানুমোদনে মোর  
অনুমতি-পত্র দিন যোদ্ধাজীবনের ;  
দর্শিতে গুরুপদটি, ধনুর্কোণ-শুণে ।

দিন সে সহানুভূতি, যে পৃষ্ঠপোষণে  
 অজ্জুন আত্মপ্রতিষ্ঠা করে শত্ৰুপাতে ।  
 হোক রাজাজ্য মোর প্রবেশনির্দেশ ।  
 দ্রোণ । আয়ুয়ন, কোরবচক্র-চন্দ্রমণ্ডলে,  
 প্রলয়ের প্রথরাংশ দেখাও সত্বরে ;  
 উঠাও সে ভবিষ্যের প্রলয়-ঝটিকা ;  
 গ্রাসিবে না ঘনীভূত কাল-মেঘমালা ;  
 শুনাও সে কান্মূকের বিজয়-নিনাদ,  
 দিবে যা কাল-মণ্ডলে, ঘন বজ্রাঘাত ;  
 নির্মেষ অশনি-শেল হান, সে ধ্বংসের  
 করিবে যা জনাকীর্ণে কঙ্কালাবশেষ ;  
 সে দৈব মানুষী বিদ্যা দেখাও সত্বরে,  
 গুরু অপরাধী আজ তোমার কারণে ;  
 দেখায়ে অনগ্রসাধারণ গুণবত্তা  
 তব, অগ্রথা অখণ্ডনীয়, নিন্দাবাদ  
 মুছ এ গুরুর । এই পরীক্ষামণ্ডপে  
 দিয়ে অশ্রান্ত প্রমাণ তার, পক্ষপাতে  
 দোষহুঁষ্ট অধ্যাপকে, রক্ষা কর পাপে,  
 উদ্ধত অভিসম্পাতে ।

অজ্জুন ।

ক্ষমা কর গুরো,

ক্ষমা কর শিষ্য-পরিবারে ; দ্রোণ তুল্য  
 কোথা গুরু আর ? হেরি কেন শুভ্রানন

মনস্তাপে রক্ত কোকনদ ? কে হুঁতগা  
 বুদ্ধসিংহে করে গুপ্তাঘাত ? জানে নাকি  
 গলিত সে নখ-দন্ত-তলে, হিংস্র শিশু  
 নরখাদক রহে কে ? আজ্ঞা দিন গুরো,  
 বহুল শস্ত্রশাখার কি গুণাকর্ষণে  
 অর্জিব বীরেন্দ্রোপাধি ; এই ঐন্দ্রবাণে  
 সৃজিলাম কাদম্বরী-ঘটা—ক্ষণপ্রভা  
 গ্রাসিল দিগন্তরালে ; অহো বিদরিছে  
 নভঃস্তল শত বজ্রাঘাতে । বায়ব্যাজ  
 এড়িলাম নিবারিতে আসন্ন প্রলয়ে,  
 প্রকাশিল মুক্ত ভানু ওই নীলাকাশে ;  
 হের শ্বেন পক্ষী, পক্ষপাটে বেগবান,  
 ধায় মুক্তপথে ; সন্ধানি অব্যর্থ বাণে  
 নিপাতিত শূন্য-সমালয়ে ; ধনুর্বেদে  
 ঔষধি-ইষু সন্ধান, মৃত বিহঙ্গমে  
 দিহু মৃতসঞ্জীবনী ; পুনঃ শ্বেন ওড়ে ।  
 হের এ কালামি-শেল ; মহাজ্ঞ কিরীচ,  
 মন্ত্রপূত ছোটে বহ্নিমুখ, দাহমান  
 পর্বত-বিদারি ; হের এ কোশিক-শূল,  
 বিদীর্ণ নরকাসুর শোণিত তৃষালু ;  
 হের শবভেদী, জীবনে অক্ষতিকর,  
 দিলে যা আচার্য্য মোরে, একলব্য



গঠিত নিভৃত তপে গুরু-অর্চনায় ।  
 হের এ ব্রাহ্মিকা, অমর-প্রাণঘাতিকা ;  
 হের বিস্মটিকা, কুপিতা শীতলা দেবী ;  
 ছোট্টে বিষধরী, হের এ বাড়বানল ।  
 যে কেহ সভাস্থ আছ, বিনা ভীষ্ম-দ্রোণ,  
 ক্রপ, শ্বেহাগ্রজ ভীম, দ্রাতঃ শূষমজ ।  
 অর্জুন-প্রতাপাদিত্য ক্ষাত্রবীর-বলে  
 করে আমন্ত্রণ ; একা বা সজ্জের বলে  
 অর্জুন বল-পরীক্ষা চায় সবাকার  
 যে কেহ বীর্য্যাভিমानी হও অগ্রসর ।

( কর্ণের প্রবেশ )

কর্ণ । কে রে ! অর্ক্ষাচীন হুঃসাহসী রাজপুত ।  
 মিথ্যা-দন্তে উদগার প্রলাপ ; যে বিদ্যার  
 কর বাহাহরী ; বাগাড়ম্বরই তার  
 যথেষ্ট ইঙ্গিত ; তুমি যে শস্ত্র-বিজ্ঞানে  
 প্রতিদ্বন্দ্বী কর আকিঞ্চন—সে বিদ্যার  
 একান্ত অপরিণামদর্শী তোরে হেরি ;  
 উচ্চাঙ্গ শিক্ষার, একান্ত অন্ন-শিক্ষিত,  
 অপাদপে এরঙ-পাদপ ! মদোদ্ধত,  
 রে নব্য পুরুষাবতার, আশ্রমধরী, মূঢ়,  
 দেখি ও ভারত-বংশে পুরুষকল্যাণ ।

এখনো কতটা বয় ; অর্ধ-শিক্ষিতের

হৃদয়-চালিত দস্তে কিছু শিক্ষা দেই ।

অর্জুন । যে কোন সময়-তন্ত্রে, যে কোন আয়ুধে,

সসৈন্যে বা রথারূঢ় হয়ে, আয় বন্য

মিটাই হুয়াশা তোর ; বিচিত্রবীৰ্য্যের

শোণিতঝঙ্কার শুনে যা রে আগন্তুক ;

শোনোনি যা জীবনে কখনো ।

কর্ণ ।

শুনিনি যা,

সে শব্দ অথরে নাই ; ওরে অকিঞ্চন !

আমি যে ধনুকে শিক্ষা করেছি শস্ত্রের,

বিজয় তাহার নাম ; সে গুণ-টঙ্কারে

মুচ্ছিল একবিংশতিবার ক্ষত্র-যুগ ।

আয় তোর বৃথা দস্তে করি বজ্রাঘাত,

মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিই শিক্ষা সাহসের !

ভীষ্ম ।

কে রে রস-ভঙ্গকারী, প্রকৃতি অদ্ভুত !

সম্ভা-কক্ষতলে, অশিষ্ট বানানুবাদে,

করিস্ সোয়ান্তি ভঙ্গ ! ওরে নবাগত

কিবা নামধেয় তুমি, কোন্ কুল-জাত ?

রণ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কার অন্তেবাসী

হয়েছিস্ সমরে স্নাতক ! ওরে নব্য

দাও সত্য পরিচয় ? অতঃপর বীৰ্য্য

তব হবে দর্শনীয় ।

কর্ণ।

জন্ম-পরিচয়ে,

হতপুত্র আমি গাঙ্গেয়। ছাত্র-জীবনে,

রণবিদ্যা বৃহস্পতি পরশুরামের,

শিষ্য অন্যতম ; পরিচয় এ নবোন্নত

আরো কিছু দিবে অন্য স্থানাম কর্ণের।

বীর্যের সাহস বলে, নিম্ন অজ্ঞাতের,

পরীক্ষা আগ্নেয় স্তূপে ; কুঙ্গকুলদীপ !

পরীক্ষার্থী আমিও সভ্যের ; আজ্ঞা দিন

দণ্ডিও অত্যন্ত শিক্ষা-উদ্ধত যুবকে।

কৃপাচার্য্য। আরে তু সারথি-পুত্র, ভারত-সম্রাট

পুত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে, মূর্খ, চাস্ ?

রঙ্গমঞ্চ নহে এ মল্লের, ক্রীড়াক্ষেত্র

এ নহে বাল্যের ; তুমি যে আত্মগোপনে

লুপ্তিলে ভার্গব-ধনে, দুরদৃষ্টক্রমে,

আজি তা বঞ্চিত হয়ে এগেছ এখানে।

বিনা রাজপুত্র কেহ এ রঙ্গমহলে,

হয় না নাট্যাভিনেতা—বুঝ রে অস্বভাব।

ভীষ্ম।

ওরে মূর্খ, পাশগু বঞ্চক ! সার্কভোম

রণাচার্য্যে করেছ বঞ্চনা ; দণ্ডযুখে,

আসিয়াছ লোকালয়ে নিতে বাহাহরী

সেই চৌরাজ্জিত ধনে করি ভোজবাজী।

দ্রুপদ্যোজন। এ কি অন্যায় নিয়তি ; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে,

সবাই তুল্যাধিকারী । আশ্র-প্রতিষ্ঠায়,  
বর্ণগত বৈষম্যের প্রয়োগ নিষেধ ।

কুসংস্কারে মোহাচ্ছন্ন হ'লেও প্রাচীন,  
ঈদৃশ পরীক্ষা-ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের মুখে,  
বীরের অন্ত্যজ সংজ্ঞা নহে সমীচীন ।

বীর যে, সেই ত মান্যে রাজ্যের প্রধান,  
জাতির শীর্ষস্থানীয় ; উচ্চ-নীচ-ভেদ,  
নিকৃষ্ট সামাজিকতা, বলীর বিজ্ঞপ ;  
বিদ্যালয়ে মানদণ্ড নহে যোগ্যতার ।

কর্ণ ।

ক্ষত্রিয় স্বভাবে এই স্বজাত্যভিমান,  
এত যে নিয়মধর্মী, অগ্রে কে জানিত ।  
শুনিতাম বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের  
জন্মি বহির্ভাগে, তবু দ্বিজের নিষ্ঠায়,  
পালিয়া স্বভাব-ধর্ম হইল ব্রাহ্মণ ।

কিন্তু এ ক্ষাত্র-কৌলীতে কুল-নিষ্ঠাচার,  
দেয় না নীচ-জাতিকে স্বযোগ্য আসন ;  
সেটুকু সম্মান, প্রাপ্য যা গুণাত্মসারে ।

এ ক্ষাত্র মন্ডলের দাতব্য প্রণয়সাপত্রে,  
কি হবে আমার ? ওই আশ্রমস্তরী দণ্ডে,  
রাখিব স্মরণ-পথে, দেশে বা বিদেশে,  
যখনি দেখিব কোথা, ওই নপুংসকে  
তখনি ভাজিব ওর নির্বিষ দশনে,

চলিলাম রেখো মনে কর্ণের শপথ ।

ও কৃপমণ্ডকে আমি দেখাব জগত ।

হর্যোধন । কেন এ বৈষম্য হবে ? নিম্নুকূট শির,  
যদি না আতিথ্যযোগ্য, তবে অভ্যাগতে  
মুকুটের দিহু অঙ্গীকার । যাও বীর  
এবার সঙ্কল্প-সিদ্ধ হও ধনুর্ধর ।

ভীষ্ম । বৎস, এ কোরব-গৃহে শিক্ষিত কলার,  
একটা নাটকমঞ্চ—এ রঙ্গভূমির  
কুশীলব দ্রোণ শিষ্য কুরুসম্প্রদায় ।  
দেবেন্দ্র হ'লেও কেহ ? এ রঙ্গমঞ্চের  
হ'তেন অযোগ্য নট ! তোমার ইচ্ছায়  
তথাপি দিতাম আজ্ঞা, যদি না অশুচি  
আনিত চৌর্যের বুলি দস্তে মাথে করি ।

অর্জুন । দিন গুরো ইঙ্গিত অনভিপ্রেত ! দাহ !  
দিন তুচ্ছ প্রত্যাদেশ—দেখি ও দস্যুর  
কত শক্তি পাশব-বলের ; দ্রোণ-শিষ্যে  
ভাবে যে অগ্নিশিক্ষিত—সে ভ্রান্ত-বুদ্ধির  
নিশ্চয় মস্তিষ্ক উষ্ণ । এ রঙ্গমঞ্চের  
প্লেবোক্ত অভিসম্পাত নহে মার্জনীয় ।  
আয় বশ্য নবাগত, মাতৃঘাতকের  
কতটা বল-বিক্রম পেয়েছ দেখিব ;  
যা নিরে কোরব-গৃহে তুচ্ছ মনে ভাব ।

কুপাচার্য্য । স্থানান্তরে হতে পারে, এ রঙ্গ উৎসব ;  
এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয় ।

ভীষ্ম ।

অরে সূতাত্মহ !

যে শিক্ষার কর তুমি এত অহঙ্কার ;  
সে শৌর্য্য কোরব-রক্তে নহে অজানিত ।  
গেছে সে যুগান্তরালে, অস্তারুণ-লোকে ।  
ষেটুকু রক্তিম। ছিল—এই ভীষ্ম-করে  
হয়েছে তা কালিমাচ্ছাদিত । সে গরিমা  
এখন প্রাগৈতিহাসিক—সে ভুল-বিভ্রমে—  
মতিচ্ছন্ন হয়ে যদি হেথা এসে থাক,  
এখনি অস্পৃশ্য সূত ! দূরীভূত হও ।  
কর্ণ । হাঁ যাই ! যাবার পথে ভীষ্মে ব'লে যাই  
এ বংশ করিব ধ্বংস ।

[ প্রস্থান ।

দুর্য্যোধন ।

জাতির দোহাই

দিলেন গাঙ্গেয় আজ আতিথ্যাপমানে ;  
যাই “দাছ” সভাস্থল স্নেহে অঙ্ক আজ ;  
বিচারে কার্পণ্য বড় ।

[ দুর্য্যোধনের প্রস্থান ।

কেন দাছ হ'লে,

সংশয়ে বিক্লিপ্ত চিত্ত, আড়ষ্টাভিভূত ?

নাহি কি কেহই কুরুপাণ্ডব-মহলে  
 সমরে অকুতোভয় হত' যে কর্ণের ।  
 ভীষ্ম । তুমিই একাকী শক্ত ; ভাব কি কুমার,  
 রণবিজ্ঞা শাঠ্য-অনুগতা ; বঞ্চকের  
 বিলাস-নর্তকী ; জয়শ্রী স্বয়মৌখরী ।  
 সে তার ভক্ত-বাৎসল্যে অক্ষয় বরের  
 দেয় ঢেলে আশীর্বাদী মালা, যশোহার ।  
 সে চায় নৈতিক বলে রক্ষিত দুয়ার ।  
 দ্রোণাচার্য্য, আর কিছু আছে অতঃপর ?  
 দ্রোণাচার্য্য । আছে আত্মজের প্রদর্শনই বাকি, আরো  
 অবশিষ্ট কুমারের ; কিন্তু আমি আর,  
 পারি না সময় ক্ষেপ করিতে অসার ।  
 সভাস্থ গুহুন, আত্মনিবেদন আজ ;  
 শিক্ষাব্রত-দক্ষিণাস্থ উত্থাপনযোগে,  
 আছে যা যাচিঞা-যোগ্য ; বৃত্তি রাজকীয়,  
 দেহ যা অভিভাবকস্থানীয় গাঙ্গেয়,  
 পারিশ্রমিক হিসাবে, সামান্য সে সব ।  
 মোর মন্ত্রশিষ্য যত গুরুদক্ষিণার,  
 একটা বিলি-ব্যবস্থা কর অচিরাতঃ ;  
 যে লোভে এসেছি আমি এই দীর্ঘপথ ।  
 অজ্জুন । গুরুজী, কি আছে দেয় ? যদি সাধ্য হয়,  
 শিবোন্নয় প্রাণান্ত চেষ্টা, শতশীলতার,

এখনি তা করণীয়। অবিলম্বে দাস  
 প্রস্তুত মহত্‌গুরু প্রাপ্য নিবেদনে।  
 দ্রোণাচার্য্য। স্নেহাশিস্ লহ পুত্রাধিক ! প্রিয়তম !  
 এ দিনের প্রতীক্ষায়, দশম বৎসর  
 দীর্ঘ, রহি কুরু-বৃষ্টি-ভোগী। দ্রোণভূজে,  
 ছিল যা ভার্গব-ওজঃ, নিঃশেষে তোমায়,  
 করেছি সমস্ত দান। শিক্ষিত তরুণ,  
 একবার জাগ রে ভারত ; ক্ষত্রবল্লু  
 তিরস্কৃত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ; হেয় জ্ঞানে,  
 প্রবলের প্রভুত্ব-দাপটে ; মুহম্মদ  
 কশাঘাতে কর প্রতীকার ! গুরুদ্রোণ  
 তবে, ম'লে মুক্ত হবে ; নতুবা ফিরিবে,  
 পুনশ্চ নব-যৌবনে মস্তকের সাধনে।  
 অর্জুন। কে সে, বন্ধুদ্রোহী ক্ষত্রাধম ? বিজ্ঞাতম  
 দ্রোণে যে হিংসিল ব্যভে ;

দ্রোণ।

পাঞ্চাল-ভূপাল,

ছিল সহপাঠী মোর গুরু-গৃহবাসে।  
 হ'ল বন্ধুত্বে প্রণয় ; দিল অঙ্গীকার,  
 যদি সে পাঞ্চাল-ভাগ্য-বিধাতৃপদের  
 কভু অধিষ্ঠাতা হয়, তবে সে রাজ্যের  
 অর্দ্ধাঙ্গ আমায় দিবে মূল্য প্রণয়ের।  
 মোর কুটচক্রে, আরো কত কুমন্ত্রণা—



শাণিত বিস্তায়, যবে সে দ্রুপদ-যুবা  
 রাজমঞ্চে পেলে স্বাধিকার ; প্রতিদান  
 দিল সে, চিন্তের অদ্ভুত পরিবর্তনে,  
 নিদারুণ ব্যথা ; কহিল ঘৃণিত ব্যঞ্জে  
 “ওহে, চীরবাস দ্বিজ ! এটা রাজগৃহ ;  
 যথেষ্ট আকাশ-স্বপ্ন বিলাসে উল্লাস-  
 করণে বাক্যের মূল্য হেথা কারাবাস ।  
 দারিদ্র্য রাজসম্পদে কোথা মৈত্র-রাগ  
 সম্ভবে, জান না দ্বিজ, এ বড় বিক্ষোভ” ।  
 বৎস—তাই এ দ্রোণের গুরুদক্ষিণার,  
 এত প্রয়োজন ; নিরোধি পাঞ্চাল-বলে,  
 যে বন্দী দ্রুপদে, মোরে দিবে উপহার ;  
 সে গুরুদক্ষিণা দিয়ে হবে সোমভাক্ ।

অৰ্জুন । করি এ প্রতিজ্ঞা গুরো ! স্বভ্রাতৃমণ্ডলে  
 পরিবৃত্ত, অথবা একাকী, নিরপেক্ষ,  
 এ চাত্তপক্ষের মধ্যে দানিব দক্ষিণা ;  
 নতুবা অভক্ষ্য ভক্ষ্য হবে অৰ্জুনের ।

দ্রোণ । এ দৃঢ় শপথ-পত্র অর্হেক পূরণ,  
 দ্রোণেচ্ছার । পরিতুষ্ট হলাম কুমার ।

ভীষ্ম । কোরব-কুমারসজ্জ ! এখনি সৈন্তের  
 কর গে পরিচালনা পাঞ্চালাভিমুখে,  
 দিতে পৃষ্ঠপোষকতা পার্থ অভিযানে,

কৃতসঙ্কল্প পালনে । মোরা বুদ্ধগণে,  
 নির্লিপ্ত রহিব, স্পষ্ট বিশ্বাস লভ্বনে  
 সন্ধিপত্র সততায়—যাও অরিন্দম !  
 ভবিষ্যত ভারত-প্রদীপ ! পরীক্ষার  
 রঙ্গমঞ্চ হ'তে রক্ত-সমরমর্দনে ।  
 এখনি তৈরব-বীৰ্য্যে হও আশ্রয়ান,  
 অদ্যকার মত সভাভঙ্গ হ'ক তবে ।

[ সকলের প্রস্থান ।



## ষষ্ঠ সর্গ

স্থান—হস্তিনাপুর রাজপথ ।

সময়—মধ্যাহ্ন ।

( কর্ণের প্রবেশ )

কর্ণ ।

ওই দর্পে, কোরবের বিলাস-মন্দির,  
ফাল্গ-তেজে উদ্ভাসিত, বীর্যের ভূধর,  
যশস্বীর পুণ্য নিকেতন ! ওই হর্ম্যে,  
বর্জিত হইত শিশু, আসিত যতপি,  
সীমন্তিনী গভিনী দোলায় । তুঙ্গ-শৃঙ্গ,  
প্রত্যেক সোধের চূড়ে, গর্জিত কেতনে,  
বাখানিছে পূর্বতন পুরুষ-গরিমা ।  
উচ্চাকাঙ্ক্ষা জলে চারিভিতে ; রে হস্তিনা !  
কর্ণেরে দিয়াছ তুমি যে অবমাননা,  
সে দিনের রঙ্গালয়ে, তার প্রতিশোধ,  
কি হ'তে পারে তা জান ? ও স্বর্ণ-পুরীর,  
প্রধান বরিষ্ঠ ভীয়ে শ্মশানস্থ করি,  
বংশনাশ করিব পশ্চাতে ; পুতিগন্ধি—

মশানের নথ ছবি, ফোটা ব নগরে ।  
 তবু মণ্ডলাধিপতি স্মৃতি-সোধতলে  
 অগ্নি দিতে প্রাণ নাহি চায় ; কি করিব,  
 ক্ষমা ক'রো বীর্যের সমাধি ! কর্ণ আমি,  
 জাতিচ্যুত হত ; লাজিত, পতিত আমি ;  
 দীন আমি, দম্য আমি, অশাস্তি বিপ্লব,  
 সংসার চাহে না মোরে, চাহিল না মায়ে,  
 প্রিয়-শিষ্যে বিভাড়িল রাম ; তুমিও ত  
 চাহ নাই কোন দিন, রে সুন্দরী পুরী,  
 কর্ণের স্বদেশ-সেবা ? তবে কেন আমি,  
 ক'রে যাব প্রাণপণে সবার পোষণ,  
 পরক্ষণে করে যারা রৌদ্র উপহাস ।  
 না না, আমি লব এর তীব্র প্রতিশোধ,  
 কুরুক্ষেত্রে বসাব শ্মশান । ওই পিতা  
 ভগবান জগত্-প্রস্থতি ! রক্ত-চোখে,  
 করেন ভৎসনা ; সূর্য্যপুত্র ডরিবে কি  
 বালক অর্জুনে—যদিও গাঙ্গেয় থাকে  
 পৃষ্ঠপোষণে তাহার ? কে আসে অদূরে,  
 বামন ব্রাহ্মণ-বটু । ক্ষিপ্ৰপদভরে,  
 অগ্নি-শিখা বলসে শরীরে ; শ্রামকাস্তি-  
 নীলকাস্তমণি ; কিবাদের দ্বিজবর ?  
 ব্রাহ্মণ ! স্বয়মগত পদে নমস্কার ।

( বালকবেশী ব্রাহ্মণের প্রবেশ )

ব্রাহ্মণ । হে বীরভূষণ ! পার কি বলিতে মোরে ?

রাজগৃহ রহে কতদূরে ? ভিক্ষাবুলি,

জীবিকা-সম্বল ; দান লব রাজগৃহে ।

কর্ণ । ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ ! প্রতিগ্রাহী হও যদি

দাতৃ-ভরসায়, নাহি ইতস্ততঃ কর ;

তবে জন্ম-সহজাত স্ববর্ণকুণ্ডল,

স্বতপুঞ্জ দানিছে তোমায় ; লহ দেব ।

এ ভিক্ষাবৃত্তির দৈন্তে করিতে নির্লোপ,

যত্নপি অসত্-প্রতিগ্রাহী হও বিজ্ঞ ।

পার্শ্বে ওই রাজগৃহ শোভে স্বর্ণচূড়,

বিস্তৃত যোজন-পথ, যমুনাগুলিনে ।

ব্রাহ্মণ । উচ্চদান বটে ! কিন্তু যে ভিক্ষার বুলি,

বৈদেহিনু ব্রহ্মচর্য্যে তপ্তলকণায়,

তাহাতে স্ববর্ণদীপ্তি, রত্নোজ্জ্বল ভাতি,

সন্দেহী চক্ষের বালি চবে, জনপদে ;

দেখি সে কনককাস্তি কক্ষাট কোটাল,

তখনি ধর্ম্মাবতারে—দিবে উপহার ।

ব্রাহ্মণ-সেবায় রত্নদানে ইচ্ছা হয়,

চাই আমি ধরণীর প্রকৃষ্ট নীলায় ;

পার কি হে দিতে মোরে, স্বতের তনয় ?

কর্ণ । কিন্তু সে যে প্রতিজ্ঞায় করিয়াছি দান ।

হে ব্রাহ্মণ ! যদি কভু হৃদের নন্দন,  
ভার্গবের শিক্ষা-তপে, পারে অর্জিবারে  
সে মণি-কাঞ্চন, রাজপুত্র সুষোধনে ।  
তদ্ব্যতীত আর কিছু থাকে চাহিবার,  
কর্ণ তোমা দেবে স্ননিশ্চয়, দ্বিজোত্তম !  
সদ্বিচ্ছা দাসের প্রতি করুণ বিধান ।

ব্রাহ্মণ । দান-বীর ! আপাততঃ প্রয়োজন আর  
নাহি দেখিতোছ, অথ আছে চাহিবার ;  
ব্রাহ্মণের করি বাক্যদান, একদিন,  
আতিথ্যসংকার কিছু করিব গ্রহণ,  
দানেঙ্গুর গার্হস্থ্য সেবার । যা যাচিব  
চাই কিন্তু মোর ; অস্বীকারে ব্রহ্মতেজে  
ভস্মীভূত হবে । এ বহুক্ষতির পথে,  
স্বল্প পুণ্য-লোভে, আছ কি প্রস্তুত হত ?  
অদ্বকার মত তবে যাই রাজগৃহে,  
দেখি অভূক্তের ভোজ্য ছোটো কি কপালে !

কর্ণ । আমন্ত্রণ নিবেদিতু তোমায় ব্রাহ্মণ ।  
যে দিন যে ভাবে যাবে, চিনি বা না চিনি ;  
আমরণ হস্তিনায় রব যদবধি ।

[ ব্রাহ্মণের প্রস্থান ।

( স্বগতঃ ) কেবা ওই তরুণ ব্রাহ্মণ ! শরতের

চান্দ্রভাস, শ্রীমুখের সুধাংশু বিতরে ।  
 দ্বিজপুত্র ! অথচ কপোল-চুমে কেশ-  
 বিনায়িত ; জয়গলে ভঙ্গী মাতোয়ারী ;  
 বিজলী-উজ্জল বপু, বন্ধিম চাহনি,  
 ব্রহ্মচর্য্য-পরিচয় দেয় না কোথায় ;  
 অথবা সে কাঠিগের রেখা উঠে নাই !  
 যত্নে অভ্যাসিত, যেন শৈশব বয়ানের,  
 অতর্কিতে মৃদুমন্দ হাস্তমুট হয় ।  
 সহজে চলিয়া গেল, কিন্তু মোর বৃকে,  
 ঢেলে গেল বিজিতের স্নানীর্ঘ নিঃশ্বাস ।  
 জানি না কতই হেন, ব্রাহ্মণ-বন্ধলে,  
 ঘুরিতেছে ভয়দূত, ছুরভিসন্ধির ;  
 কর্ণে করি উপহাস, কে তুমি ব্রাহ্মণ !  
 অজ্ঞাত নিগূঢ় স্বার্থ, করিলে সাধন ?  
 কর্ণে প্রতারিয়া কে রে গুণী বিষহরী,  
 গোখুরায় করিলে গ্রহার ; ফেনায়িত  
 বিক্ষুব্ধ ভুজঙ্গ গর্ভে করিলি প্রবেশ ?  
 হে অজ্ঞাত, মহিমামণ্ডিত । যদি পাই  
 তোমারে আবার ? ভিক্ষুকের চীরবাসে,  
 অথবা সে তন্মাত্রার নিগূঢ় স্বরূপে,  
 বুঝাইবে কর্ণ তোমা, কারে প্রতারিতে,  
 এসেছিলে শ্রামরূপ ! কে তুমি রমণী ।

( কুন্তীর প্রবেশ )

কুন্তী ।      কে তুমি রমণী !    ওই শুন রে জগত্,  
জিজ্ঞাসিল পুত্র মায়ে, কে তুমি রমণী !  
আমি কিন্তু দূর হ'তে সারূপ্য স্মরণে  
চিনেছিহু পুত্র-পরিচয়ে ।    এ দুর্ভাগ্য  
মায়েরা পাইনি কেউ কুন্তী রাঁড়ী বই ।  
পুত্র মায়ে সন্মোদিত কে তুমি রমণী !  
আয় মা'র কোলে, আরে-রে অবোধ ছেলে,  
মায়ে তোর চাহ না চিনিতে ?    জ্যেষ্ঠাত্মজ,  
অকালে আসিয়া ভুলে গর্ভের কারায়,  
লজ্জার জঞ্জাল হ'লি, কৌমার-হিয়ায় ।  
বালিকা-সুলভ ভয়ে করিলাম ত্যাগ,  
অজানায়—জানিতাম সূর্য্যের তনয় ।

কর্ণ ।      হাঃ ! হাঃ ! দেবী ;    স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে তোমার !  
আমি যে সূতের সূত, ক্ষত্রী মহাদেবি !  
অৰ্জ্জুনের আমৃত্যু অরাতি ;    জানি, আমি  
পৃথা-গর্ভে সূর্য্যের তনয় ;    আরো জানি,  
পরিত্যক্ত গর্ভধারিণীর ।    যে জননী  
করে ত্যাগ শিশু স্নকুমারে ;    যে মাতৃহ—  
ভুলে যায় স্নেহের নির্য্যাসে ;    নবক্ষীরে  
উজ্জ্বলিত, স্তন-যুগ্ম হ'তে প্রতারিত,



করি সদ্যোজাতে—যে প্রস্থতি শিশু মারে,  
 আপনার কুমারীহে রাখিতে বজায়—  
 অভিজাত-বংশ-বধু-পদ-লালসায় ;  
 সে শীলায়, कह দেবি, কেমনে সম্ভান,  
 মাতৃপূজা করিবে বোধন ? সে মাতার  
 মাতৃযুতি ফোটে কি কোথায় ? কে কোথায়,  
 এরূপ হুঃস্থপ্ন-বার্তা করেছে শ্রবণ ?  
 মাতৃ-কোল সম্ভানেরে দেছে বিসর্জন,  
 স্বেচ্ছায় মরণে তুলে ; ফিরে যান গৃহে ।  
 শুনে যান, শুধু মাত্র মায়ের দোষেতে,  
 অবিমিশ্র মাতৃ-অপরাধে, কর্ণ আজ  
 জগতের ঘৃণ্য, নথ, ত্যক্ত, অনাহূত !  
 অং কি কহিব মাতা, নহ কি লজ্জিতা ?  
 মাতৃকণ্ঠে ত্যক্তপুলে করিতে আহ্বান ।  
 কিস্তী । কি বলিব পুত্র তুই মোর । কুরু-বধু  
 করে কি আহ্বান কারে হুঃখিনীর বেশে—  
 তার লজ্জা-সম্ভ্রমের দায়িত্ববহনে ?  
 কি করিবি কর্ণ তুই ? এখনো শ্বশুর—  
 গাঙ্গেয় জীবিত আছে—অভ্যুদয়শীল  
 অর্জুনে, অভয়-রক্ষা কবচ-বেষ্টনে ।  
 এখনো পুত্রের শিরে দেই নাই ভার,  
 সজীব শ্বশুর-শাখা রক্ষিতেছে দ্বার ;

তবে মাতা আমি তোর ; পূর্ব অপরাধে  
কুণ্ঠিতা পুত্রের দ্বারে । আয় কর্ণ, আয়,  
ভুলে যা রে মাতৃকৃত ভীকু হৃষ্টিক্রিয়ায় ।

কর্ণ : মা গো ! কর্ণ তোর এত কি হৃদয়হীন ?

এত কি নিশ্চয় স্নেহশীলতায় ? সে কি  
হৃৎকলতা জননীর পারে না বুঝিতে ?

কিন্তু তোর পুত্রদের রক্তমাগ্নে মা গো,  
ওই ভীষ্ম মোরে, নিতান্ত দুর্ব্যবহারে,  
রুক্মশ্বরে গড়িয়াছে নিশ্চয় পাষণ ।

দেখি তো মা পুত্র তোর, বীজ ভার্গবের,  
ভীষ্মে না কর্ণের শীলে অকুরিত বেশী ?

ভাগ্যের হৃদৈব-চক্রে ভায়ে করে অরি,  
এখন অনগ্রোপায়—বন্দী শপথের,  
কি করিতে পারে কর্ণ, সংকল্প ব্যথিছে ।

কুন্তী : কিন্তু এ কি অদ্ভুত কাহিনী ? মিথ্যাশ্রমে

নিতান্ত অস্বাভাবিকী—জ্ঞাতি-শত্রুতায়,

ভীষ্ণবাণে ভ্রাতৃরক্তে করিবে মোহন ?

যেই ভাই শোণিতে অর্ধ-অংশীদার,

যে ভাই আশ্রম-মৃগ ভিক্ষু করুণার ;

বাল্যের সহজ-স্নেহে প্রবিভক্ত ব'লে,

সেই ভায়ে শত্রুভাবে করিবি নিধন ?

আর আমি মা'র চক্ষে করিব দর্শন ?

বীর-পুত্র প্রসবের এই ত সুসার ;  
 ক্ষত্রী যাহা শিবপদে বর মেগে লয় !  
 কর্ণ মোর জ্যেষ্ঠ সূত, ভীষ্মে যে অতীত ;  
 ধর্ম্মের নিগূঢ় পন্থী, মধ্যম কুমার ;  
 তৃতীয় গর্ভজ ভীম, হরন্ত ক্ষত্রিয় ;  
 সর্বোত্তম কৃষ্ণসখা কনিষ্ঠ দুলাল ।

আরো দুটি স্নেহের শাবক, নারীজন্মে  
 অক্ষয় সুবর্ণ-গৃহ গড়েছে আমার :  
 বল কর্ণ, এ দর্পিতা পুত্রবতী নারী,  
 রবে কি পরের ঘরে লাক্ষিতা যবনী ?  
 অদিতি ছিলেন যথা দ্বিতিজ-বন্দিনী ।

কর্ণ । শুন মাতঃ ! আজি মোর মস্তিষ্ক বিকৃত ;  
 প্রতিজ্ঞায় অন্ধ আমি, তুমিও জননী,  
 মাতৃ-বাক্য ত্যজি বা কেমনে ? মহাপাপ  
 স্পর্শিছে আমায় ; দুই গিরি-সঙ্কটের  
 মালভূমে তুলিয়া প্রাচীর ; কর্ণ রথী,  
 আপন বৈশিষ্ট্য মাতঃ করিবে রক্ষণ ।  
 শুন মা গো, এই মনঃসকল এখন ;  
 পঞ্চপুত্র-মাতা তুমি রবে, হয় জ্যেষ্ঠ,  
 নয় তোর সর্বোত্তম জীবনান্ত হবে ।  
 গিয়াছে জনৈক সাধু, এই অলক্ষণ  
 ব্রাহ্মণের দ্বাদশী-ভিক্ষায় । যাও মাতঃ !

ছয়ায়ে স্বয়মাগত মঙ্গল উদ্ভিত ।  
 চলিল সন্তান তোর মন্ত্রণা-আগারে,  
 কতক্ষণে হস্তিনায় রক্তনালা ভরে ।  
 কুন্তী । এই তোর শেষ বাণী নিশ্চয়-সন্ততি ?  
 মা'র কাছে শ্লেষকণ্ঠে করিলি উদ্গার,  
 একপুলে যমপুরে পাঠাবি নিশ্চয় ।  
 শোন্ মাতৃ-অভিশাপ, কর্ণ রে নির্দয় !  
 নিজপুলে নিজহস্তে করিবি হনন,  
 তবে এ কুন্তীর প্রাণে হবে শান্তিলাভ ।  
 যাই ফিরে ; ভেবেo কিন্তু বিশ্রামাবসরে ।  
 কর্ণ । কি আর ভাবিব মা গো ? অভিশাপ-রোগে,  
 রাধেয় ভাবে না আর মস্তিষ্ক-পেষণে ?  
 ওটা হয়ে গেছে মোর চক্ষের দোসর,  
 জন্মাবার দিন হ'তে, রব যদবধি,  
 তদবধি অভিশাপ রহিয়া পশ্চাতে,  
 কর্ণ অভ্যাদয়-মুখে সিংহদ্বার তুলি ;  
 বিজ্ঞার অর্জিত বীর্য্যে করিবে নিষ্ফলা ;  
 উন্নতি-প্রতিবন্ধক হয়ে প্রতিপদে,  
 মানুষের অমরত্বে রাখিবে বঞ্চিত ।  
 জানি মাতঃ, শেষ নতি লহ অভাগার ।

( নমস্কার )

কুন্তী । আয় কর্ণ, নে রে মা'র ব্যথিত আশ্বাস ;

মাতৃকণ্ঠে অভিষাপ দেছি যা সন্তানে,  
হোক তা নির্যালাভূত আশিস্ মঙ্গলে ।

[ প্রস্থান ।

কর্ণ ।      রে বিধাতঃ ! নিশ্চয় দারুণ ! কর্ণে কেন  
গড়িয়াছ তিক্ত উপাদানে ? স্নেহাশিস্  
জননার দিলে না আশায় ; লোকে যাহা  
আকর্ষণ হুঁভাগ্য লয়ে, ভুঞ্জিছে জগতে ;  
ভ্রাতৃ-প্রেম কেড়ে নিলে, বিচ্ছেদ ঘটালে,  
বিশ্বজয়ী শ্রীগুরুর শ্রীচরণামুতে ।  
তোমার ভাঙারে আছে যত অভিষাপ,  
কুটিল, কুৎসিত, কূট, বিষাক্ত, বিষাদ,  
কর্ণে তা ভরিয়া দেহ । শুধু এ হৃদয়  
কেন রাখ অচল অটল ? মেরুবক্ষে  
কেন বা ভাতিছ তুমি, পাষণ কঠোর  
কর্তব্যের স্বাধীনতা রক্ত-মবনিকা ?  
এস সখে ! পথযাত্রী তোমারি মন্দিরে ।

( হর্ষোদ্যমের প্রবেশ )

হর্ষোদ্যম ।      শুনি সমাচার এক ব্রাহ্মণের মুখে,  
আসিয়াছ বজ্রবর ; এসেছি ছুটিয়া ।  
অশান্তি বেড়েছে বড় তোমারে লভিয়া ;  
না পারি থাকিতে একা আর গৃহকোণে ।

সমগ্র কৌরবসেনা পাঞ্চালাক্রমণে  
নগরবহিঃস্থ আজ ; প্রাচীর-বেষ্টনে,  
এ সময়ে নিরুৎসাহে থাকি—মর্শাস্তিক  
নিঃস্বার্থপরতা । তাই তব সঙ্গাশায়,  
ছিলাম উদ্বিগ্ন-চিত্ত ; এসেছ যখন,  
চল শোর গৃহেতে ধীমান্ ; অতঃপর  
কর তব বাসাগার মন্দির আমার ।

কর্ণ । আয়ুয়ন্ ! অজ্ঞাত-স্বভাব-শীলে—আর  
জান না কিছুই যার রহস্য বীৰ্য্যের ;  
অযুক্ত অপরিচিতে করি বাক্যদান,  
পারিবে কি অন্ধভাগ্যে করিতে বরণ ?  
নির্বিচারে মোরে যদি চাহ নররায়,  
তোমার গৃহেতে গৃহী রহিব ধরায়,  
যতদিন দুঃসঙ্কল্প অসিদ্ধ না হয় ।

দুর্যোধন । আমি যে তাহাই চাই ; দুঃসঙ্কল্পালয়ে,  
হুরাশা হৃদমনীয়া সমাদর লভে ।  
যেক্রমে থাকিতে চাহ, থাকিবে সেক্রমে ;  
শুন সখে ! চাই শুধু সখ্য প্রণয়ের ।  
তোমার রঞ্জন যদি হয় প্রয়োজন,  
তাজিতে স্বভাবান্বীয়ে, তখন তাজিব ।

কর্ণ । তবে শুন সখে, অন্ধ অন্তরের কূপে,  
লুকায়ে বা রেখেছি দুর্নীতি ; যে উদগার,

একদিন ভস্মিবে নগরী । গুন সখে,  
 সে ধূত্র আঘ্নেয়-স্তূপে ধাতুদিগরণের,  
 প্রথম বর্ষণ দিবে ভস্মিতে পার্থের,  
 উদ্ধত কৈশোর তনু ; সে ভস্মাবশেষে,  
 ভীষ্মের স্তবির অস্থি দিব গঙ্গাজলে ।  
 প্রথমাক্ষে শত্রু ওই তৃতীয় পাণ্ডব,  
 উহার দমনাকাজ্ঞা, কর্ণের উৎসব ।  
 চল সখে, যাই তব গৃহ-আচ্ছাদনে ।

দুর্যোধন । আমরাও ওইটি লক্ষ্য, মন্ত্রের সাধনে ;  
 চাই সেই অতিকায় ; যে পুরুষাকার  
 সম্পূর্ণ নিযুক্ত রয় পার্থের দমনে ।  
 উহারি হুশ্চিন্তা চিন্তে নরকাগ্নি জ্বলে ।  
 উহারি বিজ্ঞেতা ভাগ্য-বিধাতা এ ভালে ।

কর্ণ । হুয়াশা হুর্নীতি আজ মিলিল সঙ্গমে,  
 বাহিতে পুণ্যের তরী বৈতরণী পারে ।  
 আমাতেও হুঃস্বপন স্তুঃস্বপন হবে ।

দুর্যোধন । চল সখে, যাই মেরা পাঞ্চানাভিমুখে ;  
 ভীষ্মের আদেশে স্পষ্ট অমান্তকরণে,  
 জনক পড়িবে বড় নিন্দিত পীড়নে ।

কর্ণ । চল সখে, বিশ্রাম-আগারে । অতঃপর  
 সর্কদিক্ রক্ষা করি হব অগ্রসর ।

• [ উভয়ের গ্রহান ।

## সপ্তম সর্গ

ভীষ্মের বিশ্রাম-কক্ষ ।

সময়—পূর্বাহ্ন ।

ভীষ্ম-উপবিষ্ট ।

( অর্জুনের প্রবেশ )

অর্জুন । গান্ধেয়,—অর্হত্-সজ্জ—স্থবির পুণ্যায়ুঃ,  
কৌরব-গৌরব-রবি ; নমঃ পূজ্যপাদ !  
এনেছি জয়নৈবেদ্য দিতে উপহার,  
পাঞ্চালরাজমন্তক গুরু-অর্চনার ।

ভীষ্ম । এস নবীন স্নাতক ! যথা গুক্রাচার্য্য-  
অধ্যাপিত গুরুপুত্র কচ । গুরুদীক্ষা  
প্রত্যক্ষ ফলদা করি, এস কুরুক্ষেত্রে,  
চন্দ্রবংশ-গুণধর ! শতান্বমেধের,  
ক্ষত্রোক্ত ঘটস্থাপনা করিলে কুমার !  
এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে বাহা আশীর্ব্বাদী আছে,  
নিঃশেষে দিলাম তোরে । যে কুরু-পাঞ্চাল,  
শতাব্দী উপযুপরি, রণ-কোলাহলে,  
নিয়ত রয়েছে ব্যস্ত, সে সীমাংসা-ক্ষেত্র



তুমি উদ্ভাবিলে আজ । রণ-বিজ্ঞাপীঠে  
 শস্ত্রী-উপাধিলাঞ্ছিত ; জাত্যভিমানের,  
 স্বর্ণ-মিনাকে চিহ্নিত ; ধনুর্বেদাচারে  
 রে বিস্ত ! সর্বদাশস্ত্রে ! প্রয়োগবিজ্ঞানে  
 আছে যা গুহ্য রহস্য, কৌশিক-বিশ্রুত,  
 আদ্বিরসি ইষু-চালনার, সে শস্ত্রাঙ্গে  
 হুল্লভ তত্ত্বোপদেশে দিব দীক্ষাদান ।  
 ভারত-সন্তান-সঙ্গে তুমি বীর্যবান ।  
 কিন্তু মামকীয় দান, রেখ সাবধানে,  
 জামদগ্ন্য রণবিজ্ঞা হ'তে ও উত্তম ।

অর্জুন । হে কুলদেবতা ! পাঞ্চাল-জয়ের মান,  
 এইবার হ'ল ফলবান্ ; যশোমালা,  
 কি হবে আমার ? যদি না সে জয়ত্রীর,  
 যোতুকে আনুষ্ঠানিক থাকে বিজ্ঞালাভ ;  
 যে ধন, মরণে সঙ্গী, জীবনে অক্ষয়,  
 উহাই পরম লক্ষ্য । স্নেহানুশ্রেণে সব  
 ভুল-ভ্রান্তি ঘুচায়ে আমার, করিমদে  
 পূর্ণ কর মোরে । জনশ্রুতি শুনিয়াছি,  
 আত্মজ্ঞানলভ্যঃ কভু নহে দুর্বলের ।  
 দাও সে বলায়ুঃ সত্ত্ব, যে বীর্যরোপণে  
 সৎচাবী তুমিই দাও এ পৃথ্বীমণ্ডলে ।

ভীষ্ম । দিব তা ষড়ঙ্গ জ্ঞানে । কোথায় রেখেছ

প্রবল পাঞ্চালরাজে ? সে দুরন্ত বলে  
 ক'রো না মাৎসর্য্যে প্রতিহিংসা-পরায়ণ ।  
 গুরু-স্বার্থোদ্ধার শিশুর উৎসাহক্রম,  
 বুঝায়ে পাঞ্চালে ; নিজস্ব দায়িত্ব কোন  
 বহিও না শিরে । পাঞ্চাল নবাধিকৃত,  
 কৌরবে, জয়-গৌরব-সংশ্লিষ্ট নহেক ।  
 করেছ গুরু-আদেশে দ্রুপদে বন্ধন,  
 অবশ্য কর্তব্যজ্ঞানে ; নিঃসঙ্গ স্বয়ম্  
 জয়োল্লাসে, নির্বিরোধী রবে সমস্তায় ।  
 দ্রোণ ও দ্রুপদ যাক্ নিজ-মীমাংসায় ।

অৰ্জুন । তাহাই করেছি দাহ । পাঞ্চাল-বারিধি  
 কেনিলে তুরঙ্গবলে ; নিষৃত যোদ্ধার,  
 গর্জ্জিলে তরঙ্গ-বোষ ; কোটি গজধ্বজি  
 ছুটিলে বস্ত্রার হাঁকে ; দেখিলাম যেন  
 সর্ব্বগ্রাসী সিঁছু কড়কড়ে । আমি একা,  
 তটস্থ কৌরববলে, মহনদগের  
 অদম্য মৈনাক দেহে, হিম্ব উচ্চশির ।  
 ক্রমে স্তব্ধ করি সে পয়োধি, জয়ত্রীর  
 লভিল স্বর্ণ-গাগরী সুধাসজীবনী ।  
 নাগপাশে প্রথম বঁধিলু, মহামান্ত  
 দ্রুপদ রাজার যেই ; চকিত বিশ্বরে,  
 কহিল ভৎসনা-স্বরে, কেন রে পাণ্ডব

পাঞ্চালে শত্রুতা কর ? ক্রম-ঘনায়িত,  
 আগামী গৃহবিচ্ছেদে, এ পাঞ্চালরাজ  
 ইহিত পৃষ্ঠপোষক, অনাথ পাওবে ।  
 মুক্ত করি বন্ধন তখনি, অপ্রতিভ,  
 যেন কি অজ্ঞানকৃত পাতিলে, কহিলু,  
 “হে বীরপুঙ্গব—মোর বাল্যচপলতা,  
 ক্ষমাই গুরু আত্মীয়ে ; কিন্তু এ আমার,  
 গুরু-দক্ষিণার কড়ি, পাঞ্চাল-বিজয়,  
 হ’লেও অসত্-কৃত, আমি নিরুপায় ;  
 কিন্তু ওই আত্মীয়তা চিরস্মরণীয় ।”

ভীষ্ম ।

করেছ নীতিসঙ্গত । আজি এ কক্ষের  
 অন্তরালে ক’রে দাও দ্রোণ ক্রপদেব,  
 শুভঙ্করী মীমাংসা ভুলের । দৌত্যবাহি,  
 যাও দ্রোণ ক্রপদ-সমীপে ; আপ্যায়ন  
 জানায়ে আমার, সমাদরে ল’য়ে এস  
 জীর্ণ-ভীষ্মের কোটরে ; বল, উভরায় ;  
 বিপ্র-রাজ আভিষেের ভীষ্ম সেবানায় ।

অর্জুন ।

এ যেন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ দাছ মহাশয় ।

ভীষ্ম ।

গান্ধেয় কৌতুকপ্রিয় নহে কদাচিত্ ।

তবে স্পষ্ট বল তারে ; পূর্ব-চুক্তি-মতে  
 বাধ্য তিনি দিতে দ্বিজে অর্দ্ধ-রাজপাটে ।  
 অন্ততঃ দ্রোণে দেখি বহুপরিকর,

বুঝিয়া লইতে প্রাপ্য ; এই মীমাংসার,  
দায়িত্ব তাদেরি পরবর্তী ভূমিকায় ।

অর্জুন । গ্রায্য কথা ; এই বার্তা দানিবে পাঞ্চালে ;  
ইহাতে যে ছিদ্র দেখে, নৈতিক ভণ্ড সে ।

ভীষ্ম । সে ছিদ্র অপরিহার্য্য । বলীর নির্দোষ,  
প্রমাণসাপেক্ষ নয় । যাও প্রাণাধিক  
এ জরাজীর্ণের যষ্টি ! বিভক্ত সখ্যের,  
মিলাও সংঘটযোগ । দেখিবে অচিরে,  
তুইটি প্রবল শক্তি হবে পাণ্ডবের,  
করিতে বলবন্তর কোরবীয় হ'তে ;  
যে রণ-সাহায্যে, বহুবান্ধব বলের,  
অনতিকাল-বিলম্বে হবে প্রয়োজন ।

অর্জুন । এ কি ভবিষ্যৎ-বাণী, দিলে পুরাতন ?  
এ বক্র হেঁয়ালি ছিল কণ্ঠে ভূমিকার—  
প্রথম স্নেহবিস্থাসে, যে দিন কেশব,  
ছলিল ভক্তের প্রাণ । অখণ্ডনীয় কি,  
ভ্রাতৃ-কলহের ওই ভেদ-পরিণতি ?  
জ্যেষ্ঠতাত আছেন জীবিত ; এ স্বন্থের  
পরোক্ষ-সহানুভূতি রবে কি তাঁহার ?

ভীষ্ম । পরোক্ষ দূরের কথা, প্রত্যক্ষ থাকিবে ;  
আত্মজ ও ভ্রাতৃপুত্রের বিস্তর প্রভেদ ।  
সেই যে কটাক্ষপাত গুরু-পক্ষপাতে,

করিল পুত্রবৎসল হিংসা-তাড়ণায় ;  
 তাহা যে সংশয়-যুক্ত, স্বার্থপরতায়,  
 এ কথা বলিবা কি সে ? এবার স্বার্থের  
 শিয়রে জলেছে বহি ; কুপরামর্শের  
 উঠেছে বৈশাখী ঝড় ; এ বাড়বানলে,  
 প্রত্যেক ফুলিঙ্গ তোরে অতিষ্ঠ করিবে ।  
 তাই ও পাঞ্চাল-রাজ্যে দ্বিজ-তুষ্টি-কোপে,  
 তোমাদেরি ইষ্টানিষ্ট । এ বাল্য-বেলায়,  
 যতপি গৃহ-ঝড়োটে পড় একবার ;  
 সমূহ শিক্ষা-সুযোগ হবে হারথার ।  
 তাই কোনমতে, পাঞ্চালে মৈত্রতা পাতি,  
 গুরু-দক্ষিণান্ত কার্য্য কর উদ্ভাপন ।  
 মস্তকের গূঢ়ার্থ ভেদে, পরার্থ প্রসব,  
 যত না ইত্যবসরে ঘটে তা মঙ্গল ।  
 প্রথমে আচার্য্য দ্রোণে, এই কক্ষতলে  
 নিঃশব্দে দেখাও পথ ; অতঃপর যেথা  
 আছেন পাঞ্চালরাজ ; সে বনিসালায়  
 অভিব্যক্ত করি মনোভাব, জাতভেদে  
 লয়ে এস অন্তরে আমার । এ গোপ্যের  
 আর কোন অন্তরঙ্গ রেখ না তোমার ।  
 অজ্জুন । আর অন্তরঙ্গ কোথা পাব ? অকর্তব্যানী  
 বিনা সে অন্তরঙ্গম । সে ত বহুদূরে

আছেন নির্ভাষনায় ; হৃদয়ে যে বীজ  
সমোপনে করিলে রোষণ, সে অকুরে  
ভগত দেখিবে ফুলে আর ফলভারে ।  
সাক্ষী কেহ রহিবে না স্বীত অন্তঃসারে ।

ভীষ্ম । নিশ্চিন্ত হলাম । কোরব-মন্ত্রণাপারে,  
একটা নব পদ্ধতি হতেছে সূচিত,  
জ্ঞাতি-শত্রু নিপাতনে । পিতৃব্য বিহরে,  
নিরুদ্বেগে শ্রদ্ধা দিয়ে রেখ ; ভগ্নদূত  
কোরব-মন্ত্রণা-ভেদে রবে সে উৎসুক ।

[ অর্জুনের প্রস্থান ।

( স্বগত ) একটা প্রতিভা বটে ! কুরুবংশ-নাশ,  
হলেও রহিবে বেঁচে স্মৃতির নিঃশ্বাস,  
রাষ্ট্রভূমে ভারতের, বীর ভূমিকায় ।  
এ জরাগলিত দেহে, রক্ষণাবেক্ষণ,  
পিতৃহীন অনাথ বাল্যের, প্রাথমিক  
কর্তব্য হলেও মোর ; কর্তব্যপালনে  
দেখি না তিসার্কি আছে কার্য স্বাধীনতা ।  
জ্ঞানতঃ অধর্মরক্ষা ভীষ্ম শিরোনামা,  
ঘোষিবে হুভাগ্য মোর প্রয়াণ প্রাকালে ।  
পাণ্ডব-স্বংস-মন্ত্রের, দুর্বীর নিয়তি,  
একটা পথ নির্দেশ করেছে কোরবে ;  
তাই এ পাঞ্চাল-জয় বীর বালকের,

আতঙ্ক দিলেও ক্ষত্রে, অশ্রাব্য অন্ধের ।  
 যে বিশাল জয়বার্তা কোরব-কুলের,  
 আনিল কুমার পার্থ ; কেহ না দেখিল,  
 উপেক্ষায় রহিল অজ্ঞাত । কোরবের  
 গুপ্ত অভিযান, পাঞ্চালে মৈত্রাহুরাগ ;  
 ভীষ্মের আদেশমাগ্নে নিয়োগি সন্তানে,  
 জানাল পাঞ্চালে, দ্রোণ-সংশ্লিষ্ট সে নহে ।  
 এ রাজনৈতিক দৃষ্টি অন্ধ যে রাজার,  
 তার পথানুবর্তী হওয়া লজ্জাকর ।

( দ্রোণের প্রবেশ )

আমুন পণ্ডিতবর ! পাঞ্চাল-রাজার,  
 অতীত কৃতাপরাধে হ'ক সুবিচার ।  
 দ্রোণ । ধর্ম্মাধিকরণ-ক্ষেপে থাকিতে গাঙ্গেয়,  
 জ্ঞায্যের অর্থানুবাদে—বিচার-বিত্রাট,  
 হওয়া সম্ভবে কোথা ? সে কষ্টকল্পিত—  
 ইঙ্গিত অনুপযুক্ত । অবধা আমার  
 প্রতি সন্দেহ-পোষণ, কেন যে গাঙ্গেয়  
 এত করেন নিত্যশঃ, অবোধ্য এখনো ।  
 ভীষ্ম । সন্দেহ এ নহে দ্বিজ ; ক্ষত-চিকিৎসকে  
 প্রশংসা, অস্ত্রোপচারে নীত আতুরের ।  
 পাঞ্চাল করেছে দোষ ; বাগ দত্ত পণে

দ্রুপদ স্বকৃতভঙ্গ ; সত্যদ্রোহিতার,  
 না হয় শাসন যদি, না হয় বিচার,  
 তবে কি হবে না ছায়-প্রাধাত্তে ত্বষ্কার ?  
 ঘোষিবে মিথ্যাবাদীর জয় জয়কার,  
 তুলিয়া সত্যধর্মের পথে নিত্য ঝড়।  
 পাঞ্চালে বিচার কর ; আর সে বিধানে,  
 করিও, অর্জুন প্রতি কিছু অগ্রদান।

দ্রোণ । পার্থ কি পাঞ্চাল চায় ? হউক নৃপতি  
 অর্জুন পাঞ্চাল-ভূমে ; আমি সেনাপতি  
 সানন্দে বহিব আজ্ঞা বীর বালকের।

ভীষ্ম । সাম্রাজ্য নগণ্য দ্বিজ—পার্থ-উচ্চাশায়।  
 সে চায় মাথুর সজ ; ভরা সযৎসরে,  
 দেখ সে শতেকগামী দ্বারাবতী পুরে ;—  
 যেথায় কংসারি কৃষ্ণ নব রাজধানী,  
 পাতিয়াছে দ্বারকানগরী ; জরাসন্ধ  
 অভিষানে পেতে পরিভ্রাণ। গিরিবস্ত্রের,  
 প্রায়শঃ গোপনচারী পার্থ মথুরেশ।  
 নাই তার গুরুপ্রাপ্য-হরণে প্রয়াস ;  
 সে চায় পাঞ্চাল মৈত্রী, ওদার্য্যে ক্ষমীর।  
 যে সাম্যে অভিভাবক ছিল কোরবের,  
 সে কর্ণ-বুদ্ধির, জটিল মন্ত্রণাজালে—  
 ঔরসজাতের স্বার্থে হয়ে পক্ষপাতী।



পাণ্ডব রক্ষা-দায়িত্বে, ক্রমে আত্মাহীন ।  
আমি ত মরণোন্মুখ, তুমি অর্থহীন,  
কৌরব স্বার্থের ; পাঞ্চালের বীরভূমে,  
ভেঙে নাকো পাণ্ডবের অনাথ-নিবাস ।

দ্রোণ । পাণ্ডবাস্ত্র প্রাণ ! তব বক্র রসিকতা  
সুদূর-প্রসারী যেন । অর্দ্ধরাজ্য-ভাগ  
আমি যা লইব আজ, সে বিত্তস্বত্বের  
উত্তরাধিকারিস্বত্বে হবে অংশীদার,—  
পুত্র আর পার্থ গুণধর । সে প্রাপ্যের  
কতটা ত্যজিতে স্বার্থে বল বন্ধুবর ?

ভীষ্ম । কণার্ক বলি না দ্বিজ ! লকার্ক অংশের,  
এখনো দ্রুপদে রাখ রাজ-প্রতিনিধি,  
জোগাইতে অর্থকোষ । যাবত না দেখে,  
তোমার শিশুমণ্ডলী, রাজ্যাভিষেকের,  
একটা চূড়ান্ত কৃত্য নিষ্পত্তি করেছে ।

দ্রোণ । যেন কি ভাবনাতুর হেরি, ইচ্ছাময় !  
তোমায় ঘনায়মান ভবিষ্যৎ রোধে ?  
এত কি বিপন্ন আজ হেরিছ পাণ্ডবে ?  
যে ক্ষণে বিজয়লক্ষী করতলগতা,  
নিরখি, অন্ধ-শায়িনী অজ্ঞানবর্তিনী ।  
কংসারি সংসদী যার, সে উদীয়মানে  
এত কি মেঘাভ্রমরে ঘেরে অকস্মাত্ !

ভীষ্ম । সন্ধিক্ষণে স্বকর্ণে শুনেছি, অন্ধরাজ  
 গুরু-নিন্দা করিল ঈর্ষায় ; অপগণ্ড  
 কর্ণের রাখিল মান, ভ্রাতৃপুত্রদের  
 করি ভূরি নিন্দাবাদ । এ কয় দিবস  
 মত্তচক্রে ঘোরে অন্ধরাজ ; এ লক্ষণ—  
 কখন জ্ঞাতি-সম্মানে নহে শুভঙ্কর ।

দ্রোণ । যথাক্ষা ক্ষাত্র-বরিষ্ঠ ; অর্ধ-পাঞ্চালের  
 রব আমি ঔপাধিক রাজা ; যাবত না,—  
 হস্তিনার সিংহাসন অলঙ্কৃত হয়,  
 যোগ্যতম কোরবাধিবাসে ; আর কিবা  
 উপভোগ্য হতে পারে এ সন্ধি-স্থাপনে ?

ভীষ্ম । শুধু উপভোগ্য কেন ? এ ত্যাগ-স্বীকারে  
 যথার্থ স্বার্থ-প্রতিষ্ঠা, করিলে শিষ্টের ।  
 কুরু শিবিরের বত বিনিদ্র রজনী  
 কাটিল অভেদ কূট মন্ত্রণা-বিবরে ;  
 তোমার স্বকৃত ত্যাগে হবে পাপ-ভোগ ।  
 দেখ কে অরুণাকর্ণ উজ্জল মধুর—  
 ঐবজ্রোত্তির পশ্চাতে, দ্বান শশধর—  
 উদিত দ্বিতীয়া যামে । শিক্ষক এবার  
 শিষ্টের দক্ষিণা লাভে হন অগ্রসর ।  
 ( অর্জুন ও দ্রুপদরাজের প্রবেশ )

অর্জুন । পূজ্যের অনুমতানুসারে, গুরুদ্বারে

এনেছি দক্ষিণান্তের জলন্ত প্রতীক,  
 দ্রুপদ রাজাধিরাজে ।

দ্রুপদ । আমি সে বিজিত,

বন্দীকৃত দ্রুপদ, যজ্ঞের পণ্ড ; আহি  
 মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষায় খজা-গানে চাহি ।

দ্রোণ । বন্ধুবর ! আশৈশব সহপাঠী হয়ে,  
 দারিদ্র্যের অযোগ্যতা ছিল যে আমার,  
 তোমার সম্বন্ধ-নাভে ; অন্তর্হিত আজ—  
 এবার সে অধিকার পেয়েছি আমার,  
 তোমার সত্যধর্মের । জোর সঙ্গে আজ,  
 অর্কেশ্বর হয়ে পাঞ্চালের, করি দাবী  
 বন্ধুত্ব তোমার ? আপত্তি ত্রায়সম্মত,  
 থাকে কিঞ্চিদপি, জানাও ধর্ম্যাবতারে,  
 স্বরম্ সত্যাধিরাজ গালের আসনে ।

দ্রুপদ । কৌতুক অস্বস্তিকর ! রাজবন্দী আমি,  
 যুদ্ধে পরাজিত ; অগ্ন্যেহ-নিগ্ৰহের  
 প্রাপ্যে উদাসীন । আত্মপক্ষ-সমর্থনে,  
 অবসন্ন-দান, আর্ন্তে আকাশ-কুহ্ম ;  
 ভাবার্থে কলে না কোথা । হয়ে আহান্মুখ,  
 ও দানের প্রার্থী নই আমি । বশুতার,  
 অস্ত্র কিছু ব্যবহার থাকে যদি কর ।  
 রণে পরাজিত নহে বিবেক-বিস্মৃত ।

ব্রহ্মকোপ পেলে অবসর, সহজে যে  
ছাড়ে নাক, জানে তা দ্রুপদ ।

ভায় ।

ব্রহ্মমহু

অপেক্ষা রাখে না কার ; পেলে অবসর,  
ক্ষমায় দয়াজ্ঞ হয় । সে পূর্ব-সখ্যের,  
প্রতিশ্রুতি করিলে স্বীকার ; নাটকীয়  
বিচার-বিভাগ, রহস্তে রহিয়া যায় ।  
অগ্রথা আমার, মধ্যস্থে করিতে হয়,  
বিচার-প্রসঙ্গে সব নিষ্পত্তি স্বন্দেহ ।

দ্রোণ ।

দ্রুপদ, বিশ্বাস কর । বিশ্বাস-ভঙ্গের  
যা কিছু প্রতিভূ চাও, দিব তা তোমায় ।  
ব্রাহ্মণ কোতুকী নয় ; আকাশ-কুসুম  
সম, নহে এ অলীক । রাজনীতিজ্ঞের  
হয় ত প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ, নহে দুষণীয় ;  
ব্রাহ্মণ্য-সাধনে সত্য-বর্জন দ্বিজের  
পরন্তু অমার্জ্জুনীয় ! প্রলয়-কাটিকা  
সমুদ্রযাত্রার পথে । সত্য অপলাপে  
শূদ্রত্ব দ্বিজের প্রাপ্য । এস বাল্যসখা,  
পুনরায় মিলি দুজনায় ; ভুলে যাই—  
অহি-নকুল-বিবাদ ।

দ্রুপদ ।

প্রণয়-বিচ্ছেদ,

একবার ঘটিলে অন্তরে, সে বয়নে

হটিবে নৈপুণ্য মনস্তত্ত্ব শিল্পীর ।  
 অর্দ্ধেক পাঞ্চাল তোমা দিহু দ্বিজবর,  
 স্বাধীনতা-ক্রয় মূল্যে ষোর । ক্ষত্র কড়ু  
 রাজত্বের অঙ্গচ্ছেদ-কৃত সহৈ নাক ;  
 যাবত্ শিরায় তার বহিবে ধমনী ।  
 এ ব্রাহ্মণে দান, স্বাধিকারে বিশ্বরাজ্য,  
 নহে দান সত্রাট্ হরিশ্চন্দ্রের ; এটী  
 মাতৃ-অঙ্গচ্ছেদ মোর, দাসত্বের টীকা ।  
 চাহিতে যত্নপি দ্বিজ ? সসৈন্তে পাঞ্চাল  
 থাকিত পশ্চাতে ভব, যাবত ভূভাগ,  
 হত, না নবাধিকৃত ; দ্রোণাভিষেকের,  
 যোগাতে চন্দন-মালা । কিন্তু পাঞ্চালের  
 প্রত্যেক মাটির কণা আমার জীবানু ।  
 দ্রোণ । আমরা ত মাতৃভূমি ; মাতৃ-অঙ্গচ্ছেদ,  
 কে কোথা সন্তান করে ? কিন্তু মাতৃধন  
 সন্তানে সমান প্রাপ্য । অথও পাঞ্চাল  
 থাক রাজা, রয়েছে যেমন । রাজত্বের  
 অর্দ্ধেক আমার প্রাপ্য ; দিও তা আমায় ।  
 না দাও, বলাধিকৃত-বিষয়ানুগ,  
 বলীর অবৈধ নয় ; হোক তা তোমার  
 যতই অরুচিকর ! এ অর্দ্ধ-রাজ্যের  
 রবে তুমি রাজ-প্রতিনিধি ; যোগাইতে

ব্রাহ্মণের রাজযোগ্য ব্যয়-বিলাসিতা,  
অর্থকোষে স্বাধীনোপজীবিকার । বন্ধু !  
এ আমার জয়-মূল্য, ছাড়িব না কভু ।

দ্রুপদ । তবে কেন জিজ্ঞাসা-হেঁয়ালী ? যথারীতি,  
সহিব দাস্ত্রের দৈন্ত ; যাবত্ না কেহ,  
করে মোর বন্ধন-মোচন । অর্ধরাজ্যে  
আমিই স্বাধীন রব, অন্তর্বাহিরের ;  
অপরার্ধে তুঁইয়া মালিক, অর্থদণ্ড,  
যোগাইব রাজকরে, মুক্তিপ্রতিদানে ।  
এই ত দণ্ডানুবাদ ? অথবা তোমার,  
সর্বত্র প্রভুত্ব আঁধি বর্ষিবে অনল,  
আভ্যন্তরীণ শাসনে ? কহ মহাভাগ !  
দণ্ডের সারাংশ ভাগ ! বন্ধুত্বের দাবী,  
আপাততঃ অলক্ষ্যে থাকুক । প্রভু-দাসে  
মৈত্রতা সম্ভব নয় । হ'লে সমন্বয়,  
আমিই প্রথম মান্য দানিব সথায় ।

দ্রোণ । হোক তাই, মহাশয় ! সেবার সন্ময়,  
দানিতে আপত্তি নাই ?

দ্রুপদ । নেহি তা অগ্রেই,  
তোমার শিক্তের ধরে । বিচার-বিবরে,  
সুভীক্ৰ ষাত ব্যতীত, বীর-ব্যবহারে,  
পেয়েছি প্রাপ্যাতিরিক্ত । পাণ্ডব অর্জুনে,

বাস্তবে যে রণজিত, প্রতিহিংসালেশ  
নাহিক কণার্কিমাত্র । বীর্য্যাপমানের  
করেছি বিস্তর খেদ ; অন্তরে সহসা  
বন্দী হই বীরবালকের—বীরভুজে  
হেরে ও বিস্তর স্মৃথ । অরির শিবিরে  
কাটে মোর স্ননিদ্র রজনী । স্বদেশের  
পথযাত্রী হইব প্রভাতে, নতুবা এ  
ভীষ্মের আতিথ্য-ভোগ না দিতাম ছেড়ে ।

ভীষ্ম । যান্ তবে সম্ভ্রান্ত অতিথিবর । হেথা  
কিংবা আতিথ্য পার্থের, ভীষ্মেরি দে'য়া সে ।  
তবে দ্রোণ শাস্তি পেত' বন্ধুসহবাসে ।

অৰ্জ্জুন । রাজার বিদায়োৎসবে, আতিথ্যানির্দেশ,  
বিশিষ্ট স্নেহের পাত্রে, মানপত্রিকার  
বিশেষ-গূঢ়ার্থবাদী ; এ রাজ-সম্মানে,  
গুরুজী ! নিভুল ঠিক ধারণা শিষ্যের ?

দ্রোণ । হাঁ বৎস ! শিষ্যের গুরু-ভাতৃব্য সম্মান,  
অবশ্যকর্তব্য কৃত্য ; স্ননীতি-তন্ত্রের,—  
যাহা ধারাবাহিক-নিয়মামুর্ভূতা,  
তাহে আমি কেন বাদী হব ? কিন্তু রাজা !  
এ সুযোগ প্রত্যাখ্যান করি, সবিশেষ,  
তুমি যে হইবে স্মৃখী, ভেব না কদাপি ।  
এ বৃদ্ধ দ্রোণের টেমত্ৰী স্বস্তি না হ'লেও,

- বিশেষ অস্বস্তিকর হ'ত না কখনো ;  
 এ বাল্যপ্রণয়তুর হিত উপকার । [ দ্রুপদার্জুনের প্রস্থান ।
- ভীষ্ম । যাচকের রাজনৈতিক মৈত্রতা,—বন্ধু ।  
 বুঝে না কেহই ; বিনা বিপদগ্রস্তের  
 আপাতঃ অনন্তোপায়ী । অকস্মাত্‌ ঘটে  
 যা প্রণয়-রোগ ; তাই চিরস্থায়ী হয় ।  
 পূর্বাপর সম্বন্ধীয় প্রীতি ক্ষীণজীবী ।  
 হুঃখ কি তাহাতে দ্বিভ্র ; দ্রুপদে বিলায়ে  
 পেলে আজ ভীষ্মের প্রণয় । এ বার্কিক্য  
 তোমার সখ্যানুরাগ ভুঞ্জিবে নিয়ত ।
- দ্রোণ । হুঃখিত বিশেষ নয় ; শৈশবের স্মৃতি,  
 বার্কিক্যে অমৃতস্রাবী ; তাই ও মূর্খের  
 এত অনুরোধপত্র, দিয়াছি সখ্যের ।  
 এবার মুছিয়া দিমু স্মৃতি কুণ্ঠহের,  
 তোমার বন্ধুত্বে ভীষ্ম প্রতিশ্রুতি পেয়ে ।
- ভীষ্ম । চল বন্ধু ! বাগ্‌বিতণ্ডার শব্দ জ্ঞানে,  
 নাই কোন চিন্তাবিনোদন ! পুষ্পোদ্ভানে,  
 চল বাই, অর্ঘ্য-পুষ্প করিতে চয়ন ;  
 সায়াহ্নে পুষ্পবাটিকা রম্য-উপবন ।
- দ্রোণ । চলুন গাঙ্গের ; অর্ঘ্য-বেলা ব'য়ে যার ;  
 দ্বিজত্বে সন্ধ্যার তারা, বড় রুদ্ধ হয়,  
 অকৃত-সায়াহ্ন-কৃতো ; চল শীঘ্র বাই । [ উভয়ের প্রস্থান ।



## অষ্টম সর্গ

স্থান—থাণ্ডব-বনপ্রদেশ ।

সময়—পূর্ববাহ্ন ।

( শ্রীকৃষ্ণাজ্জ্বনের প্রবেশ )

অর্জুন । হৃ-হৃ-স্বরে জ্বলে হতাশন ! আর্তনাদী,  
আসন্ন মরণোন্মুখী, কৃতান্ত কয়েদী—  
জীবন্ত জলনকুণ্ডে, পরিত্রাহি ডাকে—  
দিশেছারা জীবকুল । বাণ-খড়্গাঘাতে,  
পশ্চাতে কাটিয়া ফেলি, বাঁচে কোনরূপে ।  
এও যদি ধর্ম হয় ! অধর্ম কোথায় ?  
কোথায় যুগান্তরালে অপেক্ষা করিছে ?

শ্রীকৃষ্ণ । অধর্ম অপেক্ষা পার্থ করে কি কোথায় ?  
মানুষের সে যে প্রিয় বড় ; স্বভাবের  
আসল নিকটাত্মীয় ; উহার বর্জনে,  
মানুষের সুখস্বপ্ন সব টুটে যাবে ।  
ধর্ম শুধু ভয়ে-ভয়ে তরুর মত,  
কোথায় উন্মুক্ত হার খুঁজে পেতে লয় ।  
অধর্ম দেখিতে তুমি পেলেন না অর্জুন ?

ওই যে কুষ্ঠার রেখা, অবিশ্বাস-ছায়া,

ওইটি অনর্থকর, অধর্ম-নিশানা ।

ভাব দেখি জীবগ্রাম কে তব ভারত ?

হের আসে ইন্দ্র দেবরাজ ; বজ্রপাণি

স্বয়ম্ রক্ষিবে তার আরণ্য স্থাপদে ।

কিন্তু ওই দ্বিজগুরু বৈশ্বানর রোষে,

অনর্থ কি হ'তে পারে বিচারিও মনে ।

অর্জুন । কি অনিষ্ট হ'তে পারে, ভাবিব কি সখে ?

আসে বজ্রধর ব'লে শিষ্ট কি ভাবিবে ?

গুরু ত রয়েছে কাছে । অধর্ম কোথায়

করেছি বলুন প্রভু চিন্তার ধারায় ?

শ্রীকৃষ্ণ । এখনো বুঝনি সখে ! একে প্রসাদিতে

অন্তের অনংখ্য প্রাণ নিতেছ হিনায়ে ।

ইহা ধর্ম, কহে শাস্ত্রকার ; ধর্ম রয়—

সকল মস্তের, কশ্মে নয়—বিজ্ঞ তারা,

দীর্ঘকাল তপস্তা-প্রভাবে, করেছিল

এ সত্য দর্শন ; মিথ্যা কি হইতে পারে,

ঋষির বিজ্ঞতা ? কিন্তু ওই বাক্‌সিদ্ধ

ঋষি পুরাতন, এত মিতাক্ষরবাদী

ছিল তারা—সাধারণে রহস্যজনক,

পারিল না মহাসত্যে দিতে শব্দ ভাব,

কি চান সে ব্রহ্মহত্রে করিতে প্রকাশ ।

সরল ছিলেন তাঁ'রা, নাহি বুঝিতেন,  
 জন্মিবে এমন বাগ্মী, কালের প্রবাহে—  
 ওই আশু-বাক্যে দিয়ে বিরুদ্ধ অবয়,  
 সমাজে অর্জিবে যশ, হবে পূজ্যপাদ ।  
 এই ত তুমি না, যথাতত্ত্বে ধর্মব্রতে  
 সঙ্কল্প করিয়া, অনলের অগ্নিমাল্য  
 খাণ্ডব-বনানী খণ্ড, ভোজ-প্রদানিতে—  
 ধরিয়াছে ধনু তব ; তথাপি সংশয়,  
 করিতেছ ধর্ম কিংবা অধর্ম ইহাতে ?  
 কর্ম্মেতে রহে না ধর্ম রম্য মনোরথে ।  
 নেহার মেঘাড়ম্বরে ছাইল গগন ;  
 ডুবে পৃথ্বী অসহায় জলের প্লাবনে ।

( অর্জুনের শরত্যাগ )

অর্জুন । কই, কোথা সখে ! জাগিয়া স্বপন তুমি  
 দেখ কি কারণ ? নীলাশ্বর্য যবনিকা,  
 সূক্ষ্মতর অন্তরীক্ষে সভয়ে লুকাই,  
 দেবরাজে তক্ষকের সনে । দাও সখে  
 অনুমতি, ইন্দ্রে বিমুখিতে ? বৈশ্বানর,  
 দেছে দৈব মহাধনু কোদণ্ড গাণ্ডীব,  
 আয়ুধের একাধিক অক্ষয় তুণীর,  
 বৈজ্ঞাতিক ব্যোমযান কপিধ্বজ-রথ,  
 শুধু ঐশ্বর্য-পরাক্রমে রোধিতে সম্যক ।

শ্রীকৃষ্ণ । তুমি ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইন্দ্রে বিমুখিতে ।  
একাই অনল ওই খাণ্ডবে দহিত,  
দিত না গাণ্ডীব, যুগ্ম অক্ষয় তুণীর,  
অথবা এ মহারথ—যার চূড়াপরে,  
শোভিছে বীরেন্দ্র হনু বিরাট শরীরে ।  
ওই বজ্রপাণি-অরি ; খাণ্ডব-দাহনে,  
উহারে ব্যর্থিলে তবে অনলে তুষ্টিবে ।

অর্জুন । তবে আজ ইন্দ্রজিত হব নারায়ণ ।  
যে পদ-লাঞ্ছিত হয়ে, কর্ণদূর-গৌরব  
মেঘনাদ পেতেছিল একাধিপত্যতা,  
বিশাল জগত-রাজ্যে ; যে বীর্য্যনিপাতে,  
ত্রৈত্য বনানুগামী ব্রতশীলানুজ  
চতুর্দশ-বর্ষ ছিল দিবা-অনাহারে  
রজনী বিনিদ্ৰ চোখে ; যার হত্যা-ঘটা  
রামায়ণ-কাব্য্যমোদে ক্ষুধ ক'রে গেছে ;  
সে মহামহিমাবিত কর মোরে আজ ।  
ধরি ও চরণে, আজ্ঞা দিন গুণাকর ;  
দেবরাজে পরাজিতে হই অগ্রসর ।

[ প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । ( স্বগত ) অরে—রে পাগল পার্থ, ইন্দ্রে পরাজিতে,  
এতদূর হতেছ চঞ্চল ? তোম তরে

রচিব যা অমূল্য সম্পদ ; বোধি-ক্রমে  
 ধ্যানস্থ পাবে না কেহ । বিশ্বরূপ মোর,  
 সমাধি-অগম্য বাহা নিদিধ্যাসনায়,  
 দেখিবে প্রত্যক্ষীভূত মদমুকম্পায় ।

[ প্রস্থান ।

( ইন্দ্র ও তক্ষকের প্রবেশ )

ইন্দ্র । হের সখে, আসিছে ফাক্তনি ওই ; যেন  
 জয়ন্তীর আদরে ঢুলাল । পার্শ্বে হরি  
 রক্ষিছে ভক্তবৎসল । তথাপি তোমার  
 বাঁচাব সন্তানে আমি রোধিয়া অর্জুনে ।

তক্ষক । দেবেন্দ্র ! গুনুন মোর অন্তরভিলাষ ;  
 শত্রু যদি অতিশয় বলশালী হয়,  
 মিত্র যদি করে তারে ভয়, তবে তার  
 উচিত সে স্থান হ'তে করিতে প্রস্থান,  
 দূরান্তরে শত্রু যবে রণে ব্যস্ত রয় ।  
 গুনিয়াছি কর্ণ নামে আছে মহারথ,  
 অর্জুনের আমৃত্যু অবাতি—রাম-শিষ্য  
 তার কাছে লইব আশ্রয় ; তবে যদি  
 সন্তানে ছাড়িয়া নিজে বাঁচিতে বা পারি ।

ইন্দ্র । .আমারে ত্যজিলে সখে, এখনি মরিবে ;  
 ধনুর্কোদে দীক্ষিত ভারত ; বাণ তার

মনের বাসনা-পথে করে বিচরণ ।  
সাবধান তক্ষক এখনো, প্রাণ যাবে,  
সবংশে মরিবে তুমি দেখিতেছি আজ ।

তক্ষক । সে কি সখে ? তুমি তারে ব্যস্ত রাখ রণে ;  
সেই ক্ষণে করিব প্রস্থান । তৎকালে সে  
যদি মোরে করে আক্রমণ, তবে তুমি  
কি করিতে থাকিবে তখন ? দেবশক্তি  
নারিবে কি পার্থে দিতে মুহূর্তের বাধা ?  
তবে বল সখে, কেমনে রক্ষিবে তুমি ?  
নিশ্চিন্তে যা নারিবে সাধিতে, ভারস্বন্ধে  
কেমনে তা করিবে পালন ? যাই সখে ! ( অন্তর্দান )  
( নেপথ্যে দৈববাণী )

“কুরুক্ষেত্রে পালাল তক্ষক ; কণ্ঠদ্বারে  
মাগিতে আশ্রয় ; মিলিবে আশ্রয় তার ।  
ভারতের ক্ষাত্র-শক্তি মারিবে তক্ষক ।  
অলকায় যাও ফিরে, খাণ্ডব পুড়িবে,  
মুরারি এরূপ ইচ্ছা করেছে যখন ।”

ইন্দ্র । বিনা যুদ্ধে পালাব লুকায়ে ; হায় ! হায় !  
এরি নাম দেশ-ভর্গ স্বধা-সজ্জীবিত ।

( ইন্দ্রের অন্তর্দান ও অর্জুনের প্রবেশ )

অর্জুন কোথায় বাসব ? দৈবমায়া প্রহেলিকা !  
এই ত ছিলেন হেথা, গেলেন কোথায় ?

( শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ )

শ্রীকৃষ্ণ । সখে, ওই ভোগার্থীর ভীকু রাজনীতি,  
অমরের মৃত্যুভয় করেছে স্বজন ;  
তাই ওরা রণে ভঙ্গ দেয়, অমৃতের  
স্বাদ ভুলে, প্রাণ লয়ে সূদূরে পলায় ।

অৰ্জুন । কহ সখে ! পলায়েছে যদি দেবরাজ,  
মোরা আর কি করিব দাঁড়ায়ে হেথায় ?  
পবনের শ্বাস, অগ্নিবর্ষণ ছড়ায় ।  
আহা এ ক্ষীণার্জুনাদ কোথা হ'তে আসে ?

শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীময়দানব শিল্পী, নিপুণ নিৰ্ম্মাণে,  
বসে বিশ্বকৰ্ম্মা-সুত এ খাণ্ডব-বনে ;  
উহার জীবন-দানে হ'লে পরাশ্রুত,  
সবাই দোষিবে ; অগ্নি হবে না বিমুখ,  
কেননা শিল্পের রক্ষা সভ্যতা-সুচক ।

( ময়দানবের প্রবেশ )

অৰ্জুন । এস ময় ! দিহু প্রাণদান ; যথা ইচ্ছা  
বাসস্থান কর বিনিময় ; প্রার্থনার  
পূর্ব্বাহ্নেই পেলে পরিভ্রাণ ।

ময়দানব । হে পাণ্ডব,  
যেমন শরণাগতে দানিলে অভয়,

ইহার প্রতাপকার পাইবে নিশ্চয় ;  
যখনি সৌভাগ্যোদয়ে হবে সুসময় ।

[ প্রস্থান

অর্জুন । নূতন সাম্রাজ্যে, ইন্দ্রপ্রস্থ নবধাম,  
স্থাপিব বিদগ্ধ বনপ্রদেশে সুন্দর—  
এ ময়-শিল্পীর সুস্ব রচনা-কৌশলে ;  
দ্বিতীয় অমরাবতী-তুল্য ত্রীনগর ।

শ্রীকৃষ্ণ । হের সখে, আসিছে ব্রাহ্মণ । পক্ষপুটে  
লুকায়িত ঋষি ; স্বাধ্যায়ে, যে কৃতবিদ্বৎ,  
শুধু জ্ঞানশীল ; আসেন তোমার পাশে,  
পেতে ব্রাণ বৈশ্বানর-কোপে ; হে গাণ্ডীবী !  
কেমনে ত্যজিবে ব্রত ব্রাহ্মণে বাঁচাতে ।

অর্জুন । ব্রাহ্মণ অবধ্য ভবে ; ব্রাহ্মণ-রক্ষণে  
ব্রতভঙ্গ হয় যদি ; সে ভঙ্গ-কলুষ,  
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে ধোত হয়ে যাবে ।  
বিশেষ এ বেদবিদ্বৎ দ্বিজসম্প্রদায়ে  
রক্ষণাবেক্ষণ ধর্ম্মে বাধ্যতামূলক ।  
বহিরে তুষিব পরে দ্বিগুণ সমিধে,  
যদি বিনিময় তিনি চান্ ব্রহ্মবধে ?  
ব্রাহ্মণের বধবার্ত্তা ছিল না ত পণে ।  
প্রণমি বৈদিক ঋষি, কিবাদেশ প্রভু !  
পালিবে দাসানুদাস ?



( পক্ষিরূপী ব্রাহ্মণের প্রবেশ )

পক্ষী ।

নর-নারায়ণ !

বড়ই বিপন্ন মোরা চারি সহোদর ।

পিতা পর্যাটনে গেছে ; পূর্বকথামত,

হতাশন দেবে যুক্তি পার্থ যদি ছাড়ে ;

শপথে সংস্কারি কিছু পার কি রক্ষিতে ?

অজ্জুন ।

ব্রহ্মকল্প দ্বিজরাজ ! পার্থানুকম্পায়

রক্ষে যদি ঋষির জীবন ; সে নির্দয়

সহাস্ত্রে গাণ্ডীবে পারে করিতে বর্জন,

বাচে যদি ঋগুবেদে স্থাবর-জন্ম ।

যুক্তি-পত্রিকায় দিহু এখনি স্বাক্ষর,

ধর্মের সর্বস্ব পণে ।

পক্ষী ।

কিবানন্দ দিলে !

হেরি এ মানব-ধর্ম, সমন্বয় ভাবে,

ষৌগিক বেষ্টনী দিয়ে ব্যক্তিত্ব পাসরি,

অধ্যাত্ম আনন্দমঠে বাধিছে সোপান ;

হেরিতেছি পরমার্থে, সচ্চিদানন্দের

সাক্ষ্যপো, অতিথ্য দেন রাজেশ্বরী রসে ;

হেরি রাস-পূর্ণিমার নগ্ন নীলিমায়,

চঞ্জিকা চাতক তৃষা ভরায় চুষনে ।

যে ধনুক ধর্মবুদ্ধি করে ধার্মিকের,

সে জয়ন্তী রক্ষণীয় সদা ক্ষত্রিয়ের ।  
 বর্জিলে ও দেব-ধনু অধর্ম্য হইবে ;  
 ত্যজিতে যে বলে, সেই বর্জনীয় হবে ।  
 করি আশীর্বাদ, রহ এই সাধু পথে,  
 এ পথের ডাকে তুমি সর্বোত্তমে পাবে ;  
 আসি নীলকান্তমণি—লক্ষ প্রণিপাত ;  
 তোমার আশিস্ মেলা বড় বিসম্বাদ ।

[ প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । সবাই আমার প্রতি কেমন বিরস !  
 ভাল ত বাসে না কেউ ? জানে না ত কেউ ?  
 কিরূপে বাসিতে ভাল প্রেমাম্পদে হয় ।  
 অতীন্দ্রিয়ে অন্ধ হয়ে, জ্ঞানের নেশায়  
 সদা কি—নিঝুম মোহে রহিবি ধরায় ?  
 দেখ না রহেছে পরপারে মনোহর !  
 দিব্য জ্যোতিষ্মান্ কেবা পুরুষপ্রবর !  
 স্তূন্দর যে বেদ হ'তে, বেদান্ত যাহার  
 অনিন্দ্য পীযুষানন্দ করিছে প্রচার—  
 শ্রীকান্তের কান্তি যদি দেখিতে পেলি না ;  
 কিরূপে পরমজ্যোতি চিনিবি বল না ?  
 অর্জুন । তবে কি ও, ভালবাসা একটি মুকুতা,  
 ফুটেছিল অভোজার হৃদয়-পুলিনে ?

জগতের সরোবরে ফোটে না কোথায় ;  
 কেবল বৈরাজে দোলে ! বলুন সুন্দর ।  
 অথবা সে পঙ্কজা পদ্মিনী—রবি-বধু  
 উন্মাদ প্রেমিকা ! যে ভাস্করে প্রাণে ধ'রে  
 দেখে তারে বিশ্ব হ'তে সুন্দর মধুর ।  
 যদি না বাসিত ভাল, যদিয়া নয়ন,  
 থাকিত কি ভোর নিশা বিরহ-বাথায় ?  
 চক্ৰমা আলোক-চিত্রে করিত না হেলা ;  
 হেরিতে ষামিনী পারে পুনঃ সূর্য্যোদয় ।  
 নরে ত বাসে না ভাল ? কয়টি দেবতা  
 তোমার প্রণয়-মুগ্ধ বলুন রমেশ ?  
 যে পীরিতি-পুষ্পনিধি ফোটে না মরতে ।

শ্রীকৃষ্ণ । কে মোরে বেসেছে ভাল ? প্রণয়-দর্পণে  
 কে প্রতিবিম্বিত, যথা অভেদাত্মা শিব ;  
 পূজা পুষ্পাধারে বল, কোন্ ফুলবালা !  
 রূপ-গন্ধে বিকশিছে যেমন কমলা ?  
 বন্দনার মধুকরী কোন বীণা-তারে  
 স্কুটায়েছে সামগান—বিনা নারদের ।

অৰ্জুন । উমেশ দেবাদিদেব ! ত্রিগুণাতীতের  
 সাধনা লোকসংগ্রহ যোগ-ক্ষেম-দানে ;  
 নির্বিকল্প সদাশিব স্বয়ম্ভূর সনে,  
 তুলনা করিলে ক্ষণভঙ্গুর জীবনে ?

তথাপি শঙ্কর ওই প্রণয়-আরতি,  
 পারাশর-পূজা-সম্বো, ছাপায়ে উঠে কি ?  
 পদ্মমধু-স্বরভির মাদকতা, প্রভু ।  
 করে কি পাগল যথা রাধা-কুঞ্জ মধু ?  
 প্রেমিকের অগ্রদূত নারদ সৃজন,  
 সামগান বিলায়েছে বটে ; কিন্তু ওই  
 ধ্রুবজ্যোতিঃ নিত্যসাক্ষী ভজনানন্দের ।  
 তাই বুঝি ক্ষিপ্ৰগতি সারিতেছ কাজ,  
 দেবলোকে যেতে হবে ব'লে ; ভাল সখে !  
 যেথায় আনন্দ পাবে, সেথায় থাক গে ।

শ্রীকৃষ্ণ

অমনি বিমর্ষ হলে ; দেখিলে না ভেবে,  
 এটি মোর খেদের কাহিনী । পরিপূর্ণ  
 নরগণে, রচিলাম আত্ম-অবয়বে,  
 তথাপি কুসঙ্গে তারা, রহে আত্ম ভুলে ;  
 চিনিল না গোত্রপিতা পরম-পুরুষে ।

অর্জুন ।

হের সখে ! জিহ্বাকৃতি কে আসে বিজলী ?  
 ক্রোধ-বহ্নি জলিছে নয়নে ; ফেলিব কি  
 কাটিয়া অনলে ?

শ্রীকৃষ্ণ ।

আসে ওই নাগকণ্ঠা

রুদ্ধধ্বাসে ভিক্ষা ল'তে সন্তান-জীবন !  
 উল্লসী উহার নাম ; দিও না আশ্রয়,  
 জী-ষোনি ষাচিলে মুক্তি, দিও পরিভ্রাণ ।

( অগ্নির প্রবেশ )

অগ্নি । হের নারায়ণ ! ওই আসিছে উলুপী,  
জালাময়ী বিষধরী ; ভক্ষিলে উহারে,  
বিষাকীর্ণ হবে ধূমরাজি ; কূটস্থাসে,  
পার্শ্ব-বন-ভূমিভাগে মরিবে সকলে ।  
উহার বিষাক্ত দেহ লব না উদরে ।  
সবলে বনোপকণ্ঠে বিতাড় সত্তরে ;  
চলিহু শাবকগুচ্ছে লহিতে উদরে ।

[ প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । আমিও চলিহু পার্থ, ডরি নাগিনীরে ।

[ প্রস্থান ।

অৰ্জুন । তাই ত সহসা কেন উৎকট কামুক,  
হতেছি নাগিনী-রূপে অত্যলবঙ্গসে ;  
যেন কি বিষাক্ত নেশা প্রবেশি অন্তরে,  
করিছে পাগল মোরে ; নাগিনী-নিশ্বাস  
ক্রমশ করিছে কিম্বর্তব্যবিমূঢ় ;  
অন্তরে গিঁথিছে স্থল কামাঙ্জন-শলা,  
বিধিছে অন্তরতমে ; কেন নারায়ণ  
গেলেন সূদূরে ? কি গুণের সাহসিকা !  
এল বিদ্যাধরী মদনোন্মাদিনী ! মোরে  
ফেলে বা বন্ধনে আজ ! কে গো কুহকিনী ?

( উলূপীর প্রবেশ )

উলূপী । নাগকন্ঠা আমি ধনুর্ধর ; পুত্রগণে  
এখনি অনল-মুখ গ্রাসিবে গোগ্রাস ;  
ফিরে দাও সন্তান-জীবন ; যাচিবে যা  
করিব প্রদান ।

অর্জুন । স্থাবর-জঙ্গমাশ্রুক,  
খাণ্ডব করেছি দান হতানন-ভোজে ;  
এবে এক পারি শুধু বাঁচাতে তোমায়,  
আত্ম-মেদোমজ্জা-বিনিময়ে ; নাগবালা !  
পার কি অর্জুনে দিতে অঙ্গস্বধা-রাগ ?  
গর্ভজাতে সঞ্জীবিতে, স্বদেহ-রক্ষণে,  
পার্শ্বের প্রেমালিঙ্গনে দাম্পত্য-প্রবাহ,  
হইবে ক্ষণিকমাত্র । সবংশ বাঁচাতে  
পারি শুধু আত্ম-মেদোমজ্জাবিনিময়ে,  
তুলা-দণ্ডে মেপে দিয়ে স্বমাংস-রুধিরে ;  
অথবা অনন্তোপায় ! কাম-ক্ষুধা মোর  
মিটাও স্পর্শজন্তুখে ; তুষিব তোমায় ।

উলূপী । মোর অঙ্গস্বধা শুধু চাহ, বিনিময়ে,  
মায়ের যুগ্মসু হতে দিয়ে প্রাণদান ।  
পার্শ্ব তুমি ! জানে মোর আত্মীয়-সমাজ,  
যদিও নহেক মোর স্ববর-স্বজাত,

তথাপি ভরতবংশ ; তোমাতে দানিলে,  
 আমার যৌবন-মন অঘরে না যাবে ;  
 করিব প্রণয়ারতি তোমায় ভারত,  
 যত দিন রবে তুমি এ প্রেম-পিয়াসী ।  
 কিরাও সম্মানে মোর, যমদ্বার হ'তে ।  
 অর্জুন । এই শরে, বৈশ্বানরে, আহ্বান করিহু ;  
 ওই আসে সর্বভুক হবি-ওজস্বিন্ ।  
 ভিক্ষা লব প্রারকের ক্ষণ অবসর,  
 রতি দান করিতে তোমায় ; অতঃপর,  
 ভোজন-ভাণ্ডার ক্ষয় করিব পূরণ,  
 দিয়ে আত্ম-বিসর্জন ; এস নাগবালা !

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ )

শ্রীকৃষ্ণ । স্নাত পার্থ আসিছে অলসে ; ক্রুরহাসি  
 হাসিছে দ্বিজিহ্ব-অঁখি ; এখনি দংশিবে ।

( অগ্নির প্রবেশ )

অগ্নি । নিখিলেশ ! এ কি তব শিষ্যের আচার ;  
 আত্ম-প্রাণ দিতে চায় নাগিনী উদ্ধারে ।  
 শ্রীকৃষ্ণ । জানি দেব, তিষ্ঠ ক্ষণকাল ; ওই আসে  
 ইন্দ্রিয়ের দাস, এখনি বিচার হবে ।

( অৰ্জুন ও উলূপীর প্রবেশ )

এ কে পার্থ, কে মোহিনী সঙ্গিনী তোমার ?

যে রূপ-পঙ্কজে চাহে পাবকে পোড়াতে,

সেই তব প্রেমসার্থী ; ধন্য রে প্রেমিক !

অৰ্জুন । ইন্দ্রিয়-অনলে দেছি, সমাংস-আহতি ;

শপথে করেছি দান ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

দেহ'বলিদানে,

শপথে ক্ষমতা কই ? বিশ্বপরহিতে,

যদি কেহ করে প্রাণদান ; যুদ্ধে নয়,

শাস্ত মনোভাবে ; তবে সেই আত্মহার

দেব-দরবারে হবে নিষ্ঠুর বিচার ।

তাঁহে যদি রক্ষা পায়, তবেই নিস্তার ।

নতুবা প্রাণের দাগ মুছিয়া যাইবে,

জড়ত্বের অধস্তনে নির্বাসিত হবে ;

দীর্ঘ জীবনের শিক্ষা বিস্মরিত হয়ে,

অন্তকাল সে মরিবে ; তার মরণের

ভবিষ্যৎ কথামালা বড় শোকাকুলা !

ভেবেছ কি পার্থ তুমি ভূস্বামী তোমার ?

তোমার জীবাত্মা তব স্বাধীন স্বরাট ?

পরধনদানপত্রে লিখিতে পার না ।

পক্ষান্তরে, শপথের উদ্দেশ্য ফলিবে,





শ্রীকৃষ্ণ । ধর্ম্মে তুমি হওনি পতিত ; রে ভারত !  
 জন্ম-শত্রুতায় কভু হয় কি প্রণয় ?  
 উলুপী চাহিল প্রাণ, যা নিয়ে পীরিতি ;  
 ম'রে গেলে স্পর্শ কোথা পাবে ? হাড়-ভস্মে  
 সাক্ষী দেবে চোরা পীরিতের । পরকীয়া—  
 প্রেম ! ওটা প্রহেলিকা ; কচিৎ বাস্তব ;  
 যদিও ফুটেছে বিশ্ব, লুকায়ে ঝরিছে,  
 কোথায় রয়েছে প'ড়ে তীর অনাদরে ।  
 তার জন্য প্রাণ দে'য়া বাক্যে শুধু ভাল,  
 ভাবার্থ রেখ'না তার ; যে প্রীতি-বর্ধনে,  
 প্রতিজ্ঞা রাখিতে হবে ; সে প্রিয়া, পিয়ার  
 প্রণয়-পীড়িত প্রাণ, পারে কি পোড়াতে ?  
 তা হতে শতেক বর্ষ কাটাবে বিরহে ।  
 প্রভু বৈশ্বানর—সন্তুষ্ট হয়েছ যদি,  
 শাবকে নিও না কাড়ি ; পর্কত-বহিরে,  
 কয়টি পাষণ-খণ্ড নিঃস্ব না করিবে ।  
 নাহি শত্রু আর তব ; দেবে কি বিদায় ?  
 অগ্নি । নারায়ণ ! নমি পদে—সন্তুষ্ট হয়েছি,  
 যথা ইচ্ছা করুন গমন ; হে পাণ্ডব !  
 কপিধ্বজ দেবযান করেছি প্রদান,  
 গাণ্ডীব অক্ষয় তুণ ; আর এই দিন  
 আগ্নেয় মহাজ্ঞ, যাহে মরিবে ফণিনী ।

আদি পর্ব ]

কেশবাজ্জুন

[ অষ্টম সর্গ

অজ্জুন । প্রণমি সহস্রজিহব ! মন্তক-ভূষণ,  
হইল এ দেব-দান ; বিদায় এক্ষণ ।  
উভয়ে । চলিলাম মোরা তবে, নমি হতাশন ।

[ অজ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান ।

অগ্নি । এ এক অদ্ভুত লীলা ! দাসের চরণে  
প্রণমিল মহাপ্রভু ; রহস্ত বিরাট ।

[ প্রস্থান

আদি-পর্ব সমাপ্ত ।







